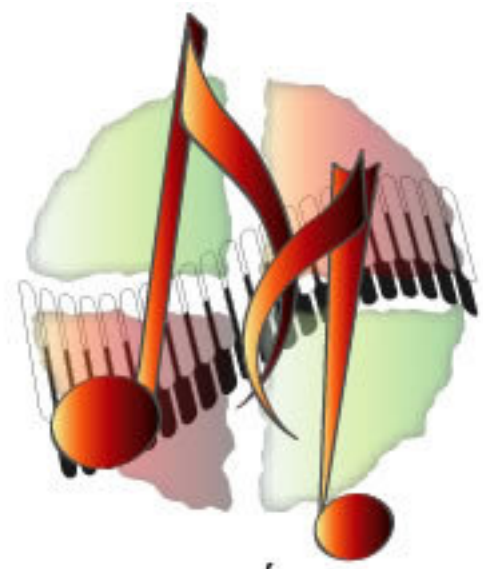

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

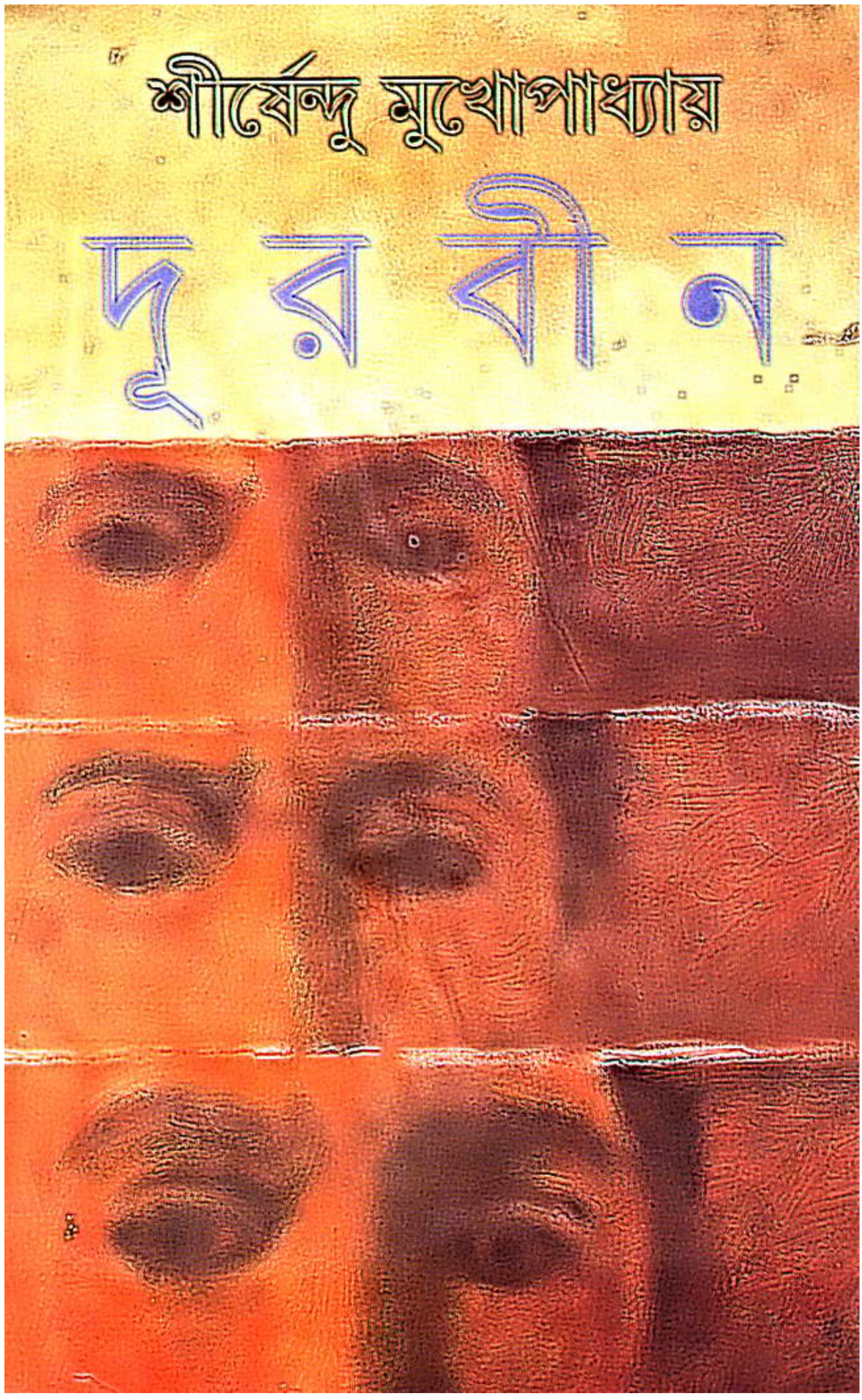

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দূরবীন

www.MurchOna.com

॥ ২২ ॥

কূট সন্দেহ যখন সত্য হয়ে দেখা দিল অবশেষে, তখন রেমির সত্যিকারের ঘেন্না এল ধ্রুবর ওপর। আর রাগ। পারলে সে লোকটাকে খুন করে।

দুহাতে জামা খামচে ধরে ধ্রুবকে এত জোরে নাড়া দিতে লাগল সে যে মাতাল ধ্রুবর মাথাটা লাট্টু করতে লাগল ঘাড়ের ওপর। বুঝিবা ঝাঁকুনিতে খসে পড়ে। চিৎকার করে রেমি জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী বললে ? ঠিক করে বলো ! স্পষ্ট করে বলো ! বলো ! নইলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলব !

ঝাঁকুনির চোটে ধ্রুব কেমন ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারছিল না। হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু একবার অতি কষ্টে বলল, মাইরি ! তোমার গায়ে তো সাঙ্ঘাতিক জোর !

রেমির রাগ তাতে আরো চড়ল। উত্তুঙ্গ সেই পিশাচ রাগ লুপ্ত করে দিল তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান। দুহাতে সে ধ্রুবর গলা টিপে ধরে বলল, বলো ! স্পষ্ট করে বলো ! কী করেছো তুমি ? আমার পেটে সত্যিকারের বাচ্চা এসেছিল ! তুমি আমাকে মিথ্যে করে বুঝিয়ে সেটা নষ্ট করেছো ! বলো, ঠিক কি না !

ধ্রুব সভয়ে রেমির দিকে চেয়ে বলে, ঠিক।

ঠিক ? আর্তনাদ করে উঠে রেমি চেপে ধরল ধ্রুবর গলা। প্রাণপণে তার শ্বাসনালী অবরোধ করে বলল, তাহলে তুমিই বা কেন বেঁচে থাকবে ? খুনী ! ছোটলোক ! চণ্ডাল ! তুমিই বা কেন বেঁচে থাকবে ? মরো ! মরো ! মরো !

আশ্চর্য এই, ধ্রুব নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটা হাতও তুলল না। একটুও বাধা দিল না রেমিকে। রেমির প্রচণ্ড মুঠোর চাপে দম আটকে আসছিল তার। চোখ দুটো বড় বড়। কপালে রক্তোচ্ছ্বাস। মুখটা হাঁ করা।

রেমি সম্ভবত মেরেই ফেলত ধ্রুবকে যদি সে ধ্রুবর মুখের দিকে না তাকাত। যদি চোখ বুজে থাকত রেমি, তাহলে হয়তো পারত। কারণ সেই মুহূর্তে খুন করার মতোই একটা রাগ ভর করেছিল তার শরীরে। কিন্তু ধ্রুবর অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ ও মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তার দিকে চেয়ে শিথিল হয়ে গেল রেমি। নিজের কাছে এক রহস্যময় অদ্ভুত প্রশ্ন রয়ে গেল তার। কেন কেন আমি এই খুনী এই পিশাচকে ভালবাসি ? কেন ভালবাসি ?

রেমির হাত থেকে মুক্ত ধ্রুব গড়িয়ে পড়ে গেল বিছানায়। একটা বীভৎস হেঁচকির শব্দ উঠতে লাগল তার গলা দিয়ে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে ফেনা গড়াতে থাকে।

রেমি প্রথমটায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। তারপর তার বুক জুড়ে দেখা দেয় ভয়। ও কি মরে যাবে ? ও কি মরে যাচ্ছে ? হায় হায় হায়। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব কী করে ?

পাগলের মতো রেমি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্রুবর ওপর, ওগো ! তোমার কী হল ? বলো না ! পায়ে পড়ি, ওরকম কোরো না। কী হয়েছে তোমার ? ওগো !

ধ্রুবর শ্বাস চলছিল, জ্ঞান কিছুটা লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে তার শরীর অত্যন্ত মজবুত। ভাল ভিতের ওপর তৈরি বাড়ি ভাঙতে সময় লাগে। অস্পষ্ট আধো চেতনার মধ্যেও সে বুঝল আতঙ্কিত রেমি যদি চেঁচায় তাহলে লোক জমাজমি হবে। বিশ্রী এক পরিস্থিতির মুখে পড়ে যাবে রেমি। ধ্রুব অতি কষ্টে একখানা হাত একটু তুলে রেমির একখানা হাত ছুঁল। একটু মাথা নাড়ল। বোধহয় বোঝাতে চাইল, তার তেমন কিছু হয়নি।

হতবুদ্ধি রেমি এইটুকু দেখেই বুঝতে পারল, ধ্রুব হয়তো মরে যাচ্ছে না। সে দৌড়ে গেল বাথরুমে। জল এনে ছিটে দিতে লাগল ধ্রুবর মুখে চোখে। ফ্যান খুলে দিল মাথার ওপর। খুলে দিল বুকের বোতাম।

www.MurchOna.com

অনেকক্ষন ধরে কাশল ধ্রুব। গভীর শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।গলার ফর্সা চামড়ায় তখনো লাল দগদগে হয়ে বসে আছে রেমির আঙুলের ছাপ।

ওঠার মতো অবস্থা তখনো তার নয়। বালিশে ক্লান্ত মাথা এলানো। ম্লান একটু হেসে বলল. পারলে না ?

রেমি অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। বলল. কী পারলাম না ?

আর একটুক্ষণ চেপে রাখলেই তো হত। পারলে না কেন ?

রেমি উপুড় হয়ে পড়ল ধ্রুবর বুকে। দুহাতে আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল. বোলো না ! বোলো না ! আমি রাক্ষুসী।

ধ্রুব সেই কান্নায় বাধা দিল না। চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল. একটু ব্র্যাণ্ডি দাও।

একটুও প্রতিবাদ করল না রেমি। উঠে কাঁদতে কাঁদতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতেই আলমারি থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করে গেলাসে ঢেলে জল মিশিয়ে ধ্রুবর হাঁ করা মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিতে লাগল যত্ন করে। জীবনে এই প্রথম স্বামীকে মদ খাওয়াচ্ছে সে। তবে মদ হিসেবে নয়।

ধ্রুব গিলতে পারছিল না। গিলতে গিয়ে একবার বিষম খেল। পরের বার কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল অনেকটা। ফিসফিস করে বলল, পারছি না।

রেমি ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সস্নেহে। জিজ্ঞেস করল. কষ্ট হচ্ছে ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে সেইরকম ফিসফিসে গলায় বলে. না। তেমন কিছু নয়।

আমি ডাক্তারকে খবর দেবো।

না রেমি। ওসব কোরো না। কেউ যেন জানতে না পারে। একটা মাফলার বের করে আনো।

রেমি আনল।

ধ্রুব বলল. গলাটা ঢেকে দাও।

কেন গো ?

দাও না।

তোমার কেমন লাগছে সত্যি করে বলো।

ভাল। গলাটায় একটু অস্বস্তি। ওটা কেটে যাবে।

ঠিক করে বলো।

ঠিকই বলছি রেমি। শোনো. কাউকে কিছু বোলো না। ডাক্তার ডেকো না।

রেমি বুঝল. ধ্রুব তাকেই বাঁচাতে চাইছে। আর কিছু নয়।

সেই রাতটা ধ্রুব খুব কাশল। গলাটা একটু ফুলে উঠেছিল লাল হয়ে। আর তেমন কিছু হল না। পরদিন ধ্রুবকে খুবই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। সারা রাত রেমি এক সেকেণ্ডও ঘুমোয়নি। চিত্রার্পিতের মতো বসে ধ্রুবর মুখখানার দিকে চেয়ে থেকেছে অপলকে। সারা রাত ধরে সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে. কেন এই লোকটিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না ? কেন এই মানুষটিকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না ! এই মাতাল খুনী নিষ্ঠুর. উদাসীন ও অপ্রকৃতিস্থ লোকটা কোন যাদুবলে আমাকে দখল করে আছে ?

এ এক রহস্য। এক অদ্ভুত জটিল রহস্য। ধ্রুবর ওপর যেরকম প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা ক্ষণিকের জন্য পাগল করে তুলেছিল তাকে. তেমনি ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর বুক ভাসিয়ে এল করুণা মায়া গভীর এক ভালবাসা। সেই দুকূল ছাপানো ভালবাসায় বয়ঃসন্ধির প্রথম প্রেমের মতো উন্মন চঞ্চল হল রেমি। কিন্তু হায় ! যাকে নিয়ে তার এই ভালবাসা সেই অপ্রকৃতিস্থ পুরুষ আবার এঁটে দিল তার অভ্যন্তরের কপাট। রেমিকে যেন চেনেই না।

পরদিন গলায় মাফলার জড়িয়েই অফিসে বেরোলো ধ্রুব। গভীর রাতে ফিরল মাতাল হয়ে।

www.MurchOna.com

দুদিন পর চলে গেল ব্যাঙ্গালোর অফিসের কাজে। রওনা হওয়ার আগে রেমি বলল, আমাকে নিয়ে যাও। কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে।

আরে দূর! আমি যাচ্ছি হারিকেন ট্যারে। কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তোমার কি আর হোটেলে একা একা বসে থাকতে ভাল লাগবে?

তবু তো চেঞ্জ!

আচ্ছা, পরের বার হবে।

আমাকে অ্যাভয়েড করছ।

ধ্রুব একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ঠিক তা নয়। তবে অনেক ঝামেলা আছে। আমরা ইচ্ছেমতো বউ নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি না। শ্বশুরের পারমিশন নিতে হবে তোমাকে।

নিতে হলে নেবো।

উনি দেবেন না।

কেন দেবেন না?

উনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। দারজিলিং-এ আমি কী কাণ্ড করেছিলাম মনে নেই?

মদ খাবে, এই তো? সে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

আর যদি ফের মারপিট লাগে?

তাহলেও তো আমার সঙ্গে থাকা দরকার। তোমাকে দেখবে কে?

প্লীজ রেমি, চাপাচাপি কোরো না।

আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না?

ধ্রুব একটু হেসে বলল, কথাটা মিথ্যেও নয়। তোমার সঙ্গ বলে কথা নেই, আসলে আমি মেয়েদের বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

কেন পারো না?

রেগে যেও না। গার্লস আর এ অফুল লট। তাদের এতরকম প্রবলেম থাকে

আমি তোমাকে কখনো কোনো প্রবলেমের কথা বলি?

না। তবে তুমি নিজেই একটি জ্যান্ত প্রবলেম।

কিরকম?

ধ্রুব হাতঘড়ি দেখে বলল, অত সময় নেই রেমি। এ নিয়ে পরে কথা হবে।

রেমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, তুমি অনেক কথাই শুরু করো, কিন্তু শেষ করো না। মেয়েদের যদি তুমি অতই অপছন্দ করো তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন?

এ কথার একটা পেটেন্ট জবাব আছে ধ্রুবর। সে বলে, বিয়ে আমি করিনি, বিয়ে আমাকে করানো হয়েছে। আমি মন্ত্রও উচ্চারণ করিনি বিয়ের সময়। কিন্তু আজ ধ্রুব সে জবাব দিল না। বরং মুখে একটা অবাক ভাব ফুটিয়ে বলল, আমি বিয়ে না করলে তোমার বিয়ে হত কার সঙ্গে?

রেমি বলল, অনেক ভাল ছেলে ছিল। অনেক ব্রাইট, লাভিং, ব্রডহারটেড পাত্র জুটতে পারত।

তাই নাকি? তাহলে ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন কথাটা সত্যি নয় বলছো?

মোটেই নয়।

আমার তো মনে হয় বিয়েটা বাস্তবিকই ভবিতব্য। আমি ছাড়া তোমার গতি ছিল না।

না, মোটেই না। আমি এ বিয়ে মানি না।

ধ্রুব বড় বড় চোখে রেমির বিদ্রোহী চেহারাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, সাববাস! এই তো চাই।

তার মানে? ইয়ার্কি করছো নাকি?

ধ্রুব দুহাত রেমির কাঁধে রেখে বলে, না রেমি, একটুও ইয়ার্কি নয়। শোনো, আমি বাস্তবিকই

www.MurchOna.com

তোমাকে বিয়ে করিনি। অন্তত স্বেচ্ছায় নয়। তুমি কি আমাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছো?

রেমির চোখ ফেটে জল আসছিল। ফুঁসে উঠে বলল, তোমাকে চিনলে কখনো স্বেচ্ছায় বিয়ে করতাম না।

তোমার কোনো লাভার ছিল না?

না। কিন্তু তাতে কী?

ছিল। বলবে না। ঠিক আছে, শুনতে চাই না। তবে আমার মনে হয়, তোমার মতো সুন্দরী মেয়েদের লাভার না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

রেমি ছিটকে সরে গিয়ে বলল, ছোটোলোক! ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি ছুঁলে আমার ঘেন্না করে।

ধ্রুব হাসল, উদার গলায় বলল, আরে সিস্টার খুব রেগে যাচ্ছো। সেন্টুতে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য কথাটা বলিনি মাইরি। আমি বলতে চাই, সত্যিই যদি কোনো লাভার থেকে থাকে তবে তার কাছেই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।

মুখে এল কথাটা তোমার? বলতে তিব সরল? ছিঃ!

আঃ, মাইরি! ফের তুমি সেন্টু হয়ে যাচ্ছো। কিন্তু আদত কথাটা যদি বুঝতে! তুমি কি জানো না বা এতদিনেও টের পাওনি যে, কৃষ্ণকান্তর বখে যাওয়া এক ছেলেকে আবার লাইনে আনার জন্য তোমার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে ভারচুয়ালি উৎসর্গ করা হয়েছে! ঠিক যেভাবে পাঁঠা বলি দেয়! পারছো বুঝতে?

রেমির নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল রাগে। বলল, হ্যাঁ। এখন আমার তাই মনে হয়। তোমার মতো একজন লম্পট মাতালের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পিছনে হয়তো এইটাই কারণ।

তাহলে? বলে ধ্রুব খুব বিজ্ঞের মতো হাসল, এই বিয়ের বিরুদ্ধে কি তোমার বিদ্রোহ করা উচিত নয় রেমি? উচিত নয় কি আদালতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেওয়া! বলো!

উচিত। নিশ্চয়ই উচিত।

তাহ'লে তাই করো রেমি। ভাঙো, ভাঙো এই পরিবারের ভিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবিরোধী, সংকীর্ণমনা, মতলববাজ ও কায়েমী স্বার্থের এই বাস্তুঘুঘুর প্রতিষ্ঠানটিকে উড়িয়ে দাও। পাবলিকলি অপমান করো কৃষ্ণকান্ত চৌধুরিকে। লম্পট ধ্রুব চৌধুরির মুখোশ খুলে দাও। কেন চুপ করে মেনে নিচ্ছো সব কিছু? এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানটির ভিত ভেঙে স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে চলে যাও নিজের সত্যিকারের প্রেমিকের কাছে। জয়ী হও, মুক্ত হও, ঘৃণা করো আমাদের।

অভিনয়! পুরোটাই অভিনয়! কিন্তু তবু কী চমৎকার অভিনয়! ধ্রুব বওনা হয়ে যাওয়ার একঘন্টা বাদে রেমি বিছানায় বসে আনমনে আঙুল দিয়ে বিছানায় আঁকিবুকি করতে করতে আপনমনে হাসছিল, পাগল! একটা পাগল!

ফুল ফুটলে পতঙ্গ আসেই। সেই অর্থে রেমিরও কি প্রেমিক ছিল না দু একজন? ছিল। দাদার বন্ধু মানিকদা। দারুণ চেহারা, ইনজিনিয়ার। সদ্য নামে পাড়ার একটি বেকার ছেলে। দায়ে দফায় এসে সব সময় হাজির হত। একজন অধ্যাপক ছিলেন চিন্ময় সান্যাল নামে। চমৎকার মানুষ। একটু নরম হয়ে পড়েছিলেন তার প্রতি। রাস্তায় ঘাটে কতবার সপ্রশংস বা লোভী চোখ তাকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু প্রেম করার অবকাশ ঠিক পায়নি সে। বড্ড অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। তবে আজ তার মনে হয়, পৃথিবীর আর কোনো পুরুষ নয়, আর কেউ নয়, একজনকেই তার চাই। পুরোপুরি চাই। যে লোকটা তাকে এত অপমান করে নাকের ডগা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার চলে গেল। তার প্রতি যার এত উপেক্ষা। এত উদাসীনতা। ওই পাগলকে সে একদিন বলবে, এসো, বিয়ে ভেঙে দিই। আমি কুমারী হয়ে যাই, তুমিও কৌমার্যে ফিরে যাও। তারপর আমার স্বয়ংবর হোক। কাকে মালা দেবো জানো? আশ্চর্যক কোথাকার? বোকো না?

বউমার উড়ু উড়ু ভাবটা ব্যস্ততার মধ্যেও একদিন লক্ষ করেন কৃষ্ণকান্ত। ডেকে বলেন,

www.MurchOna.com

দামড়াটা ব্যাঙ্গালোর না কোথায় গেছে যেন !

হ্যাঁ ।

তোমাকে চিঠি পত্র দিয়েছে ?

না ।

ফোনটোনও করে না ?

না ।

চমৎকার । হীরের টুকরো আর কাকে বলে । কোন হোটেলে আছে তাও বোধহয় জানো না ?

রেমি মাথা নেড়ে বলে, না । বলে যায়নি ।

দিন সাতেক হল বোধহয় !

তা হয়েছে ।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, এবার থেকে যখন বাইরে যাবে তখন ওর হোটেলের নামটা অন্তত জেনে নিও । তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, দামড়াটার জন্য দুশ্চিন্তা করছ । কিন্তু তাতে লাভ নেই । কাল বোধহয় লতু দক্ষিণেশ্বর যাবে । সঙ্গে জগা থাকবে । গাড়ি যাচ্ছে । ওই সঙ্গে তুমিও ঘুরে এসো গে যাও । লতুটা তোমার সঙ্গে মেশেটেশে, না কি নিজের বন্ধুটন্ধু নিয়েই মত্ত থাকে ?

প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক । রেমির ননদ লতু বউদিকে প্রচণ্ড ভালবাসে বটে, কিন্তু তার কলেজ এবং বাইরের জগৎটা বড্ড বেশী বড় । তাছাড়া এই বয়সেই সে নানারকম সোশ্যাল ওয়ার্ক করে বেড়ায় । ফলে বউদির জন্য তার দেওয়ার মতো সময় থাকে না । একজন ভাসুর ও একটি দেওর আছে রেমির । তারা প্রায় না থাকার মধ্যেই : ভাসুর দেরাদুন মিলিটারি স্কুল থেকে পাশ করে এখন সামরিক বাহিনীর উঁচু পোস্টে বসে আছে পুনায় । বিয়ের পর তাকে এক আধবার দেখেছে রেমি । অবাঙালীর মতো চেহারা । লম্বা চওড়া । একজন ডিভোর্সী মারাঠা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করার পর থেকেই এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক একরকম চুকে গেছে । তার নামও কেউ উচ্চারণ করে না । দেওর ইনজিনিয়ারিং পড়ছে রুরকিতে । বড় একটা আসে না । এলেও বউদির সঙ্গে খুব একটা কথা টথা বলে না । লজ্জা পায় বোধ হয় । সুতরাং এ বাড়িতে রেমি একরকম একা ।

একা যেমন, তেমনি আবার একচ্ছত্র আধিপত্যও তার । কৃষ্ণকান্ত ইদানীং তার হাতেই সংসার খরচের টাকা পয়সা দিচ্ছেন । ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করছেন তাকে । স্বামীর কাছ থেকে যা সে পায় না তার সেই শূন্যতাকে পূরণ করার এ এক অক্ষম চেষ্টা ।

রেমি পরদিন দক্ষিণেশ্বর গেল না । কেন যাবে ? তার তো বেড়াতে ইচ্ছে করে না একা একা । একা ছাড়া কী ? লতু, জগাদা এরা থাকলেও তার একাকিত্ব ঘোচে না কিছুতেই ।

পেটের বাচ্চাটা যদি থাকত তাহলে হয়ত এত একা লাগত না । শরীরের মধ্যে আর একটা শরীর । তার প্রাণস্পন্দন টের পেত রেমি । তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত । ধ্রুবর অভাব তাতেই পূরণ হয়ে যেত অনেকটা ।

কেন মারল ধ্রুব ? কেন ? ধ্রুবর কাছ থেকে সদুত্তরের জবাবটা আজও পায়নি রেমি । কেন বাচ্চা হবে শুনে সাদা হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ ? কোথায় বাধা ছিল ?

দশদিন বাদে ধ্রুব ফিরল । ক্লান্ত চিমসে চেহারা হয়ে গেছে । ট্যাকসি থেকে নেমেই রেমিকে বলল, শীগগীর ভাত খাওয়াও । দশদিন প্রায় আধপেটা খেয়ে ছিলাম ।

তখন অবেলা । বিকেলের ফ্লাইটে ধ্রুব ফিরেছে । তবু প্রশ্ন না করে আগে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল রেমি । পুরুষমানুষ বড় একটা খিদে সহ্য করতে পারে না ।

খাওয়ার টেবিলে মুখোমুখি বসে রেমি জিজ্ঞেস করল, রোগা হয়ে গেছ কেন ?

ধ্রুব ফিচেল হেসে বলল, বিরহে ।

www.MurchOna.com

বিরহ কেমন তা তুমি জানো ?

আহা তোমার বিরহে নয়।

তবে কার বিরহে ?

বিরহ ফর ফুড। দক্ষিণ ভারতের খাবার সহ্য হচ্ছিল না।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বলো।

ধ্রুব চোখের কোণা দিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, তোমার শরীরটা তো তেমন কৃশ দেখছি না।

দেখবে কেন ? কৃশ তো হইনি।

অথচ হওয়ার কথা।

কেন, হওয়ার কথা কেন ?

রওনা হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল তুমি খুব বিরহ ফিল করছ।

মোটেই নয়।

একদম করো নি ?

না। বিরহটা একতরফা তো হয় না।

দূর মাইরি ! তুমি একদম উলটপুরাণ। বিরহ চিরকালই একতরফা।

তাই নাকি ?

কেষ্টর জন্য রাধা যত কেঁদেছিল তার টুয়েন্টিফাইভ পারসেন্টও কেষ্ট কাঁদেনি।

তোমার সেই টুয়েন্টিফাইভ পারসেন্টও বোধহয় নেই।

না। তবে তোমার জন্য আমি ফিল করি।

সেটা কিরকম ?

একটা বাজে লোকের জন্য তোমাকে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে।

তা হচ্ছে।

আমি সেটা ফিল করি।

শুধু ফিল করলেই হবে ? তোমার কিছু করার নেই ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, আমার নেই। কিন্তু তোমার আছে।

কী করব ?

ওই যে বলেছিলাম, এ বাড়ির ভিত নাড়িয়ে দাও। ভাঙো আগুন জ্বালো।

এ বাড়ির ওপর তোমার এত রাগ কেন ?

রাগ তোমারও হওয়ার কথা ম্যাডাম।

কেন তা আগে বলো।

এরা ভণ্ড, অহংকারী, রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী।

তাই নাকি ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, কেন, তুমি কি জানো না ?

কী জানবো ?

বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে।

আমার বুদ্ধি নেই। বুঝিয়ে দাও।

নির্বোধদের মাথায় কোনো ফ্যানট্যাস্টিক আইডিয়া ঢোকাতে নেই রেমি। তাতে সে ক্ষেপে উঠে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসতে পারে।

আমি কি ততটাই নির্বোধ ?

তা কে জানে ! তুমি নিজেই তো নিজেকে নির্বোধ বললে।

www.MurchOna.com

তুমি আমাকে একটা কিছু বলতে চাইছো। কিন্তু পারছো না। কেন বলো তো?
আমার কিছু বলার নেই।
আছে। আমি জানি।
ওসব এখন বাদ দাও। আমি টায়ার্ড আণ্ড হাংরি।
ঠিক আছে। পরে বোলো। আমি অপেক্ষা করব।
ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, মনে হচ্ছে, তোমারও কিছু বলার আছে!
আছে। আমি তোমাদের রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।
ধ্রুব একটু ম্লান হেসে বলল, ব্লাড ইজ এ স্ট্রেঞ্জ থিং।

॥ ২৩ ॥

গভীর রাত্রি পর্যন্ত হেমকান্তর ঘুম হল না। মাথায় ধিকি ধিকি অঙ্গার জ্বলছে। আত্মধিক্কার ও চারিদিককার কলুষিত পরিবেশের ওপর ঘৃণা তাঁকে আজ পাগলের মত করে তুলেছে।

কোন রন্ধ্র দিয়ে নিয়তি আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। তাঁর ক্ষেত্রে সেই নিয়তি এল শশিভূষণের রূপ ধরে অনুকম্পার রন্ধ্র দিয়ে। তিনি শশিভূষণকে ধরিয়ে দিতে পারতেন বটে, কিন্তু ও কথাটাই তাঁর মনে কখনো উদয় হয়নি। নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে। লোকে কারও সম্পর্কে ভাল কথা শুনলে গা করে না, কিন্তু মন্দ কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ তা বিশ্বাস করে। লোকচরিত্র সম্পর্কে হেমকান্তর জ্ঞান সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু তিনি যেটুকু জানেন সেটুকুই বিষাক্ত।

শীতের প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে। আজকাল কোকিল ডাকে। শিমূলের গাছে ফুল এল।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান হেমকান্ত। প্রকৃতি শান্ত, ও সীমাহীন। নির্মেঘ আকাশ থেকে দেবতাদের লক্ষ লক্ষ চোখ নক্ষত্রের আলোয় তাঁকে নিরীক্ষণ করে। হতোদ্যম হেমকান্ত ঊর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। তাঁর বুক থেকে ঊর্ধ্বে ধাবিত হয় পুঞ্জীভূত অভিমান, আমি কী করেছি? কেন এই কলঙ্ক? ভগবান!

অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। মাথার চুলে এলোমেলো হাওয়া এসে লাগে। চোখ জ্বালা করে এবং জল আসে।

ঘর থেকে একটা ভারী চেয়ার টেনে আনেন তিনি। বসেন এবং বসেই থাকেন। মানুষের সমাজকে তিনি কোনোদিন ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু এতদিন সেই সমাজ তাঁকে নিয়ে তেমন কথাও বলেনি। তিনি একাচোরা মানুষ, ঘটনাবিহীন। রঙ্গময়ীর সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে একটা ঘটনা আছে বটে, কিন্তু সেটা তাকে ততটা স্পর্শ করেনি। ইচ্ছে করলে রঙ্গময়ীকে বিয়ে করে আজও তিনি সেই রটনা বন্ধ করতে পারেন। কাজটা এমনিতে শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু শশিভূষণকে নিয়ে যে রটনা তা অন্যরকম। তা দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিরজাফরের কত দয়িতা বা শয্যাসঙ্গিনী ছিল তা নিয়ে ইতিহাস মাথা ঘামায় না, কিন্তু দেশদ্রোহিতার কথা আগুনের অক্ষরে লেখা থাকে

হেমকান্ত চেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজলেন।

সকালে তাঁকে জাগাল সূর্যের আলো আর পাখির ডাক। হু হু শব্দে কোকিল ডাকছে আজ। হেমকান্ত টের পেলেন, খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানোর ফলে তাঁর গলা খুশখুশ করছে মাথায় কিছু যন্ত্রণাও টের পান তিনি। একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

নিস্তেজ শরীরে উঠে তিনি প্রাতঃকৃত্য সারলেন। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে কোচোয়ানকে গাড়ি ঠিক করতে হুকুম পাঠালেন। পোশাক পরে গাড়িতে উঠে বললেন, সোজা থানায় চল

রামকান্ত রায় থানার হাতার মধ্যেই থাকেন। খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে আসুন আসুন!

www.MurchOna.com

হেমকান্তকে প্রায় হাত ধরেই নিয়ে গিয়ে বসালেন বাইরের ঘরে।

হেমকান্ত বিনা ভূমিকায় বললেন, আমি একটু শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রামকান্ত রায় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কেন বলুন তো।

তাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।

কী কথা ?

সেটা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না।

আপনি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

তা ঠিক। আমার মনটা ভারী অস্থির।

রামকান্ত রায় একটা শ্বাস ফেলে বলেন, হওয়ারই কথা। শশিভূষণ ধরা পড়ুক এটা তো আপনি চাননি !

হেমকান্ত সরল ভাবেই বলেন, না, চাইনি।

কেন ? হঠাৎ ধমকের মতো শোনায় রামকান্তর গলা।

হেমকান্ত তটস্থ হয়ে বলেন, কেনই বা চাইব ?

আপনি কি স্বদেশীদের প্রতি সিমপ্যাথী পোষণ করেন ?

না তো ! তা কেন ?

আপনার অস্থিরতা দেখে তো তাই মনে হয় হেমকান্তবাবু।

হেমকান্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানতাম না।

রামকান্তর মুখের কুটিলতা তবু সরল হল না। ধমকের স্বরটা বজায় রেখেই বললেন, ঘটনাটা আপনি যেভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা ছেলেমানুষী। আমাদের চোখ কান মগজ তো আর কারও কাছে বাঁধা দিইনি। একজন মারাত্মক অপরাধীকে আপনি যেভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন তা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। তবু আমি আপনাকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি আজও সেই স্টেটমেন্টটা দেননি।

হেমকান্তকে আজ যেন জুজুবুড়ির ভয় পেয়ে বসেছে। একজন তিন পয়সার দারোগা তাঁকে চোখ রাঙাচ্ছে তবু তিনি কেমন যেন আঁকুপাকু করছেন ভিতরে ভিতরে। তেতে উঠছেন না, ফেটে পড়ছেন না। মিন মিন করেই বললেন, স্টেটমেন্ট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানতাম না !

আপনি না জানলেও কেউ তো জানত ! কারও মাথা থেকে তো প্ল্যানটা বেরিয়েছিল !

হতভম্বের মতো চেয়ে থাকেন হেমকান্ত।

রামকান্ত নিজের হাতের প্রকাণ্ড চেটোটার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, গল্পের সব প্যাঁচ আমি টেনে বার করবই। ওই মেয়েটা, রঙ্গময়ী, ও কেমন মেয়ে ?

ভাল ! খুব ভাল।

আপনার কাছে ভাল হলেই তো হবে না। সে যে ভাল এমন কোনো প্রমাণ নেই। শশিভূষণকে সে যে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

রঙ্গময়ী জানত না।

রামকান্তর গলায় ব্যঙ্গ ঝলকাল, আলবাৎ জানত। তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় আনলেই সব কথা কবুল করবে।

হেমকান্ত নিজের শরীরে একটা শীতলতা টের পান। একটা কাঁপুনি ধরেছে তাঁকে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক শব্দ হল একটু। জ্বর আসছে ? হবে ? শরীরটা আজ বশে নেই। বললেন, ওকে ধরে আনবেন ?

আনাই তো উচিত।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ীকে ? যেন বুঝতে পারছেন না এমন ভ্যাবলার মতো বলেন হেমকান্ত।

রামকান্তর গলা কিছু নরম হল। বললেন, অন্য কোনো উপায় নেই। তবে আপনি যাতে নিজেকে বাঁচাতে পারেন আমি সেই পথ খোলা রেখেছি। এখনো রেখেছি। আপনি যদি সুযোগটা না নেন তবে বাধ্য হয়ে আমাকে আইনমতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

হেমকান্ত নিশ্চুপ বসে রইলেন। লোকে জানে, তিনি শশিভূষণকে ধরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশের বিশ্বাস, তিনি শশিভূষণকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। বড় অদ্ভুত অবস্থা।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লোকের সঙ্গে তিনি কখনো ঝগড়া বা তর্ক করেননি। কী করে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাও তাঁর জানা নেই। তার ওপর এক আতঙ্কে তাঁর মন ও মাথা ছেয়ে আছে।

রামকান্ত বললেন, শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চান কেন ?

একটু দরকার ছিল। কোনো অসুবিধে আছে ?

হাসপাতাল থেকে এনে তাকে এখনো থানার হাজতেই রাখা হয়েছে। অসুবিধে আছে বৈকি। তবে আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

খুব ভাল হয় তাহলে।

আসুন, বলে রামকান্ত উঠলেন। থানার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, রঙ্গময়ী আপনার কে হন ? কোনো আত্মীয়া নয় তো ?

ঠিক তা নয়।

মেয়েটির প্রতি লক্ষ রাখবেন। ওর অ্যাকটিভিটি যথেষ্ট সন্দেহজনক।

রঙ্গময়ী কী করেছে ?

সে আপনিও নিশ্চয়ই জানেন।

হেমকান্ত ভয় খেয়ে চুপ করে গেলেন। বেফাঁস কোনো কথা যদি বেরিয়ে যায়!

প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল যে, শশিভূষণ বড় একটা যত্নে নেই। খুব রোগা হয়ে গেছে। সুকুমার মুখশ্রীতে একটা হাড় উঁচু লাবণ্যহীনতা। গালের কোমল দাড়ি রুক্ষ। চুল পিঙ্গল। মোটা কম্বলে গা ঢেকে বিছানায় বসে ছিল।

হেমকান্তকে দেখে হঠাৎ চিনতে পারল না। না চেনারই কথা। মাত্র একবারই পরস্পর দেখা হয়েছিল। তারপর জল ঘোলা হয়েছে কিছু কম নয়।

হেমকান্ত আত্মপরিচয় দিতেই কিন্তু শশিভূষণের মুখ ভীষণ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে এল বিছানা থেকে। আশ্চর্যের কথা, নীচু হয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে সে হেমকান্তর পায়ের ধুলো নেওয়ারও চেষ্টা করল।

হেমকান্ত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক থাক তাঁর মনে হল, এরকম ভেঙ্গী ও প্রাণভয়হীন যুবকের প্রণাম নেওয়াটা তাঁর পক্ষে পাপ হবে।

সাগ্রহে শশিভূষণ জিজ্ঞেস করল, বাড়ির সবাই কেমন আছেন ?

ভাল।

রঙ্গময়ী ভাল ?

হ্যাঁ। তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা করছে।

ওঁকে বলবেন, আমি ভাল আছি।

বলব। কিন্তু তুমি সত্যিই কেমন আছো ?

শশিভূষণ হাসল। বলল, এখনো খারাপ কিছু লাগছে না।

এখানকার খাওয়া দাওয়া ?

জঘন্য, তবে আমার ওসব অভ্যাস আছে।

www.MurchOna.com

মারধোর করে না তো !

না না । এখনো ওগুলো শুরু হয়নি । শুনছি বরিশালে চালান দেবে । তখন কী হয় বলতে পারি না ।

তোমার বাড়িতে একটা খবর দেবো ?

শশিভূষণ আবার শুকনো ঠোঁটে হাসে । ঠোঁট দুটো চড়চড়ে শুকনো । মামড়ি এবং রক্ত শুকিয়ে আছে । কষ্টেই হাসতে হয় । বলল, ওসব পুলিশ নিজের গরজেই করবে । আপনি ভাববেন না ।

শোনো শশী, আমি তোমার জন্য উকিল লাগিয়েছি । তুমি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য কোরো ।

শশিভূষণ অবাক হয়ে বলে, আপনি উকিল লাগালেন কেন ?

এমনি । তুমি আমার অতিথি ছিলে । পুলিশ তোমাকে সেই অবস্থায় ধরে এনেছে । আমার মনে হল তোমার জন্য কিছু করা আমার আতিথেয়তা হিসেবেই কর্তব্য ।

শশী ম্লান হেসে বলল, যথেষ্টই করেছেন । রঙ্গমাসী দিনরাত আমার সেবা করেছেন । কয়েকদিন আরামের আশ্রয় জুটেছিল । আর কী চাই ?

ওটুকু কিছুই নয় ; তুমি তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট করেছো । দেশের লোকের জন্যই করেছো । তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরই ভাল লাগবে ।

শশী বলল, উকিল আমার বাবাও নিশ্চয়ই দেবেন ।

তা তো জানি । তবে অধিকন্তু ন দোষায় । ভাল কথা, তুমি তোমার বাড়ির যে ঠিকানাটা দিয়েছিলে সেটা কি যথার্থ ?

শশিভূষণ লজ্জার হাসি হেসে বলে, না । সত্যি ঠিকানা দেওয়ার নিয়ম নেই ।

তোমার বাবা কী করেন ?

ব্যবসা ।

তোমরা কি ধনী ?

ধনী না হলেও বাবার অবস্থা খারাপ নয় ।

তাহলে তুমি আদরেই মানুষ হয়েছো !

তা হয়েছি ।

এখন যে এত কষ্ট তা সইছো কী করে ?

মনটাকে শক্ত করে ফেললে আর কষ্ট থাকে না ।

মনকে শক্ত করা কি সহজ কাজ শশী ?

তা নয় । খুব শক্ত কাজ । তবে অভ্যাস করে নিতে হয়েছিল ।

তোমার এত কম বয়স, এত অভ্যাস করার সময় পেলে কবে ?

শশিভূষণ একটু হাসল মাত্র ।

হেমকান্ত গলা খাঁকারি দিলেন । শরীরটা ভাল নেই । মাথা ঝিমঝিম করছে । গায়ে জ্বরের সঞ্চার টের পাচ্ছেন । প্রবল শীত করছে । গরাদটা শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, একটা কথা ।

বলুন । সসম্ভ্রমে শশী বলে ।

লোকে বলছে আমিই নাকি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছি

আপনি ! শশী আকাশ থেকে পড়ে

লোকে তাই ভাবছে । একটা প্রচারও হচ্ছে

কে একথা রটাল ?

তা বলা শক্ত তবে রটেছে । কথাটা কি তুমি বিশ্বাস করো ?

শশী হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে বলে, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

www.MurchOna.com

তুমি বিশ্বাস করো না তো !

ওরকম কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। রঙ্গমাসীর কাছে আপনার কথা কত শুনেছি !

আমার কথা ! মনু মানে রঙ্গময়ী তোমাকে আমার কথা বলত নাকি ?

বলত মানে ! রঙ্গমাসী শুধু আপনার কথাই তো বলতেন।

আমার সম্পর্কে এত কী বলার থাকতে পারে তার ?

ও বাবা, সে অনেক আছে। ওর কাছে বোধহয় আপনিই ভগবান।

হেমকান্ত ভীষণ অবাক হয়ে যান। রঙ্গময়ী তাঁর সম্পর্কে ভাল কথা বলে বেড়ায় তাহলে ? কিন্তু কী কথা ?

একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল। নিজের প্রশংসা অন্যের মুখ থেকে টেনে বের করার প্রবণতা ভাল না।

হেমকান্ত একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ছেড়ে বলেন, তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না ? আমি স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।

কারা এসব বলছে বলুন তো। তাদের চাবকানো দরকার।

লোকে নিন্দা করতে এবং শুনতে ভালবাসে। প্রায় সকলেই। কজনকে চাবকাবে ? লাভ নেই।

শশী বলে, বরং পুলিশের ধারণা তো উল্টোই। তারা বলে যে, আপনি আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বলে নাকি ?

বলে। রঙ্গমাসীর ওপরে দারোগাবাবুর খুব রাগ।

জানি : হেমকান্ত বিষণ্ণ গলায় বলেন, ওকেও ধরে আনতে চাইছে।

কথাটা শুনে শশী অবাক হল না। খানিকটা উদাস গলায় বলল, ধরতেই পারে। একদিন রঙ্গমাসী ধরা পড়বেনই। উনি ভীষণ বেপরোয়া।

তাই নাকি ? দেখ শশী, ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনি বটে, কিন্তু কী যে ওর চরিত্র তা আজও ভাল বুঝলাম না। অদ্ভুত মেয়ে।

শশী মাথা নাড়ল। তারপর বলল, কৃষ্ণ কেমন আছে ?

ভালই। তোমার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিল কয়দিনে ! তাই না ?

হ্যাঁ। খুব স্পিরিটেড ছেলে আপনার।

হেমকান্ত আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। ছেলেকে তিনি ইদানীং একটু কাছে ভিড়তে দিয়েছেন বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকান্ত কেমন ছেলে তা তিনি খুব ভাল জানেন না।

শশী বলল, আপনার বাড়িতে আমার খুব ভাল কেটেছিল। জ্বরটা না হলে আরো ভাল কাটত।

সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ অবধি আর ভাল কাটল কই তোমার ! ধরা পড়ে গেলে।

শশী মাথা নেড়ে বলে, ধরা পড়তেই হত। উপায় ছিল না। আমার ওপর কমান্ডারের অর্ডার ছিল সুইসাইড করার। তা আমি করিনি।

হেমকান্ত শিউরে উঠলেন।

শশী আপনমনেই বলল, মার মুখ মনে পড়ায় ভেবেছিলাম, একবার মাকে দেখে নিয়ে তারপর দূরে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে সুইসাইড করব। যাতে আমার লাশ কেউ খুঁজে না পায়। মা যাতে ধরে নেয়, আমি নিরুদ্দেশ। কিন্তু হল না।

যেতে পারলে না মার কাছে ?

না। অসুবিধে ছিল। কিন্তু সুইসাইডও করা হল না। প্রথম চোটে না করতে পারলে পরে নানারকম দুর্বলতা দেখা দেয়।

ওসব কথা ভেবো না শশী। আমি ভাল উকিল দিয়েছি। সে তোমাকে খালাস করে আনবে।

www.MurchOna.com

পারবে ? শশী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে।

কেন পারবে না ? তাকে সব বোলো।

শশী ঘাড় নাড়ল। কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে। জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সে বলল, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিছু মনে করবেন না।

হেমকান্ত ধীর স্বরে বলেন, তোমার বয়সী এবং তোমার চেয়ে বড় ছেলে আমার আছে। কেউ স্বদেশী করেনি কখনো। কিন্তু এক আধজন যদি করত তবে খুশি হতাম।

শশী বলল, আপনাদের বংশে তো স্বদেশীর রক্ত আছেই।

হ্যাঁ। আমার ভাই ছিল।

শুনেছি। রঙ্গমাসী সব বলেছে।

হেমকান্ত জ্বরের ঘোরে কাঁপছিলেন। উঠলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, আসি।

ফেরার পথে সারা রাস্তায় হেমকান্ত আচ্ছন্নের মতো এলিয়ে রইলেন। বাড়িতে ফিরে নামতে যাবেন, একটা হাত তাঁকে ধরল।

মনু! আমার বড় জ্বর আসছে মনু!

জানি। খারাপ শরীর নিয়ে কোন রাজকার্যে গিয়েছিলে ?

শশীর কাছে।

কেন ? চলো, ওপরে চলো, এখন আর কথা নয়।

হেমকান্ত ওপরে উঠতে উঠতে হাঁফিয়ে গেলেন। বড় বড় শ্বাস পড়তে লাগল। বিছানায় শুয়ে এক আচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে করতে বললেন, ও বিশ্বাস করে না।

কী বিশ্বাস করে না ?

ও গুজবটায় বিশ্বাস করে না।

কোন গুজব ?

আমি যে ওকে ধরিয়ে দিয়েছি তা ও বিশ্বাস করে না।

ঠিক আছে। এখন চুপ করে শুয়ে থাকো।

তুমি ওকে আমার কথা কী বলেছো মনু ?

তোমার কথা! তোমার কথা বলতে যাবো কেন ?

বলেছো!

রঙ্গময়ী লেপ দিয়ে হেমকান্তকে ঠেসে চেপে ঢাকা দিয়ে বলে, বেশ করেছি বলেছি। বলেছি আমার মাথা আর মুণ্ডু।

কই আমাকে তো আমার কথা বলো না!

বলার কিছু নেই বলে।

আমাকে তো কেবল বকো, ধমকাও।

বেশ করি।

মনু, আমি মরে যাবো এবার ? কত জ্বর বলো তো!

যত জ্বরই হোক, মরণ তোমার কাছে ঘেঁষুক তো একবার! চুপ করে থাকো। তোমার মনুর শরীরে এখনো প্রাণ আছে।

॥ ২৩ ॥

হেমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, বাচ্চাটা যে তোমার নয় এরকম একটা কথা তুমি কি মনে করো ?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, কি জানি। হতে পারে।

www.MurchOna.com

আমি জানতে চাই এরকম ধারণা তোমার কেন হল !

ধারণা আমার নয়। আমি আজকাল তলিয়ে কিছু ভাবতেই পারি না।

তাহলে ধারণাটা কার ?

ধ্রুব খাওয়া থামিয়ে পিছনে হেলান দিয়ে খুব অপ্রতিভ মুখে একটু হেসে বলল, এসব নিয়ে আকচাআকচি কি এখনই করতে হবে ? আমি ড্যাম টায়ার্ড।

টায়ার্ড আমিও। তোমাকে নিয়ে।

আমাকে ছেড়ে দাও না কেন ? তোমার কি কোনো প্রেমিক নেই, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যার কাছে ফিরে যেতে পারো ?

না। আমরা সেরকম মানুষ নই।

তোমরা কিরকম মানুষ তাহলে ? সর্বংসহা সতী সাধ্বী ? মাইরি, এই সব টাইপ নিয়েই পুরুষদের যত ঝামেলা।

আমি এখনো তেমন ঝামেলা করিনি, কিন্তু করব। কথাটার জবাব দেবে ?

ধ্রুব উঠে বেসিনে আঁচিয়ে এসে বলল, ঘরে চলো।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল ধ্রুব। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, কথাটা বেফাস বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। যেতে দাও। আর হবে না।

ওটা কোনো একসপ্লানেশন নয়। কথাটা বেফাঁস বেরোয়ওনি। যদি কথাটাই বড় হত তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যে বুঝিয়ে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করতে না। আরও কিছু আছে !

ধরো, ঠিক এই সময়ে আমি বাচ্চা চাইছিলাম না।

সেটা আমাকে বলতে পারতে। ডিসিশনটা আমরা দুজনে মিলেই নিতাম।

তুমি নিতে পারতে না রেমি। তুমি একটু সেকেলে টাইপের।

দেখ, আমার সঙ্গে এখন চালাকি কোরো না। আমার মন ভাল নেই। আমাকে নিয়ে খেলার পুতুলের মতো যা খুশি অনেক করেছো। ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার।

ধ্রুব কি একটু ভয় পেল ? হবেওবা। তার মুখচোখে কিন্তু জলে-পড়া ভাব ফুটে উঠছিল।

ধ্রুব খানিকক্ষণ নীরবে সিগারেট টেনে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, ওরকম ধারণার কথা কেউ মুখ ফুটে বলেনি। কিন্তু তবু এবাড়ির বাতাস শুঁকলে কখনো কখনো তুমি মানুষের মনোভাব টের পাবে। অবশ্য খুব সেনসিটিভ নার্ভ থাকা দরকার।

তাই নাকি ? কিন্তু আমি ওসব বুজরুকি শুনতে চাই না। আসল কথাটা বলো।

সেটাই বলার চেষ্টা করছি। ধারণাটা আমার নয়। অন্য কারো। কিন্তু ধারণাটা আমাদের ভিতরে ঠিকই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তুমি শিলিগুড়ি গেছ। সমীরও সেখানেই আছে। সমীর এবং তুমি তোমাদের দুজনের মধ্যে কী রিলেশন তা আমি জানি না। ইনটারেসটেডও নই। কিন্তু দেয়ার ইজ এ হ্যামিং অ্যাবাউট ইউ।

ছিঃ ছিঃ !

ব্যাপারটা হয়তো নিতান্তই ছিঃ ছিঃ। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। শুনেছি তোমার শ্বশুর সমীরকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিল। জরুরী কাজে। সে আসেনি।

তোমরা এত হীন ?

তুমি আর কতটাই বা জানো ? আমরা তার চেয়েও হীন। সেইজন্যই তোমাকে বলি, এ বাড়ির বনিয়াদ ভাঙতে থাকো। সব মুখোশ খুলে দাও।

আমার বাচ্চাটা যে তোমার নয় এ কথাটা কে প্রথম তোমাকে বলে ?

ধ্রুব অবাক হয়। বলে, কেউ তো বলেনি !

তাহলে ?

www.MurchOna.com

বললাম তো, কেউ মুখ ফুটে বলে না। কিন্তু সন্দেহের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। আর বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পেরে যায়।

আমি ওসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু শুধু সন্দেহের বশে একটা বাচ্চাকে খুন করা কি মানুষের কাজ, না পিশাচের ?

পিশাচের। এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

যাতে কিছুতেই, কোনো রন্ধ্র পথেই এ পরিবারের রক্তে কোনো কলুষিত রক্ত ঢুকতে না পারে, সেই জন্য ?

অবিকল তাই।

রেমির চোখ মুখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর গনগনে হয়ে উঠছিল। তবে সে ধ্রুবকে আক্রমণ করল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কিন্তু এ ঘটনা আমি ঘটাবো।

কী ঘটাবে ?

তোমাদের রক্তের বিশুদ্ধতার শুচিবাই আমাকে ভাঙতেই হবে।

ধ্রুব উদাস গলায় বলে, ভাঙাই উচিত। ভাঙো।

আমি তোমার পারমিশান চাইনি।

চাওনি, তবু আমি দিলাম। এমন কি এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে কো-অপারেটও করতে পারি।

তার মানে ?

আমি বলছি, তোমার এই ভেনচারে আমার সায় আছে। আমি হেলপও করতে পারি।

রেমি এই অদ্ভুত ও কিম্ভুত লোকটার দিকে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, সমীরের সঙ্গে আমার সত্যিই কিছু হতে পারে ? এটা কি সম্ভব ?

ধ্রুব মৃদুস্বরে বলে, আমার মতামত চাইছো কেন ?

তুমি আমার স্বামী, তোমার মতই আমার কাছে সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট।

আমি নামকোবাস্তে স্বামী।

সে তো ঠিকই। তবু আমার জানা দরকার, কথাটা তুমি বিশ্বাস করো কি না।

ধ্রুব একটু সময় নিল। নিজের নখগুলোর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল, অনেকক্ষণ ভ্যাজরং ভ্যাজরং করছি। আর ভাল লাগছে না।

বলবে না ? কথাটা আমার যে জানা ভীষণ দরকার।

কেন, আত্মহত্যা-ফত্যা করবে নাকি ?

সেটা জানার পর ঠিক করব।

আজকাল এসব আকছার হয়। আত্মহত্যা-ফত্যা করে বোসো না। তাহলে তোমার শ্বশুরের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ফিনিশ হয়ে যাবে।

রেমি ঠাণ্ডা মাথাতেই বলে, বলো।

ধ্রুব মাথা নাড়ল, না করি না।

সত্যি বলছ ?

বলছি।

তাহলে ? তাহলে বাচ্চাটা নষ্ট করলে কেন ?

বহুৎ জেরা করছ ভাই।

একথাটার জবাব দাও।

শুধু একথার জবাব দিলেই হবে ?

হবে।

www.MurchOna.com

আমার ধারণা তোমার প্রেগন্যানসি সম্পর্কে কারও সন্দেহ হয়েছিল। সে চায় এই বংশের ধারায় কোনো বদরক্ত এসে যেন না মেশে। এবং তার সেই সন্দেহের সম্মান রাখতেই ঝামেলাটা করতে হয়েছিল।

তিনি কি শ্বশুরমশাই ?

হতে পারে। তবে আমাকে কৃষ্ণকান্তবাবু এম এল এ এবং মাননীয় মন্ত্রী নিজের মুখে কিছু বলেননি। তবে সন্দেহটা এ বাড়ির বাতাসে জীবাণুর মতো সংক্রামিত হয়েছিল।

তোমাকে তো কেউ নিশ্চয়ই বলেছিল :

না। আমি টের পেয়েছিলাম।

এটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো ?

বলি। আমি প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলি। অপ্রয়োজনে নয়।

আমি আজই তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

উইশ ইউ গুড লাক। তৈরি হয়ে নাও।

রেমি উঠল এবং বাস্তবিকই একটা ছোটো ব্যাগ গোছাতে লাগল।

ধ্রুব অলস চোখে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে কয়েকবার হাই তুলল।

তারপর উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে গেল।

কাউকেই কিছু বলল না রেমি। কারো অনুমতি নিল না। তার মাথা আর বুক জুড়ে একটা ঘৃণা রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে কিছু সঠিক ভাবে চিন্তা করতে পারছে না। উচিত অনুচিতের বোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাপের বাড়িতে এসে দুদিন প্রায় নির্বাক রইল রেমি। কারও প্রশ্নের জবাব দেয় না। কারও দিকে তাকায় না। শুধু গভীর রাতে বালিশে মুখ ঠেসে ধরে কেঁপে কেঁপে কাঁদে।

আশ্চর্য এই, তিন দিনের মধ্যেও তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ খোঁজ করতে এল না : ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। রেমির বাপের বাড়ির সকলেই খানিকটা চিন্তিত উদ্বিগ্ন। কিন্তু রেমির মুখে কিছু না শুনে তারাও কৃষ্ণকান্ত বা ধ্রুবকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না। রেমির বাপের বাড়িতে ফোন নেই, থাকলেও ওবাড়ি থেকে কেউ খোঁজ করত কিনা কে জানে।

চতুর্থ দিন অফিস থেকে ফিরে রেমির বাবা নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, আজ কৃষ্ণকান্তবাবুর সেকরেটারি আমার অফিসে ফোন করেছিলেন।

উদ্বিগ্ন রেমির মা বললেন, কী কথা হল ?

এমনি রেমি কেমন আছে জানতে চাইল।

আর কিছু বলল না?

না।

আমি তো মেয়ের ভাবগতিক ভাল বুঝছি না। ওরা বাঙাল মানুষ, মেয়ে বোধহয় মানিয়ে নিতে পারছে না।

শুধু বাঙাল নয়, জামাই বাবাজীও সুবিধের লোক তো নয়। এখন বুঝতে পারছি না বিয়েটা দিয়ে ঠিক কাজ করেছি কিনা।

ছোট্ট বাড়ি। পরিসর কম। সব কথাই রেমির কানে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটে। সে আর সব সহ্য করতে পারে, শুধু ধ্রুবর প্রসঙ্গটা বাদে। ওই একটা বিষয় নিয়ে কেউ কিছু বলুক তা সে সইতে পারে না।

রেমি কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। এমন কি জিনিসপত্র পর্যন্ত গোছাল না। হাতব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে ট্যাকসি ধরল। সোজা শ্বশুরবাড়ি কালীঘাট।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

www.MurchOna.com

ধ্রুব খুব রাত করল না। এমন কি মদ খেয়েও আসেনি। বেশ ক্লান্ত চেহারা। বোধহয় অফিসে খাটতে হয়েছে।

ঘরে ঢুকে থমকে গিয়ে বলল, আরে ! আমি ভাবছি ওদিকে তুমি এ বাড়ির তলায় ডিনামাইট ফিট করার জন্য গর্ত খুঁড়তে লেগেছো ! আর তুমি নিজেই রিটার্ন পোস্টে ব্যাক করলে !

করলাম। তোমার কি একটু অসুবিধে হল ?

আরে না। তুমি থাকলে একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয় বটে, স্পেস কমে যায়, কিন্তু তাতে কি ?

আমি থাকলে তোমার স্পেস কমে যায় ?

তা একটু কমবারই তো কথা। এক ঘরে দুজন থাকলে।

শ্বশুরমশাই দোতলায় আমার ঘর ঠিক করে রেখেছেন, তা তো জানোই।

জানব না কেন ! আমি বেশী মাতলামি করলে তুমি গিয়ে সেই ঘরে কত দিন থেকেও ছিলে।

এখন যদি পাকাপাকিভাবে ওপরেই থাকি ?

থাকো। এ গুড ডিসিশন। ওয়াইজ।

তোমার সুবিধে হবে ? সত্যিই হবে ?

আঃ মাইরি ! তুমি বহুৎ বকাবাজ আছো।

আজ তো মদ খাওনি, তবু ওরকম বকবাজের মতো কথা বলছ কেন ?

একটু দিল্লাগি করছি।

তোমার ইয়ার্কি আমার ভাল লাগছে না। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো না কেন ?

পারি না কে বলল ? খুব পারি।

না পারো না।

বাপের বাড়িতে কী হল ? ওখানেও খিচ লেগেছিল নাকি ?

না। আমি নিজেই থাকতে পারিনি।

বিরহ নাকি !

হতে পারে।

তুমি খুব অদ্ভুত আছ। সেলফ রেসপেকট নেই।

না নেই। তুমি আমার খোঁজ নাওনি কেন ?

নেওয়ার কথা ছিল বুঝি ?

কথা ছিল না। তবু নিতে পারতে !

আমি ভাবলাম তুমি ওখানে গিয়ে বেশ আছো। খামোখা ঝামেলা বাঁচিয়ে লাভ কী ?

না, তা ভাবোনি।

তবে কী ভেবেছি বলো তো অন্তর্যামী ?

তুমি আমার কথা মোটেই ভাবোনি।

ধ্রুব খুব চিন্তিতভাবে নিজের মাথায় দুটো টোকা মেরে বলল, ভাবিনি ? সত্যিই ভাবিনি নাকি ? ঠিক জানো ! না, এক আধবার নিশ্চয়ই ভেবেছি।

ইয়ার্কি কোরো না। তুমি জানো, বাপের বাড়িতে মেয়েদের স্বামীর জন্য কতটা অপমান সইতে হয় ?

কে অপমান করেছে তোমাকে ?

তা শুনে আর কী হবে ?

তবু বলো। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

কেউ আমাকে অপমান করেনি। করেছো তুমি।

আমি ? আমি কী করলাম।

www.MurchOna.com

খোঁজ নাওনি। একবার যাওনি। শুধু তুমিই নও। এ বাড়ির কেউ খোঁজ করেনি।

তুমি ক'দিন হল গেছ?

তাও মনে নেই? চার দিন।

ওঃ চার দিন! আমি ভাবছিলাম, কাল পরশুই একবার যাবো।

উঃ মুখে আসেও সব মিথ্যে কথা!

', সত্যিই একবার ভেবেছিলাম কিন্তু।

রেমি একটু হাসল। ম্লান হলেও হাসিটা তার বুক থেকেই উঠে এল। সাজানো নয়। মাথা নেড়ে সে বলল, জানি সব জানি।

ধ্রুব তার মুখোমুখি বসে বলল, তবু আমার ওপর সত্যিকারের রাগ করতে পারছ না?

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, পারছি। আমার সব রাগ এখন তো তোমারই ওপর। কিন্তু সে রাগের তো কোনো দাম নেই।

কেন বলো তো?

যে রাগের দাম দেয় তার ওপরেই রাগ করা যায়।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, মেয়েমানুষকে আমি ভাল চিনি না, বুঝলে! মাকে যদি পেতাম বুঝতাম।

ওটা কোনো কথা হল না।

ওটাই কথা। তুমি বুঝবে না। ওটাই কথা'

ওটা তো অতীত। বহু দিন পার হয়ে গেছে।

ধ্রুব মাথা নাড়ে, অতীত হলে বেঁচে যেতাম। মা এখনো রোজ আমার মনে এসে হানা দেয়। না, কথাটা ঠিক হল না। মার সবটুকু নয়। শুধু একটা দৃশ্য। সারা গায়ে আগুন তার মধ্যে মা—আমার ভীষণ ফর্সা মা কালো থেকে আরো কালো হয়ে যাচ্ছে। বীভৎস।

রেমি সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে। কতদিন নিজেকে নিয়েও এরকম দৃশ্য কল্পনা করেছে সে। কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দেবে, নয়তো গলায় ফাঁস আটকে ঝুলবে, বিষ খাবে।

ধ্রুবর মায়ের কথা খানিকটা শুনেছে রেমি। বেশী শুনতে চায়নি সে। তার মনে হয়েছে মায়ের ঘটনাটাকে ধ্রুব সুকৌশলে বাপের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কাজে লাগাচ্ছে। শোক এত দীর্ঘস্থায়ী হয় না কখনো।

রেমি বলল, ওরকম একটা দৃশ্য এখন দেখতে তোমার কেমন লাগবে?

তার মানে? ধ্রুব একটা কল্পনার স্তর থেকে নেমে এল।

যারা গেছে তাবা তো গেছেই, যারা আছে তাদের ধরে রাখতে হবে তো!

ধ্রুব গম্ভীর হল। বলল, হুঁ।

আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম না।

ধ্রুব জামাকাপড় পাল্টাতে লাগল। তারপর বলল, শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেছো?

না।

উনি ক'দিন খুব দুশ্চিন্তা করছেন তোমার জন্য।

তাই বুঝি খোঁজ নেননি।

খোঁজ নিতে ওঁর সম্মানে লাগে হয়তো। বিশেষ করে পুত্রবধূর বাপের বাড়িতে। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে পারো। এ কয়দিন উনি ভাল করে খাননি, ভাল ঘুমোননি। শুনেছি আমার উদ্দেশ্যে অজস্র কটূকাটব্যও করেছেন!

রেমি খুশি হয়ে বলল, তোমার দোষ কী?

ওঁর ধারণা আমার জন্যই তুমি রাগ করে বাপের বাড়ি গেছ। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটা জানার কোনো উপায় নেই। অক্ষম আক্রোশে এই চারদিন উনি কনটিনিউয়াস ফুঁসেছেন।

www.MurchOna.com

রেমি উঠে পড়ল। বলল, যাই গিয়ে বলে আসি যে, আমি এসেছি।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে বলল, যাও। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। উনিই সেই ভিলেন যিনি রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী। উনিই সেই খলচরিত্র যিনি তোমার চরিত্রের ইন্টিগ্রিটিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে সমীরকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উনিই সেই—

রেমি হাতজোড় করে বলল, দয়া করে চুপ করবে?

কেন বলো তো!

আমি সব জানি।

তবু মনে করিয়ে দিলাম। লোকটাকে যতটা শ্রদ্ধা করা উচিত নয় ততটা কোরো না।

আমি অত হিসেব জানি না। শুধু এটুকু জানি, সব সত্ত্বেও উনি আমাকে স্নেহ করেন।

স্নেহ নয় ভাই গাড্ডা। গভীর গাড্ডা।

হোক গে। আমি তো গাড্ডাই চাই। তুমি তো তাও দিতে পারোনি।

আমি আর উনি! মন্ত্রীর ভালবাসার দাম কত বেশী।

রেমি রাগ করে চলে গেল।

কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখনো ফেরেননি। কোথায় একটা সেতু উদ্বোধন করতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে। নাও ফিরতে পারেন।

তবে কিছুক্ষণ রাইটার্সে ফোনে চেষ্টা করে জেলা শহরের সার্কিট হাউসের নম্বর জোগাড় করল রেমি।

কৃষ্ণকান্ত তার গলা শুনেই সোল্লাসে টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠলেন, ফিরেছো মা, ফিরেছো! বাঁচালে!

আপনি ফিরবেন না বাবা!

ঠিক ছিল, আজ আর ফিরব না। কিন্তু তুমি যখন ফিরেছো তখন আর কথা কী! এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।

দু ঘন্টার মধ্যেই কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন। দু তিন ঘন্টার মোটর দৌড়ের পরও তাঁর মুখে হাসি উপচে পড়েছে। চোখ চিকমিক করছে আনন্দে।

রেমি বুঝল এই আত্মম্ভরী কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর ও আত্মকেন্দ্রিক লোকটার কাছ থেকেও তার মুক্তি নেই। স্নেহের মতো শক্ত বাঁধন আর কী আছে? খুনী ডাকাত বাপকেও তার মেয়েটা সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে। রাত্রে রেমি যখন ফিরল তখন ধ্রুব বই পড়ছে। অদ্ভুত সব বই পড়ে সে। শক্ত বিষয়। খটোমটো।

বইটা একটানে নিয়ে রেখে দেয় রেমি। বলে এবার তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া।

ধ্রুব একটু হাসল। কী অদ্ভুত মাদক হাসি। রেমির পায়ের তলায় ভূমিকম্প হতে লাগল। বুক উথাল-পাথাল।

॥ ২৫ ॥

তোমার মুখখানা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কোথায় শুকনো? বলে নিজের অজান্তে গালে একটু আঙুল বোলায় বিশাখা।

দেখাচ্ছে শুকনো-শুকনো। বলে একটু ইঙ্গিতময় হাসি হাসে চুনী, তোমার কিছু হল নাকি?

বিশাখা একটু লাল হয়। বলে, যাঃ।

আজ চলো, গাঙে গিয়ে খুব ডুবিয়ে স্নান করে আসি। কী সুন্দর টলটলে জল!

যেতে দেবে না। মনুপিসিকে তো চিনিস না।

www.MurchOna.com

কত মেয়ে তো করছে।

সকলের মতো কি আমরা ? বললেই বলবে, ধিঙ্গি মেয়ে ড্যাং ড্যাং করে সকলের নাকের ওপর দিয়ে নাইতে যায় নাকি ? এ বাড়ির মান-সম্মান নেই ?

তাহলে ঝিয়েরা কাপড় আড়াল করে নিয়ে যাক।

দূর ! সে আমার লজ্জা করে। দুধারে চারজন কাপড় টান করে আড়াল করবে আর মাঝখান দিয়ে চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া ও আমার ভাল লাগে না।

চুনী একটু মন-খারাপ গলায় বলে, তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট। এটা বারণ, সেটা বারণ।

বিশাখা রাগ করে বলে, বারণ তো বেশ। আমরা কি আর সকলের মতো সস্তা নাকি ?

কুলতলার নিবিড় ছায়ায় ঘাসের ওপর দুজন বসা। কিছু কড়ি চিৎ উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঘাসে। চুনী সেগুলো গুছিয়ে তুলছে একটা পুঁতির কাজ করা থলিতে। কত খেলনা আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এদের। মাঝে মাঝে চুনীর ইচ্ছে করে এক-আধটা জিনিস কাপড়ের আড়ালে নিয়ে চলে যায়। এরা টেরও পাবে না। কিন্তু টের পায় আর একজন। সে হরি। হরিখুড়োর যেন একশ জোড়া চোখ। চতুর্দিকে ঘুরছে আর হিসেব নিচ্ছে। একটা পানের বোঁটা পর্যন্ত ভাঙার উপায় নেই। চুনীর রাগ হয়। হরি এ বাড়ির চাকর ছাড়া আর কিছু তো নয়। তফাত শুধু এই যে, সে কর্তাবাবুর চাকর। তার জোরেই সে এ বাড়ির আর সব ঝি-চাকরকে দাবড়ায়। এমন কি জুতো মারে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়। তার ওপর কথা বলার লোক নেই। নতুন ঝি-চাকর রাখেও সেই। তার পছন্দ না হলে এ বাড়িতে কাজ পাওয়ার উপায় নেই।

চুনী কড়িগুলো তুলে থলির মুখে লাল টুব-টুকে দড়ির ফাঁস টেনে বন্ধ করে বলে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে জানো ?

বিশাখা দুখানা বড় বড় চোখ চুনীর মুখে স্থিরভাবে স্থাপন করে বলে, তোকে কে বলল ?

চুনী একটু ভয় খেয়ে বলে, শুনেছি। কেন, তুমি জানো না ? রাজেনবাবুর ছেলে শচীনবাবু—সেই যে ভারী সুন্দর চেহারা !

সুন্দর না হাতি !

তোমার পছন্দ নয় ?

ওকে পছন্দ হবে কেন ?

তবে তোমার কাকে পছন্দ ?

তা জেনে তোর কী হবে ? তোর কাকে পছন্দ ?

আমার ! আমার আবার পছন্দের কী ?

তবে আমার কথা তোকে বলব কেন ?

চুনী হিহি করে হাসে। তারপর উঠে বলে, চলো, চান করি গে। আজ তোমার পায়ে ঝামা ঘষতে হবে। মনু ঠাকরুণ বলে দিয়েছে।

বিশাখা নড়ল না। অলস আনমনে বসে চারদিককার ঝুরো ছায়ার দিকে চেয়ে কিরকম বিভোর হয়ে থাকে।

চুনী জানে সে বিশাখার সখি নয়, বন্ধুও নয়। সঙ্গী বটে, কিন্তু আসলে সে বিশাখার ঝি। কাজেই বেশী ঘাঁটাতে সাহস পায় না সে। বিশাখা এমনিতে ঠাণ্ডা সুস্থির হলে কি হয়, রেগে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়ে। রাগ পুষে রাখে। তবু চুনী নিজের মতো করে বিশাখাকে ভালওবাসে। অত রূপ, ভাল না বেসে পারা যায় ?

এই যে ঘন দুপুর, শেষ শীতের কবোষ্ণ রোদে এক ঝিমঝিম নেশাকর মাদকতা ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে তা বিশাখাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে। কুলতলার ঝুরো ছায়া আর চারদিককার গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ফর্সা চাদরের মতো টানটান রোদ তাকে এক অদ্ভুত পুরুষের স্বপ্ন দেখায়।

www.MurchOna.com

সে পুরুষ সাধারণ নয়। অপাপবিদ্ধ, দুর্মর সাহসী, বিশ্বজয়ী সেই মানুষ বোধ হয় স্বপ্নেই বাস করে। তবু তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া বিশাখার উপায় কী?

অনেকক্ষণ আনমনে বসে থাকে বিশাখা। চুনী উসখুস করে। তার মাথায় উকুন কুটকুট করছে। পেটের মধ্যে নাচছে খিদের বাঁদর। বিশাখার মুখের থমথমে ভাব লক্ষ করে সে কিছু বলতে সাহস পায় না।

কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য বিশাখা নড়ল। উঠল। একটা হাই তুলে বলল, চল যাই।

পুকুরঘাটে দাসী সব সাজিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তেলের বাটি, ঝামা, গামছা, কাপড়, সাবান। বিশাখা পৈঠায় বসে। চুনী সযত্নে তার পায়ে ঝামা ঘষতে থাকে। ঘষতে ঘষতে তারও রূপমুগ্ধতার বিভ্রম ঘটে। এত সুন্দর নিটোল পা, ঝামা ঘষার দরকার নেই। একটুও ফাটা নয়, ময়লা নয়। শুধু পুরোনো আলতার দাগ। সেটা উঠে যাওয়ার পরও টুকটুকে লাল দুখানি পাকে যেন মা দুর্গার পা বলে মনে হয়। কী সুন্দর! ইচ্ছে করে পা দুখানায় ঠোঁট ঘষে, কপালে চেপে রাখে কিছুক্ষণ।

চুনী!

বলো।

সুফলা তোকে কিছু বলেছে?

হুঁ।

কী বলেছে?

এর মধ্যে কবে যেন নায়েবমশাই গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি।

কথা পেড়ে এসেছে, না?

তাই তো বলল। কর্তাবাবু রাজেন মোক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কবে আসবে বুড়োটা?

তা অত জানি না।

এ বিয়ে হবে না।

ইস!

ইস আবার কিসের?

আমার যদি ওরকম বর জুটত তাহলে আনন্দে নাচতাম।

আমি আর তুই কি সমান?

তা বলিনি। কিন্তু শচীনবাবু কী ভাল দেখতে বলো!

তেমন কিছু নয়।

এ শহরে ওর মতো সুন্দর আর কেউ নেই।

আছে। তুই গগনবাবুর ছেলেকে দেখেছিস?

কোকাবাবুর নাতি? দেখব না কেন? সেও অবশ্য সুন্দর।

শচীনের চেয়ে ঢের সুন্দর।

চুনী একটু দ্বিধার গলায় বলে, কেমন যেন একটু গোঁয়ার মতো আছে!

তার মানে?

একটু বেশী লম্বা-চওড়া।

পুরুষ মানুষ তো ওরকমই ভাল।

চুনী ফের একটু দ্বিধায় পড়ে। খুব ভয়ে ভয়ে বলে, শরৎ কিন্তু লোক ভাল নয়।

শরৎ কী রে! শরৎবাবু বল।

ওই হল। শরৎবাবু নাকি—হি হি—

www.MurchOna.com

হাসছিস কেন ?

মদটদ খায়, জানো ?

তোকে কে বলল ?

সবাই জানে।

আর কী করে ?

বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে।

সেটা কি খারাপ ?

তা নয়। মেয়েমানুষের দোষ আছে।

বাজে কথা।

তোমার কি শরৎকে পছন্দ ?

তাতে তোর কি ?

না, কিছু না। আমার কাছে শচীনবাবুকে বেশী ভাল লাগে। বেশ নরম সরম মানুষ। খেটে খায়।

খেটে খাওয়াটা কি খুব বড় কথা নাকি ? ভীষণ গরীব ছিল ওরা।

জানি।

মনু পিসিই সব নষ্টের গোড়া। আপদ বিদেয় করার জন্য যা তা একটা ছেলেকে ধরে গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

চুনী বিশাখার ভিতরকার গনগনে রাগের আঁচ টের পেয়ে ভয়ে চুপ করে গেল। এখন মতামত করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। পা ঘষা শেষ করে ঝাঁঝালো সরষের তেল হাতের তেলোয় নিয়ে বিশাখার কোমল সুন্দর হাত আর পায়ে মাখাতে লাগল সে। মহেন্দ্রর ঘানিতে রাই সর্ষে পিষে তৈরি করা তেল। কী মিষ্টি গন্ধ। যে তেলটি চুলে দেয় বিশাখা, যে সাবানটি মাখে তাদের গন্ধ চুনীকে পাগল করে দেয়। এই রাজকন্যার মতো সুন্দরী মেয়েটিকে সে রোজ ছোঁয়, এর দামী সাবান আর তেল তার হাতে লেগে থাকে, এ সবই নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করে চুনী। ভারী গৌরব বোধ করে। কিন্তু বিশাখার পছন্দ কি ভাল ? শরৎকে সে চেনে। চেহারাটা খারাপ নয়, কিন্তু ভীষণ রাগী, খুনো লোক। আর শচীনবাবুর চেহারাটা কী মিষ্টি ! কত লেখাপড়া জানে !

বিয়ের কথা ওঠার ফলেই বোধ হয় ইদানীং সুফলা খুব একটা আসে না।

বিশাখা জলে নামতে নামতে বলল, সুফলাকে একটা খবর দিস তো। ওর সঙ্গে কথা আছে।

চুনী বলল, দেব।

আজই কিন্তু। বলিস জরুরী দরকার।

বিকেলে সুফলা এল। জমিদারবাড়ির মেয়ের সঙ্গে দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, এটা তাদের কাছেও খবরের মতো খবর। তার ওপর পাত্রী তার প্রাণের বন্ধু। সুফলার মুখেচোখে একটা চাপা আনন্দ ডগমগ করছিল। চোখের দৃষ্টিতে একটু লজ্জা লজ্জা ভাবও। এসেই বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেমন আছিস ? কদিনে রোগা হয়ে গেছিস কেন ?

বিশাখার মুখটা খুব খুশি দেখাল না। গম্ভীর মুখে বলল, ছাদে চল, কথা আছে।

তাদের ছাদটি বিশাল। মাঠের মতো বড় সেই ছাদে অনেক রকম বসার জায়গা আছে। শ্বেতপাথরের আরামকেদারা, পাথরের বেদী। বড় বড় ফুলের টব আছে অনেকগুলো। আছে বড়ি আর আমসত্ত্ব রোদে দেওয়ার জন্য জালের ঘর, যাতে পাখি এসে না ঠোকরাতে পারে।

সাদা বেদীটার ওপর দুজন পা তুলে বসে।

মানুষের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে বিশাখা কখনোই সংকোচ বোধ করে না। এমন কি

www.MurchOna.com

দাদা-দিদিদের মুখের ওপরেও সে অনেক কথা বলে দেয়। শুধু বাবার প্রতি তার এক ধরনের সমীহ আছে।

বিশাখা সুফলার দিকে তাকিয়ে বলল, তোদের এখন অবস্থা বেশ ভাল হয়েছে, তাই না?

সুফলা একটু থতমত খেয়ে বলে, কীসের অবস্থা?

সংসারের অবস্থার কথা বলছি। ন্যাকা, বুঝিস না কিছু?

সুফলা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সংসারের খবর অত জানি না।

খুব জানিস। কদিন আগেও তো খেতে পেতিস না ভাল করে। চেয়েচিন্তে চলত।

সুফলা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুখে থমথমিয়ে ওঠে কান্না। বলে, এসব কথা কেন বলছিস?

বিশাখার খুব ভাল লাগতে থাকে। নিষ্ঠুরতার মধ্যে সে এক রকম তীব্র আনন্দ বোধ করে। বলে, আমার মার কাছ থেকেও কতদিন চাল পয়সা নিয়ে তবে তোদের চলত, মনে নেই?

সুফলা ফোঁস করে ওঠে, সে সব মা শোধ দিয়েছে।

তা দিতে পারে। তোরা এখন বেশ পয়সার মুখ দেখেছিস, না?

তা জেনে তোর কী হবে?

আমার জানা দরকার বলেই জিজ্ঞেস করছি। তোর বাবা আর দাদা কত টাকা রোজগার করে রে?

সুফলার চোখে জল চিকচিক করতে থাকে। আকস্মিক এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে সে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। জবাব দিতে পারে না। শুধু অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চাইতে থাকে।

বিশাখা বলে, উকিল মোক্তারদের খুব কাঁচা পয়সা হয় বলে শুনেছি। আমাদের জমিদারীটা কিনে নিতে পারিস তোরা? সে ক্ষমতা আছে?

সুফলার চোখে জল, ফোঁপানিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক। তবু খুব তেজের সঙ্গে বলল, অত দেমাক করিস না। তোদের জমিদারীর অবস্থাও জানি।

কী জানিস?

অনেক জানি। আমার দাদা সব কাগজপত্র দেখেছে।

তাই নাকি? কী দেখেছে?

আমাদের জমিদারী নেই বলে তো আর না খেয়ে থাকি না। তোদের ক'দিন পরেই হাঁড়ির হাল হবে।

বিশাখার সুন্দর মুখটায় আক্রোশের হিংস্রতা দেখা দেয়। জমিদারীর অবস্থা যে ভাল নয় এটা সেও শুনেছে। সে বলল, তোর দাদাকে মাইনে দিয়ে রাখছি তো আমরা, সেই ক্ষমতা তো এখনো আছে।

আমার দাদা কি তোদের চাকর?

তাছাড়া আর কী?

দাদাকে তো তোর বাবা হাতে-পায়ে ধরে সেধে জমিদারী দেখার কাজ দিয়েছে। অতই যদি দেমাক তবে দাদার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করার দরকার কী ছিল?

বিশাখা একটু হাসল, বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েছে বলে করেছে।

তাহলে আমাকে বলতে আসিস কেন? আমরা অত ল্যালা না। তোরাই ল্যালা। আজই আমি বাড়ি গিয়ে সব বলছি।

বলিস। আমি তাই চাই। কুঁজোর আবার চিত হয়ে শোবার সাধ! ইঃ!

ভারী তো তিন পয়সার জমিদারী, তাও খাজনা আদায় হয় না, ঠাটবাটই সার।

এ কথাও কি তোর দাদা বলেছে?

www.MurchOna.com

বলেছেই তো। জমিদারী রাখতে হলে তোর বাবাকেও ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ধার করতে বেরোতে হবে।

বিশাখা বিভীষণ মুখে চুপ করে বসে রইল।

সুফলা কাঁদতে কাঁদতে এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

আপনমনে বিশাখা একটু হাসে। বিয়েটা শেষ অবধি হবে না হয়তো। সুফলা গিয়ে বলবে। কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

ছাদ থেকে নেমে সে মুখে ভালমানুষী মাখিয়ে মনুপিসির কাছে চুল বাঁধতে বসল।

রঙ্গময়ী জিজ্ঞেস করে, সুফলা এসেছিল নাকি ?

হুঁ।

রঙ্গময়ী চুপ করে থাকে। বোধ হয় ভয়ে।

বিশাখার বিষদাঁত একটু সুলসুল করে। বিষ ঢালার একটা জায়গা চাই তো ! চুলের জট ছাড়ানোর ঝাঁকুনিতে মাথাটা পিছন দিকে হেলে যাচ্ছিল। মুখটা সামান্য বিব্রত। বলল, মোক্তারের মেয়ের খুব তেজ।

রঙ্গময়ী মন্তব্য করে না।

বিশাখা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বলে কী জানো ! বাবাকে নাকি খাজনার দায় মেটাতে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরোতে হবে।

ও কথা বলল কেন ?

কাঁচা পয়সা পাচ্ছে তো। ধরাকে সরা দেখছে।

কী থেকে কথাটা উঠল ?

কী আবার ! কথার পিঠে কথা।

মেয়েটার মুখ তো ভাল নয়।

সেই কথাই তো আমি তোমাকে বলি।

কী বলিস ?

ওরা ভাল নয়।

রঙ্গময়ী মৃদু একটু হাসল। বলল, কী করে বুঝলি ? শুধু সুফলার সঙ্গে ঝগড়া করলেই কি সব বোঝা যায় ?

ঝগড়া আবার কিসের ? ঝগড়া হয় সমানে সমানে।

মানুষকে ছোটো মনে করিস কেন ? এই যে আমাকে পিসি বলে ডাকিস, আমিও তো তোদের সমান নই। গরীব পুরুতের মেয়ে, পিসি না বলে নাম ধরে ডাকলেই তো পারিস তাহলে।

তোমার কথা আলাদা।

কিছুই আলাদা নয় রে। মানুষকে অত পর ভাবতে নেই।

তুমি একটু অদ্ভুত আছো পিসি। ওরা আমাদের সমান নয় সে কথাই বলেছি। নইলে সুফলা তো আমার বন্ধুই।

তুই সুফলার সঙ্গে কেন ঝগড়া করেছিস তা আমি জানি।

বিশাখা ঝামড়ে উঠে বলে, আমি মোটেই ঝগড়া করিনি। কেন করতে যাবো ? ওদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। ঝগড়া ও করেছে।

বিয়ের ব্যাপারে তোর মত নেই, সে কথা তোর বাবাকে না হয় আমি জানিয়ে দেবো। তুই আর কিছু করতে যাস না।

বিশাখা চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখচোখ ফেটে পড়ছে অভ্যন্তরীণ রাগ ও উত্তেজনায়। চমৎকার একটা খোঁপা করে চিরুনি গুঁজে দিল তাতে রঙ্গময়ী। অভ্যাসের নিপুণ চাপে খোঁপাটা

www.MurchOna.com

ঠিকঠাক করে বসিয়ে দিল। তারপর বলল, এই তোর শেষ কথা তো!

কোনটা আবার শেষ কথা?

শচীনকে বিয়ে করবি না, এই তো?

ওকে করব কেন?

সেটাই ভাল করে জেনে গেলাম। তোর বাবাকে আজই বলব।

বিশাখার মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল, আমার কথা বলে বলবে নাকি পিসি?

তাহলে কার কথা বলব?

বাবা যে আমার ওপর খুব রাগ করবে।

রাগ করবে কেন? তবে প্রস্তাবটা এক রকম দেওয়া হয়ে গেছে, সেটা ফিরিয়ে নিতে সম্মানে লাগবে। তবু আমি বলি মেয়েদের অমতে বিয়ে দেওয়া ভাল নয়।

বিশাখার সুর অনেক নরম হয়ে গেল। বলল, বাবাকে আমার কথা বোলো না।

তবে কী বলব?

বোলো তোমার পছন্দ নয়। তোমার কথা তো বাবা খুব শোনে।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাকে কেন নিমিত্তের ভাগী করতে চাস? এসবের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। শচীনকে পছন্দ করেছিলাম আমিই।

শচীনকে তোমার কিসে পছন্দ বলো তো?

কী জানি, আমার হয়তো চোখ নেই।

নেইই তো পিসি। ও এমন একটা কী পাত্র?

ওকে তোর এত অপছন্দের কারণ কী বল দেখি! বলবি?

ওদের বাড়ি ভাল নয়। কেমন সব গরীব গরীব স্বভাব।

রঙ্গময়ী হেসে ফেলল। আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

বিশাখা হঠাৎ রঙ্গময়ীর গলা জড়িয়ে ধরে বয়সোচিত অদুরে গলায় বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো পিসি?

রঙ্গময়ী মা-মরা এই বাচ্চাদের নিজের ছায়া দিয়ে তাপ দিয়ে বড় করেছে এতটা। তাই এই আদরে তার বুকের মধ্যে অভিমানের একটা তুফান উঠতে চাইছিল। কিন্তু রঙ্গময়ী জোর করে চাপা দিল সেটা।

বিশাখার থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে বলল, না, আমার রাগ করতে নেই। আমি রাগ করলে যে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। যা, খেলা কর গে।

বিশাখা আস্তে আস্তে উঠে বারবাড়ির দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জড়োসড়ো ভাব। শীত এখন যাই-যাই। বেলা চট করে পড়ে না। এখনো রোদ আছে।

মুক্তপ্রান্তের দিকে অনেকগুলো কদম গাছ। মলিন চেহারা। তার ওপর পিঙ্গল আকাশ। চেয়ে ছিল বিশাখা।

একটা সাইকেল বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে বাড়িতে ঢুকল।

বিশাখা তড়িৎবেগে একটা থামের আড়ালে সরে যায়।

শচীন এল। রোজ এ সময়ে আসে। কাছারিবাড়িতে বসে কাগজপত্র দেখে। পরণে উকিলের পোশাক।

থামের আড়াল থেকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল বিশাখা।

www.MurchOna.com

॥ ২৬ ॥

আচমকা একদিন দুপুরে জয়ন্ত এসে হাজির।

রেমি একটু অবাক হল। জয়ন্ত তার ছোটো ভাই। কিন্তু তার বিয়ের পর থেকে এ বাড়িতে বাপের বাড়ির কেউ বড় একটা আসে না। কৃষ্ণকান্ত ঠারেঠোরে এটা জানিয়ে দিয়েছেন, বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক যতটা ক্ষীণ হয় ততই ভাল। পালে-পার্বণে বা পারিবারিক বিয়ে উৎসবে একটু আধটু দেখা হোক। ব্যস, তার বেশী নয়। মেয়েদের যতক্ষণ বাপের বাড়ির পিছুটান থাকে ততদিন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক গাঢ় হয় না। আর সেই থেকেই আসে সংসারের অশান্তি। এ ব্যাপারটা রেমি মেনে নিয়েছে। তার বয়স অল্প হলেও বুদ্ধি বিবেচনা অপরিণত নয়। বাপের বাড়ির সঙ্গে এই আলগা সম্পর্কের যৌক্তিকতা সে বোঝে। আপাতনিষ্ঠুর হলেও আখেরে এতে ভালই হয়।

কৃষ্ণকান্তর এইসব অনুশাসনকে তার বাপের বাড়ির লোক ভাল চোখে দেখেনি। অপমান হিসেবেও গায়ে মেখেছে। তাই এমনিতেই কেউ বড় একটা আসে না। তারা গরীব না হলেও টাকা পয়সা বা ক্ষমতায় কৃষ্ণকান্তর ধারেকাছেও নয়। সেই সংকোচ এবং ভয়ও কিছু দূরত্ব রচনা করে থাকবে। রাগ করে যে কয়েকদিন রেমি গিয়ে বাপের বাড়িতে ছিল তাইতেই বাবা মা বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল।

জয়ন্তকে দেখে রেমির বুক কেঁপেও উঠল একটু। কোনো দুঃসংবাদ নয়তো!

কী রে? তুই!

জয়ন্ত ঠিক কিশোর ছেলেটি নেই। অল্প কয়দিনেই ধাঁ করে একটু লম্বা হয়ে গেছে। গালে সামান্য দাড়ি। গলার স্বর ভেঙে মোটা হয়ে গেছে। চোখে এসেছে তীক্ষ্ণ ও স্থির দৃষ্টি। পোশাকে আশাকে তেমন মনোযোগী নয়। একরাশ তেলহীন রুক্ষ চুল ঘাড় অবধি নেমেছে

জয়ন্ত দিদির দিকে চেয়ে বলল, তোর সঙ্গে কথা ছিল।

আয়। বোস এসে। কী খাবি?

তোর বাড়িতে খাবো! ও বাবা, তোর শ্বশুর টের পেলে—

যাঃ। আমার শ্বশুর কি হিরণ্যকশিপু নাকি? লোকেরা বড্ড বাড়িয়ে বলে ওঁর সম্পর্কে।

তুই একেবারে গেছিস।

তার মানে?

ওই বুড়ো তোকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। পারসোন্যালিটি বলে তোর আর কিছু নেই।

রেমি লজ্জা পেয়ে বলে, মোটেই নয়। বাইরে থেকে লোকটাকে ওরকম মনে হয়। আদর্শবাদীরা একটু তো কঠোর হবেই। কিন্তু মনটা ভীষণ ভাল।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী কেমন লোক তা পাবলিক জানে। তোকে অত ওকালতি করতে হবে না।

পাবলিক ছাই জানে।

জয়ন্ত একটু হেসে বলে, তোর শ্বশুর আদর্শবাদী ছিল আজ থেকে তিন যুগ আগে। এখন ওঁকে আদর্শবাদী বললে কথাটাকেই অপমান করা হয়।

রেমি একটু উষ্মার সঙ্গে বলে, আচ্ছা না হয় তাই হল। এবার কী খবর বল!

কোনো খবর টবর নেই। আমি বাড়ির রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আসিনি।

কোনো খারাপ খবর নেই তো!

আরে না। আমাদের নিয়ে তোকে অত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। বরং তুই নিজেকে নিয়ে একটু ভাবলে আমাদের দুশ্চিন্তা যায়।

নিজেকে নিয়ে কী আবার ভাবব?

www.MurchOna.com

জয়ন্ত একটু চুপচাপ তার দিদির দিকে চেয়ে থেকে বলে, আমি বুঝতে পারছি না তুই তোর নিজের সিচুয়েশনটা সম্পর্কে কনশাস কিনা।

কনশাস না হওয়ার কি ?

আর ইউ হ্যাপি ইন দিস সেট আপ ?

চলে তো যাচ্ছে।

আর ইউ হ্যাপি উইথ ধ্রুব চৌধুরী ?

রেমি এবার রেগে গিয়ে বলে, তোর এত পাকা পাকা কথার দরকার কী বল তো ! আমি হ্যাপি কিনা সে আমি বুঝব।

দ্যাখ ছোড়দি, তোর যখন বিয়ে হয় তখন আমি মাইনর ছিলাম। মতামতের দাম ছিল না। তাছাড়া আমরা তত খোঁজ খবরও নিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোর জন্য আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার।

কেন, এতদিন বাদে চিন্তা করার মতো কি হল ?

তুই আমাদের কাছে কিছুই বলিস না। কিন্তু আমাদের কানে অনেক কথা আসে।

কী এমন কথা ! তোর জামাইবাবু মদ খায়, এই তো !

সেটাও একটা পয়েন্ট।

মদ খাওয়া এই পরিবারের ট্র্যাডিশন নয়। তোর জামাইবাবু খায় বটে, তবে আমার মনে হয় সেটা শুধু নেশা করার জন্য নয়।

তবে কিসের জন্য ?

অন্য কারণ আছে। অত কথা তোর মতো পুঁচকের সঙ্গে বলতে পারি না।

আমি এখন আর তত পুঁচকে নই।

আমার কাছে পুঁচকেই। না হয় একটু দাড়ি গোঁফই উঠেছে, তাই বলে কি জ্যাঠামশাই হয়ে গেছিস নাকি ?

উই আর অ্যাংশাস অ্যাবাউট য়ুওর ওয়েলফেয়ার।

কেন ? হঠাৎ কী হয়েছে ?

জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধবদের তুই চিনিস ?

রেমি একটু ভেবে নিয়ে বলল, না। দু একজনের সঙ্গে এক আধবার পরিচয় হয়েছিল। এবাড়িতে বাইরের পুরুষরা চট করে ভিতরবাড়িতে আসতে পারে না। মেয়েদের স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করার নিয়মও নেই।

তার মানে জামাইবাবুর বন্ধুরা এবাড়িতে আসে না !

না। কেন বল তো !

জয়ন্ত একটু হেসে বলে, জামাইবাবু তার বন্ধুদের এবাড়িতে আনে না কেন তা জানিস ? বন্ধুদের অধিকাংশই ভদ্রলোক নয়।

রেমি একটু থতিয়ে গেল। ধ্রুবর বন্ধুদের সে চেনে না। কাজেই জোর গলায় বলার মতো কিছু নেই। মিনমিন করে বলল, ভদ্রলোক নয় কী করে বুঝলি ? তুই চিনিস তাদের ?

চিনি। পাণ্ডা নামে জামাইবাবুর এক বন্ধু আছে। অধীর পাণ্ডা। নাম শুনেছিস ?

বললাম তো, আমি ওর বন্ধুদের চিনি না।

অধীর পাণ্ডার এক বোন আছে। দুর্গা। খুব খারাপ মেয়ে। স্কুলে থাকতেই দুবার পালিয়ে গিয়েছিল।

রেমির বুক কাঁপতে থাকে। তার একবার ইচ্ছে করে জয়ন্তকে থামিয়ে দেয়। সে আর শুনতে চায় না। কিন্তু কৌতূহল এক অদ্ভুত জিনিস নিজের সর্বনাশের ভয়কেও মানে না। রেমি অস্ফুট

www.MurchOna.com

গলায় বলল, তার সঙ্গে কী ?

সেই দুর্গার সঙ্গে জামাইবাবু ইদানীং ইনভলভড।

যাঃ হতেই পারে না।

সত্যি মিথ্যে জানি না। আমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি। কিন্তু খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে খবরটা পেয়েছি।

কে বলেছে তার নাম বল।

নাম বললে তুই গিয়ে তোর শ্বশুরকে লাগাবি। তোর শ্বশুর কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে। পারিবারিক অশান্তি হবে।

আমি ওঁকে বলব না। কথা দিচ্ছি।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, তোর কথার দাম নেই ছোড়দি। কৃষ্ণকান্তর হিপনোটিজম তোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উনি কথাটা যেই শুনবেন সেই কথাটার সোর্স বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন।

আমি তোর নাম বলব না।

জয়ন্ত মৃদু হেসে বলে, আমার নাম বলতে পারিস। আমি ওকে ভয় পাই না। কিন্তু ইনফরমেশনটার সোর্স তো আমি নই। অন্য লোক। আর কে, তোদের আত্মীয়।

আমাদের আত্মীয় ? কে রে ?

বলেছি তো, নাম বলব না।

আমাকে কী করতে বলিস।

চোখ কান খোলা রাখ। অত মজে থাকিস না। ধ্রুব চৌধুরী খুব চরিত্রবান লোক নয়। রেমি এই দুঃসময়েও রেগে গেল। বলল, সে আমি বুঝব। কে কী বলেছে তা দিয়ে তো আর বিচার হবে না। মিথ্যে করেও তো রটাতে পারে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, তুই ইনকিওরেবল। কিছুতেই তোকে তোর মোহ থেকে বের করে আনা যাবে না। আমি এটা জানতাম। তবু তোর কাছে এসেছি কেন তা জানিস ! জামাইবাবুর নামে কিছু রটলে সেটা আমাদেরও গায়ে লাগে। সেটা জামাইবাবুর জন্য নয়, তোর জন্য।

আমার কথা তোদের ভাবতে হবে না।

তুই আমাদের কথা ভাবিস না বলে কি আমরাও তোকে ভুলে যাবো ?

ভুলতে বলিনি। আমার মাথাটা এখন ঝাঁঝাঁ করছে। কী পাণ্ডা নামটা বললি ?

অধীর পাণ্ডার বোন দুর্গা পাণ্ডা। অধীর ইজ এ পলিটিক্যাল লিডার। লেফটিস্ট।

তার সঙ্গে তোর জামাইবাবুর সম্পর্ক কী ?

জামাইবাবুর কোনো পলিটিক্যাল কালার আছে বলে আমি জানি না। থাকলে লোকটা হয়তো মানুষ হত। অধীরের সঙ্গে জামাইবাবুর বন্ধুত্ব কলেজ থেকে। তবে এখন বন্ধুত্ব নেই। পারলে অধীর ধ্রুব চৌধুরীর গলা নামিয়ে দেয়। দুর্গাকে নিয়ে জামাইবাবু ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিল, জানিস ?

রেমির পায়ে জোর ছিল না। থরথর করে কেঁপে বসে পড়ল বিছানায়। মুখ কেমন সাদা। চোখে বোবা শূন্যতা।

কী বলছিস ?

ঠিকই বলছি। খবরটা শুনে তুই আপসেট হয়ে যাবি জানতাম। তবু তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলতে বাধ্য হলাম।

ওর আর যে দোষই থাক, মেয়েমানুষের দোষ তো ছিল না।

www.MurchOna.com

ছিল না আবার কী। জমিদারদের রক্তেই ওসব বিষ থাকে। ফিউডালিজম যাবে কোথায়!

চুপ কর। তুই সব জেনে বসে আছিস, না?

আমরা কিছু জানার চেষ্টা করিনি। খবরটা আমাদের কানে অন্য লোকই পৌঁছে দিচ্ছে।

রেমি আনমনে অন্য দিকে চেয়ে বলল, তাই নাকি?

তুই সব ঘটনার একদম মাঝখানে থেকেও কোনো খোঁজ রাখিস না। বড্ড বোকা তুই। নিজের স্বার্থ সম্পর্কে তোর আর একটু কনশাস হওয়া দরকার।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখে অবশ্যম্ভাবী জলটুকু মুছে নিল আঁচলে। জয়ন্তর কথা তার যে খুব বিশ্বাস হচ্ছিল তা নয়। ধ্রুব মেয়েদের তেমন পাত্তা দেয় না কোনোদিনই। তবু যদি এই গুণ তার দেখা দিয়ে থাকে তবে আজ রেমির পায়ের নীচে সত্যিই জায়গা নেই।

জয়ন্ত বলল, সেকেলে মেয়েমানুষের মতো কাঁদছিস কেন? রুখে দাঁড়াতে পারিস না!

রুখে দাঁড়াবো! কীভাবে?

লোকটার মুখের ওপর বলে দে, তোমার নামে এই সব রটেছে। সত্যি কিনা বলো।

রেমি জবাব দিল না।

জয়ন্ত বলল, ব্যাপারটা শুধু লাম্পট্যেই শেষ হবে না। তোর শ্বশুর পলিটিকস করে, অধীরও পলিটিকস করে। অধীর স্মল ফ্রাই, কিন্তু একটা এলাকায় তার অনেক ফলোয়ার আছে। দু চারটে মারডার ওদের কাছে কিছুই না। তোর শ্বশুর মন্ত্রী এবং পুলিস তার হাতের মুঠোয় বলে এখনো জামাইবাবুর গায়ে হাত পড়েনি। কিন্তু এবার পড়বে।

ওকে ওরা মারবে?

মারাই তো স্বাভাবিক। দুর্গার মতো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মানেই তো বিপদ ডেকে আনা।

দুর্গা যদি বাজে মেয়েই হয়ে থাকে তবে তোর জামাইবাবুকেই শুধু দায়ী করবে কেন?

দুর্গা বাজে মেয়ে বটে, কিন্তু ওর রিসেন্টলি বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঠিক এসময়ে ওকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ায় সব ব্যাপারটাই গুবলেট হয়ে গেছে।

তোকে এত কথা কে বলল?

বললাম তো, নাম বলব না।

কেন বলবি না?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, তোকে জানি ছোড়দি। তুই আর আমাদের লোক নোস, তুই এবাড়িতে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছিস। তোকে বলা যাবে না। তোর ভিতরে ফিউডাল সিস্টেম ঢুকিয়ে দিয়েছে এরা। এ বাড়ির ইজ্জত বাঁচাতে তুই সবাইকে ফাঁসিয়ে দিতে পারিস।

রেমি অবাক হয়ে বলে, কী সব যা তা বলছিস তখন থেকে?

বলছি তোর দুর্দশা দেখে; শো কেসের পুতুল হয়ে রইলি। যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছিস। তোর ব্যক্তিত্ব নেই।

রেমি হঠাৎ জ্বলে উঠে বলল, ভাবিস না। যদি ঘটনাটা সত্যি হয় তবে তোর জামাইবাবুকে আমি ছেড়ে দেবো না। আর যদি সত্যি না হয় তবে তোকেও ছেড়ে দেবো না।

জয়ন্ত ম্লান একটু হাসল, জানি। পারলে আমাকে বোধহয় এখুনি কোতল করতিস। তবে বলছি শোন, কথাটা উড়ো কথা হলে তোকে বলতাম না।

জয়ন্ত চলে যাওয়ার পর অস্থির রেমি কতবার যে ঘর বার করল তার সংখ্যা নেই। বাথরুমে ঢুকে স্নান করল। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছাদে গিয়ে পায়চারি করল। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে টেলিফোন করল ধ্রুবর অফিসে।

আমি রেমি বলছি।

বলো। কী খবর?

www.MurchOna.com

তুমি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে আজ ? জরুরী দরকার।

আজ যে পারটি আছে সিসটার।

দরকারটা ভীষণ জরুরী।

তা বুঝতে পারছি। একটু ঝেড়ে কাশো না। কী হয়েছে ?

ফোনে বলা যায় না।

যায় না ? সে কী ? আমাকে তো কেউই কিছু বলতে বাকি রাখে না। প্রকাশ্যেই বলে। টেলিফোনে বলতে পারবে না কেন ?

বলছি তো, বলা যাবে না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।

জয়ন্ত তোমাকে কিছু বলে গেছে নাকি ? খুব সিরিয়াস কিছু ? এবং আমাকে নিয়ে ?

রেমি স্তম্ভিত হয়ে গেল। জয়ন্ত দুপুরে এসেছিল, খবরটা ওর জানার কথাই নয়। বিস্ময়টাকে নিজের ভিতরে ছিপি এঁটে রেখে রেমি বলল, সব খবরই রাখো তাহলে !

আরে ভাই, আমি রাখি না। তবে সিস্টেমটা চালু আছে। শালাবাবু কী বলে গেছে বলো তো ?

অনেক কিছু। কথাগুলো সত্যি কিনা জানতে চাই।

না শুনলে কী করে বলব সত্যি কিনা।

অধীর পাণ্ডা নামে তোমার এক বন্ধু আছে ?

আছে। আগে বন্ধু ছিল, এখন ঘোর শত্রু। আর কী জানতে চাও ?

সে তোমার শত্রু হল কেন ?

তা কি শালাবাবু বলে যায়নি ?

বলেছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

জ্বালালে সিস্টার। শুনে তোমার লাভ কী বলো তো !

তুমি কার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলে ?

কারো সঙ্গে নয়। হিজ হিজ হুজ হুজ।

তার মানে ?

তার মানে দুর্গার প্লেনের টিকিট সে নিজেই কেটেছিল। আমারটা কেটেছিল অফিস।

তোমরা একসঙ্গে গিয়েছিলে তো !

হ্যাঁ, তবে এয়ারপোর্ট অবধি।

তার মানে কী ?

তার মানে দুর্গাকে এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। দিয়েছি। শালাবাবু অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছে তো !

দিয়েছে। কিন্তু সেটা কি মিথ্যে ?

না, না। আমি বরং বলি, ওটার বেসিসে তুমি একটা ডিভোর্সের মামলা আনো। আমি লড়ব না।

রেমি রেগে যেতে পারছিল না। তার উদ্বিগ্ন বুকে ধুবর এইসব ইয়ার্কি এক ধরনের প্রলেপ দিচ্ছিল। সে বলল, ঠিক করে বলো।

আমি তো ঠিক করেই বলছি।

তোমরা একসঙ্গে ছিলে না ?

দুর্গাকে তো তুমি চোখেও দেখনি সিস্টার।

তাতে কি ?

দেখলে বুঝতে ওর সঙ্গে থাকার চেয়ে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে থাকাও ভাল।

তুমি ওকে কার কাছে পৌঁছে দিয়েছো ?

ভেল-এর একজন ইনজিনিয়ারের ডেরায়। ভাল ছেলে। ব্রাহ্মণ।

www.MurchOna.com

সে ওর কে হয় ?
আমি তোমার কে হই ?
স্বামী আবার কে ?
স্বামী কথাটা বড্ড ভারী। ফিউডালিজমের গন্ধ আছে। বর বরং বেটার।
ঠিক আছে। বর।
ওই ছেলেটাও দুর্গার ভাই।
কী করে হল ?
হয়ে গেল। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
ইয়ার্কি কোরো না।
তুমি যে আমার গুরুজন তা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই।
গুরুজন নই, তবে এখন ব্যাপারটা সিরিয়াস। এ সময়ে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।
গোটা জীবনটাই ইয়ার্কি সিস্টার। এ গ্রেট ইয়ার্কি অফ দি ক্রিয়েটর।
আমি ফিলজফি শুনতে চাই না। দুর্গার ব্যাপারটা বলো।
বললাম তো।
ওর বর ব্যাঙ্গালোরে কী করছিল ?
বললাম তো চাকরি।
আহা তা জানতে চাইছি না। ওখানে ওর তো বিয়ে ঠিক ছিল না !
বিয়ে ঠিক না থাক, হৃদয়টা ছিল।
কী করে ?
তুমি মাইরি একদম মগজ খেলাও না আজকাল। মরচে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে দুর্গার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিল। এখানে বিয়ে ঠিক করেছিল অধীর। জোর করে। ছোঁড়াটাও ভাল নয়। তাই আমাকে ধরেছিল দুর্গা। আমি বেরাল পার করে দিয়েছি।
দুর্গা তোমার সঙ্গে ফেরেনি তাহলে ?
কোন দুঃখে ? দিব্যি জমিয়ে বসে গেছে ব্যাঙ্গালোর।
সিঁদুর পরছে ?
পরবে না কেন ?
ঠিক আছে। ছাড়ছি। পরে কথা হবে।
শোনো সিস্টার।
বলো।
আমার কথা ফেস ভ্যালুতে বিশ্বাস করে নিও না। ভাল করে তদন্ত করো।
করার দরকার আছে কি ?
ডিভোর্সের চানসটা ফসকাবে কেন ভাই ?
আমি কি খুব ডিভোর্স চাই নাকি ?
তুমি না চাও তোমার ভাই চাইতে পারে।
মোটেই নয়।
বোকা মেয়ে। ভাইটিকে তো চেনো না।
কেন সে আবার কী করেছে ?
কিছু করেনি এখনো। তবে করতে চাইছে।
কী করতে চাইছে ?
লঙ্কাপুরী থেকে বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করতে চাইছে বোধহয়।

www.MurchOna.com

সীতা কি আমি ?
আলবৎ। কৃষ্ণকান্তবাবু রাবণ।
আর তুমি ?
আমি বোধহয় বিভীষণ। রামকে হেলপ করতে চাইছি।
তার দরকার নেই। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধ্রুব বলে, ভুল করছ সিস্টার।
করলে বেশ করছি। তুমি বার বার সিস্টার বলবে না।
কেন, সম্পর্কটা তো প্রায় তাই।
মোটেই নয়। এসো আগে, তার পর দেখাবো সম্পর্কটা কী !

॥ ২৭ ॥

শচীন অনেকক্ষণ কাজ করল। কাছারিঘরে মস্ত আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে চাকর। কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে। একটা কারুকাজ করা তেপায়ায় ভারী রুপোর থালায় ঢাকা দেওয়া খাবার আর রুপোর গেলাসে জল অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ।

শচীন বুঝতে পারছে, জমিদারীর অবস্থা খুব খারাপ নয়। কিন্তু ঠিকমতো তদারকী হয়নি বলে আদায়পত্র ভীষণ কম হচ্ছে কয়েকবছর। একটু চেষ্টা করলে এবং সতর্ক থাকলে সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। কিন্তু কাজটা করবে কে ? শচীন জানে, হেমকান্ত আপনভোলা লোক। বিষয় আশয়ে মন নেই। তাঁর ছেলেরা জমিদারীতে আগ্রহী নয়। জমিদারী হল ভাগের মা। হেমকান্তর সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যে হিস্যা তারা পাবে তা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই তারা অন্যান্য কাজ কারবারে নেমে পড়েছে।

শচীন আর একটা ব্যাপারও বুঝতে পারছে। হেমকান্ত তাকে জামাই করতে চান সম্ভবত এই জমিদারী দেখাশোনা করার জন্যই। এ বাড়ির জামাই হয়ে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে শচীনের আপত্তি নেই। বিশাখাকে সে বালাকাল থেকে দেখে আসছে। ভারী সুন্দর ফুলের মতো মেয়ে। মুখখানা মনে পড়লেই বুক তোলপাড় করে। শচীন অবশ্য খুব ভাবালু নয়। বরং বাস্তববাদী। কিন্তু পুরুষ তো। সুন্দরী মেয়ে দেখে কোন পুরুষের না বুক তোলপাড় হয় ?

শচীন তাই খুব আগ্রহ আর নিষ্ঠার সঙ্গে হেমকান্তর জমিদারী জরীপ করছে। টাকার জন্য নয়, বিশাখার মুখ চেয়েই। এ বাড়ির মান সম্মান রাখা তারও কর্তব্য।

বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা দুনিয়াতেই একটা মন্দা চলছে। এ দেশের লোকের হাতে বিশেষ টাকা নেই। নগদ টাকার টানাটানি থেকেই বোধহয় খাজনা আদায়েও মন্দা চলছে। উপরন্তু হেমকান্ত পাওনা আদায়ে পটু নন। গত বছর দুয়েকের মধ্যে কম করেও তিনটে মহাল হেমকান্ত প্রায় জলের দরে ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন কোনও বন্দোবস্তও হয়নি। কয়েকটা মোকদ্দমা হেরে গেছেন তদবিরের অভাবে।

শচীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মুহুরি রাখাল বলল, শচীনবাবু, এখনও কিছু মুখে দিলেন না।

দিচ্ছি। শচীন হাসিমুখেই বলে। তারপর আবার কাগজপত্রে ডুব দেয়। হেমকান্তর নায়েবমশাই বুড়ো মানুষ। রাতে চোখে ভাল দেখেন না বলে এসময়টায় আসেনও না। একটা ছুটির দিনে এসে তাঁর সঙ্গে সকালের দিকে বসা দরকার।

শচীন কাজ রেখে খাবারের ঢাকনা খুলল। বিশাল আকারের গোটা আষ্টেক মিষ্টি, কমলা লেবু,

www.MurchOna.com

ক্ষীর, নাড়ু, এক বাটি পায়েস। এত খেতে পারে নাকি কেউ! রোজই সে অর্ধেকের ওপর পাতে ফেলে রেখে যায়। কমিয়ে আনতে বললে কেউ গা করে না। অপচয় এদের গায়ে লাগে না বোধহয়। কিন্তু সে গরীব ঘরের ছেলে, তার লাগে।

বড় কষ্টে মানুষ হয়েছে তারা। শচীনের বাবার আইনের ব্যবসা জমতে সময় লেগেছিল অনেক। সে যে-বাড়ির জামাই হতে চলেছে সেই বাড়ির অনেক দাক্ষিণ্য তাদের এক সময় হাত পেতে নিতে হয়েছে।

শচীন সেসব ভোলেনি।

খাওয়া শেষ করে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে বলে শচীন ওঠে।

রাখাল বলে, একবার মনুদিদির সঙ্গে দেখা করে যাবেন। ঠাকুরবাড়িতে আপনার জন্যই বসে আছেন।

শচীন অবাক হল না। মনুদিদি অর্থাৎ রঙ্গময়ীর সঙ্গে তার বেশ সহজ সম্পর্ক। ইদানীং বিয়ের সম্বন্ধ হওয়াতে মনুদিদি প্রায়ই যায় তাদের বাড়িতে। বয়সে তার চেয়ে বেশী বড় নয়, তাই তাদের মধ্যে কিছু ঠাট্টা ইয়ার্কিও হয়।

শচীন ঠাকুরমণ্ডপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একবার বাড়ির দিকে চাইল। মস্ত বাড়ি। অনেক জানালা দরজা, বহু ঘর। কোথায় বিশাখা আছে কে জানে। বুকের মধ্যে একটা উদ্বেল রহস্যময় আনন্দ সে টের পায়। বিশাখা কি তাকে লক্ষ্য করে?

আরতি হয়ে গেছে। ঠাকুর মণ্ডপ জনশূন্য। সামনের বিশাল বারান্দায় একা রঙ্গময়ী বসে আছে। মুখখানা গম্ভীর। শচীনকে দেখে অবশ্য মুখে হাসি ফুটল। বলল, এসো।

শচীন জুতো খুলে বারান্দায় উঠে সিঁড়িতে পা রেখে বসল।

দু চারজন এসময়ে চরণামৃত আর ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল নিতে আসে। রঙ্গময়ী পাশে তামার কোষাকুষি আর পরাত নিয়ে বসা। অভ্যাসবশে একটু চরণামৃত দিল শচীনকে। তারপর বলল, এস্টেটের অবস্থা কি খুব খারাপ?

খুব নয়। তবে খারাপই। ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে না।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এরকমই তো হওয়ার কথা। কৃষ্ণর বাপের তো বিষয়ে মন নেই।

তা জানি।

এখন তুমি ভরসা। যদি একটু সামলে দিতে পারো।

শচীন হেসে বলল, আমি উকিল মানুষ। জমিদারীর কী বুঝি? এসব সামলানোর জন্য পাকা লোক দরকার।

সে আর কোথায় পাওয়া যাবে? কৃষ্ণর বাপ তোমার ওপরেই নির্ভর করে আছে।

শচীন মাথা নীচু করে বলে, আমি যতটুকু সাধ্য করব।

কোরো। কৃষ্ণর বাপের পক্ষে কিছুই সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। এমন মানুষ কাছা দিতে কোঁচা খুলে পড়ে। দায়-দায়িত্বও কিছু কম নয় মাথার ওপর। মেয়ের বিয়ে বাকি, একটা ছেলে এখনো মানুষ হয়নি। ঠাটবাটও তো রাখতে হয়।

তা তো ঠিকই। তবে এখনই খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আদায়টা ঠিকমতো করতে হবে। মাঝে মধ্যে ওঁর একটু মহালে যাওয়া উচিত। প্রজারা এতে খুশি হয়।

সে কি আর উনি যাবেন?

যেতে পারলে ভাল।

তুমি বুঝিয়ে বোলো। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শচীন পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিল। রাত হয়েছে।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী বলল, একটু বোসো। তোমার সঙ্গে আমার দু একটা কথা আছে।

বলুন।

এখানে যদি তোমার বিয়ে হয় তাহলে কি রাজেনবাবু খুব বেশী দাবী-দাওয়া করবেন?

শচীন একটু অবাক হয়। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা তার নয়। মাথাটা নামিয়ে বলল, বাবার সঙ্গেই এ নিয়ে কথা বলবেন।

সে তো বলবই। তবে তুমি নিজে তো এস্টেটের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। উনি কতটা খরচ করতে পারবেন তার একটা আন্দাজও নিশ্চয়ই হয়েছে।

শচীন একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, মনুদি, এসব নিয়ে কথা বলতে আমি পারব না।

রঙ্গময়ী একটু চুপ করে থেকে বলে, আমার ভয় কী জানো? দাবী-দাওয়া বেশী হলে না আবার বিয়েটাই ভেঙে যায়।

শচীন খুব গম্ভীর মুখে নিজের হাতের তেলো দেখতে লাগল।

রঙ্গময়ী হঠাৎ বলে, কোকাবাবুর এক নাতি আছে। শরৎ। তাকে চেনো?

শরৎকে চিনব না কেন? আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটো। খুব চিনি।

কেমন ছেলে?

ভালই তো।

শুনি, ছেলেটার স্বভাব তেমন ভাল নয়।

কেন, খারাপ কিসের?

শুনেছি, মদ-টদ খায়।

সে জমিদারের ছেলেদের একটু ওসব দোষ থাকেই।

কই, এই বংশের কেউ তো খায়নি।

শচীন বলে, এ বাড়ি হয়তো অন্যরকম। হঠাৎ শরতের কথা উঠছে কেন?

রঙ্গময়ী কথাটার জবাব চট করে দিল না। সময় নিল। তারপর আস্তে করে বলল, শরতের সঙ্গে কি তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে?

না। ওর দাদা আমার সঙ্গে পড়ত। কখনো কখনো ওদের বাড়িতে গেছি।

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, ও তরফ থেকেও বিশাখার সম্বন্ধ এসেছে। আমাদের কারো ইচ্ছে নেই অবশ্য।

শচীনের বুকের মধ্যে একটু দুরদুর করে উঠল। শরতের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে? এ কি ভাবা যায়?

শচীনের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। শুধু বলল, ও।

তুমি কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাও।

শচীন উঠে দাঁড়াল। অপমানে তার মুখচোখ গরম। গায়ে জ্বালা। যদিও সে জানে, রঙ্গময়ী তাকে অপমান করার জন্য কথাটা বলেনি। কিন্তু পণের কথাটাই বা উঠছে কেন: এরা কি শরতের কথাই ভাবছে তাহলে?

শচীন অন্ধকার বারবাড়ির মাঠটা পেরোতে পেরোতে খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিয়ে তার অনেক আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করবে না বলে জিদ ধরায় হয়নি। এতদিন বাদে সে তৈরি হয়েছিল সংসারী হতে। বিশাখার সঙ্গে প্রস্তাব আসায় খুশি হয়েছিল সে। বড় সুন্দরী মেয়ে। সেই প্রস্তুত মনটাকে কি ভেঙে দেবে এরা?

ভারী দোলাচল তার মনের মধ্যে।

হেমকান্ত নীচের মস্ত বৈঠকখানায় বসে আছেন। নিষ্কর্মা পুরুষদের শচীন সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হেমকান্ত সম্পর্কে তার একটু দুর্বলতা আছে। এ লোকটাও নিষ্কর্মা বটে, কিন্তু এঁর হৃদয়ের রংটি

www.MurchOna.com

শুভ্র। রঙ্গময়ীর সঙ্গে এর প্রেম নিয়ে কিছু মুখরোচক গুজব বাজারে চালু আছে বটে, কিন্তু সেই গুজবও বুড়ো হয়ে মরতে চলল। এখন আর ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

হেমকান্ত একটা মস্ত ডেক চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। অবসর সময়ে বসে বইটইও বড় একটা পড়েন না। চুপচাপ বসে থাকেন। কাজ ছাড়া একটা লোক কী করে আয়ুর বিপুল সময় কাটায় তা শচীন ভেবেই পায় না।

হেমকান্ত একটু নড়ে বসে বললেন, এসো।

শচীন বসার পর হেমকান্ত জিজ্ঞেস করেন, কাগজপত্র সব দেখেছো?

সব দেখা হয়নি। তবে কাজ অনেকদূর এগিয়েছে।

কেমন বুঝছো?

শচীন বলল, আপনার দুই ভাই না থাকায় জমিদারীটা ভাগ হয়নি। তা সত্ত্বেও অবস্থা কেন এত খারাপ হল সেটাই প্রশ্ন।

হেমকান্ত বললেন, আমি আমার বউদিকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম। সেটা কি সম্ভব?

দিতে চাইলে দেবেন। তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তবে তদারকি দরকার।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, কে করবে? ছেলেরা কাছে থাকে না। আমার ওসব ভাল লাগে না। বেচে দিলে কিরকম দাম পাওয়া যাবে বলতে পারো?

বেচে দিতে চাইছেন?

রেখে কী হবে? নগদ টাকাটা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে কাশী-টাশী কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।

শচীন চুপ করে রইল।

হেমকান্ত আবার জিজ্ঞেস করেন, কত দাম উঠবে বলে মনে হয়?

ঠিক এখনই বলা যাবে না। অ্যাসেসমেন্ট করাতে হবে। তবে যা মনে হয় দাম খুব খারাপ হবে না।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, সংসার বড় খারাপ জায়গা। বুঝলে: আমি যে এত গা বাঁচিয়ে চলি তবু সংসারের ধুলো-কাদা নিত্যদিন আমার গায়ে এসে লাগে।

শচীন এ-কথার কী জবাব দেবে। এ তো বিক্ষুব্ধ মনের স্বভাবোক্তি। সে বড় জোর প্রতিধ্বনি করতে পারে। কিন্তু সেটা মিথ্যাচার হবে। সংসার সম্পর্কে অতটা তিক্ততা তার এখনো আসেনি।

হেমকান্ত শচীনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার বাবাকে আমি একবার আসতে বলে পাঠিয়েছি। আমার খুব ইচ্ছে, তোমার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হোক। এ বিয়েতে তুমি রাজি?

শচীন মাথা হেঁট করে রইল। ভিতরটা দুলছে। বিশাখা যদি তার বউ হয় তবে খুবই খুশি হয় সে। কিন্তু কথাটা তো মুখ ফুটে বলা যায় না! উপরন্তু রঙ্গময়ীর কথার মধ্যে একটু অন্যরকম আভাস পাওয়ায় কাজটা আরও শক্ত হয়েছে। কী জবাব সে দেবে।

হেমকান্ত বললেন, লজ্জা পেও না। আমি সনাতনপন্থী বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই জানি পাত্র পাত্রীর অমতে তাদের বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

শচীন বুদ্ধিমান ছেলে। জবাবটা ঘুরিয়ে দিল। বলল, আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন।

তোমার তাহলে অমত নেই?

না।

আমার মেয়েটি বোধ হয় দেখতে খারাপ নয়। তুমিও তাকে দেখে থাকবে। কিন্তু চেহারাই তো সব নয়। লেখাপড়া শেখেনি, ঘরবন্দী জীবন কাটিয়েছে। কাজেই মনটাও হয়তো একটু সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি মনে করি, উদারচেতা, চরিত্রবান পাত্রের হাতে পড়লে তার মনের পরিবর্তন

www.MurchOna.com

ঘটতে দেরী হবে না।

শচীন এ বিষয়ে কী আর বলবে ? চুপ করে রইল।

হেমকান্ত নিজেই আবার বলেন, আমার রক্ত তো ওর গায়ে আছে। তুমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করেছো। এবার এসো। গাড়িটা বরং তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

তার দরকার নেই। আমার সাইকেল আছে।

বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে দেবো না রাখব তা নির্ভর করছে তোমার মতামতের ওপর। আমার খুব ইচ্ছে, বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়ার পর এই এস্টেটের সবরকম ভার তুমিই নাও। ছেলেরা যদি কখনো আগ্রহী হয় ভাল। না হলে বরাবর তুমিই সব দেখবে, ভোগ করবে।

শচীন নিজের ভিতরে খানিকটা রক্তোচ্ছ্বাস টের পেয়ে ধীরে ধীরে উঠল। একটু মাতাল-মাতাল লাগছিল তার।

বার বাড়িতে এসে সে অন্ধকারে তার সাইকেলে উঠে পড়ল।

শচীন লক্ষ্য করল না দোতলার বারান্দা থেকে এক জোড়া চোখ খুব সর্পিল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল তাকে। বিশাখা।

বিশাখা জানে, আজ শচীন বাড়ি ফিরেই সুফলার কাছে বিকেলের বৃত্তান্ত শুনবে। বিয়েটা হয় তো তবু ভেঙে যাবে না। কিন্তু ধাক্কা খাবে। দ্বিধা দেখা দেবে, সন্দেহ আসবে।

একজন দাসী এসে খবর দিল, কর্তাবাবু ডাকছেন।

বিশাখার মুখটা শুকিয়ে গেল। কিন্তু বুক দুর দুর করল না। প্রকৃত পক্ষে ইদানীং তার ভয়টয় কমে যাচ্ছে। বাবার প্রতি তার কিছু সমীহ ছিল। কিন্তু আজ কাল আর ততটা নেই। বাবার কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে তার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তার দিদিদের দুজনেরই জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু যোগ্য ঘরে হয়েছে। শুধু তার বেলাতেই বাবা কেন যে হাঘরে একটা পরিবারকে বেছে বের করলেন তা কে জানে।

বিশাখা নীচের বৈঠকখানায় কুণ্ঠিত পায়ে ঢুকে বলল, আমাকে ডেকেছেন ?

হেমকান্ত স্নেহের স্বরে বললেন, এসো বোসো আমার কাছে।

বিশাখা ডেকচেয়ারের পাশে একটা টুল টেনে এনে বসে।

হেমকান্ত হেসে বললেন, আর একটু কাছে এসো। আমার মাথাটা একটু চুলকে দাও।

বিশাখা একটু অবাক হয়। জীবনেও বাবা তাকে বা আর কাউকে নিজের কোনোরকম সেবা করতে ডাকেননি। এই প্রথম।

বিশাখা একটু হাসল। বাবা খুব দূরের মানুষ। অচেনার এক অস্পষ্ট ঘেরাটোপে আবৃত। কখনো কখনো বাবাকে তার রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। ব্যথা, বেদনা, ক্লৈব্য, আকাঙ্ক্ষা কিছুই যেন নেই। এ কেমন পাথরের মানুষ !

আজ সে বাবার মাথায় ঘন চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পেল। রক্ত যেন কথা বলে উঠল রক্তের সঙ্গে ! সে যে এই মানুষেরই অভ্যন্তর থেকে জন্মলাভ করেছে সেই সত্য সামান্য এই স্পর্শে যেন উন্মোচিত হয়ে গেল।

সযত্নে সে বাবার চুলের গোড়ায় নরম আঙুলে চুলকে দিতে লাগল। হেমকান্ত আরামে চোখ বুজলেন। তার পর বললেন, পাকা চুল হয়েছে নাকি ? মাথাটা খুব চুলকোয় আজকাল।

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না তো ! আপনার মাথায় একটাও পাকা চুল নেই।

কী করে বুঝলে ? খুঁজে তো আর দেখনি !

কাল দেখে দেবো। দুপুরে। কিন্তু অমনিও মাঝে মাঝে চুলের গোড়া চুলকোয়। খুসকি হয়েছে বোধ হয়।

তাও হতে পারে। তবে বয়সও হল, চুল পাকলেও বলার কিছু নেই।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত কথাটা বলে একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। বিশাখার হাতের চুড়ির মৃদু শব্দ হচ্ছে।

হেমকান্ত বললেন এবার তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। বুঝলে, তোমার মা নেই, তার কর্তব্য তো আমাকেই করতে হবে।

বিশাখা কী বুঝল কে জানে ; তবে তার চুড়ির শব্দ বেড়ে গেল।

হেমকান্ত বললেন, বয়সকালে মেয়েদের পাত্রস্থ করা অবশ্যই কর্তব্য। সে কাজে আর দেরী হওয়া উচিত নয়।

বিশাখা চুপ।

হেমকান্ত মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রেখে বললেন, বিয়েতে আমি পাত্র ও পাত্রী দুজনেরই মতামতে বিশ্বাস করি। তবে মত দেবে খুব ভেবে চিন্তে, সব দিক বিবেচনা করে। বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, চরিত্র, স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই বিচার করা দরকার। তোমার কোষ্ঠী আমি বিচার করতে পাঠিয়েছি। সেটার ফলাফলও জানতে হবে। যোটক বিচার সবার আগে।

বিশাখার ভ্রু কুঁচকে যাচ্ছে। মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। বাবা কি এবার পাত্রর কথা তুলবেন?

হেমকান্ত তুললেন। আস্তে করে বললেন, পাত্রের জন্য আমি বেশী খোঁজাখুঁজি করিনি। শেষ অবধি সর্বত্রই ভাগ্য জয়ী হয়। মানুষ তার সাধ্যমতো বিচার বিবেচনা করে বটে, তবু ভাগ্যের হাতেই পরিণতি। তুমি অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারো, আমি কেন কোনো জমিদার বাড়িতেই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করলাম না। তার কারণ, আমি নিজে জমিদার। আমি জানি, জমিদারীর আয় সম্পর্কে এখন আর নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। একটা সংকট চলছে। আমাদেরও চলছে। সেদিন কোকাবাবুদের নায়েবের কাছে শুনলাম, ওদেরও মহাল বিক্রি হবে। কারোই অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে না।

বিশাখা চুপ করে রইল। হাত কিছু শ্লথ

হেমকান্ত বললেন, তাই আমি নিউ জেনারেশনের মধ্যে পাত্র খুঁজছিলাম। এমন পাত্র যে স্বনির্ভর, লড়াই করতে জানে, দুনিয়াটাকে চেনে। বুঝেছো?

বিশাখা 'হুঁ' দিল।

হেমকান্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি আর একটা জিনিসকেও খুব মূল্য দিই। চরিত্র। পুরুষ মানুষের ওটা বড়ই দরকার।

বিশাখা চুপ করে রইল। তবে মনে মনে খুশি হল না। সে তার বাবাকে জানে। চরিত্রবান হিসেবে একসময়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। এখন নেই। পুরুষ মানুষের চরিত্রটা কোনো স্থায়ী সত্য নয়। তা বদলায়।

হেমকান্ত বললেন, আমি রাজেনবাবুর ছেলে শচীনকে পাত্র হিসেবে স্থির করেছি। এখনো কথা দিইনি। তুমি একটু ভেবে আমাকে মতামত দিও। আগেই বলেছি, আবার বলছি, অমত থাকলে আমার শত পছন্দ হলেও বিয়ে দেবো না। নিজের মুখে যদি জানাতে লজ্জা পাও তো মনুকে বোলো।

বিশাখা শ্বাসটুকু পর্যন্ত ভাল করে ছাড়ছিল না।

হেমকান্ত বললেন, ছেলেটি কতদূর ভাল তা হয়তো এখনই বোঝা যাবে না। ঘর করলে বুঝতে পারবে। এখন যাও মা, আমার মাথা আর চুলকোতে হবে না।

বিশাখা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে এল।

আজকাল কৃষ্ণকান্ত তাকে 'শচীরানী' বলে খ্যাপায়। সে রাগে। কৃষ্ণকান্ত মাষ্টারমশাইয়ের কাছে পড়া শেষ করে সদ্য ওপরে উঠে এসেছে। বইপত্র টেবিলে ঝড়াক করে ফেলে দিয়ে বলল, এই শচীরানী, গোছা তো!

বিশাখা আচমকা ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষাল।

www.MurchOna.com

॥ ২৮ ॥

একদিন সকালবেলায় বেলুন দিয়ে সাজানো একটা জীপগাড়ি ঘ্যাঁস করে এসে থামল রেমির বাপের বাড়ির সামনে। হুডখোলা জীপ। চারদিকে কয়েক ডজন গ্যাস বেলুন মাথা তোলা দিয়ে আছে। গাড়িতে জনা কয়েক লোক ঠাসাঠাসি করে বসা। প্রত্যেকের চেহারাই খুনীর মতো। চোখ লাল, মুখ গম্ভীর। তবে তারা সব চুপচাপ বসে সিগারেট টেনে যেতে লাগল।

জীপ থেকে নামল খাটো মজবুত চেহারার একটা ছেলে। পা কিছু টলটলায়মান। নেমেই টাল্লা খেয়ে পড়তে গিয়েও জীপের কানা ধরে সামলে গেল। জামার বুকের চারটে বোতাম খোলা। কালো কারে বাঁধা একটা ধুকধুকি ঝুলছে গলায়।

নেমেই ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, এই স্‌সালা শুয়োরের বাচ্চা জয়ন্ত, বেরিয়ে আয় স্‌সালা! বেরিয়ে আয়! বাপের বিয়ে দেখাবো আজ। বেরিয়ে আয় বাপ!

গোটা পাড়াটা এই চেঁচানিতে হতভম্ব হয়ে গেল। জানালা দরজা খুলে কয়েকটা মুখ উঁকি মেরেছিল: সভয়ে সরে গেল আবার। বাজারের যাত্রীরা সিটিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে জোর কদমে পেরিয়ে যেতে লাগল জায়গাটা।

আ বে জয়ন্ত! এই স্‌সালা হারামীর বাচ্চা! বেরিয়ে আয় বাপের ছেলে হয়ে থাকিস তো! ছেলেটা তার ভরাট গমগমে গলায় চেঁচাতে থাকে।

রেমির বাবা সদর খুলে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে বললেন,কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছেন কেন?

ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলল, বেশ করব চেঁচাব। আপনার ছেলেকে বের করে দিন।

কেন, ও কী করেছে?

বহুৎ খারাপ কাজ করেছে। সে সব আমরা বুঝব। আগে বের করে দিন।

রেমির বাবার কেমন যেন ছেলেটাকে চেনা-চেনা লাগছিল। ধরতে পারছিলেন না। চেঁচামেচি এবং ঘটনার আকস্মিকতায় তার শরীরে বশও নেই। হাঁ করে ঘটনাটার অর্থ ধরার চেষ্টা করে বললেন, জয়ন্ত বাড়ি নেই।

জয়ন্ত বাড়িতেই ছিল এবং সামনের ঘরে। ঘুমোচ্ছিল। সে রোজই দেরীতে ওঠে। ঘুম খুবই গাঢ়। চেঁচামেচি শুনে উঠল এবং ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিল। তারপর দরজার দিকে এগোতে যেতেই কোথা থেকে তার মা এসে পথ আটকাল, সর্বনাশ! কোথায় যাচ্ছিস? ভিতরের ঘরে যা! যা শীগগীর? ওরা খুনে।

কেন কিছু লোক সকালে তাকে খুন করবে তা বুঝতে পারছিল না জয়ন্ত। মাথা এখনও ঘুমের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটিয়ে ওঠেনি। তার বাবা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মা তাকে প্রায় হাত ধরে টেনে ভিতরের ঘরে নিয়ে এল, যা করার উনি করছেন। তোকে যেতে হবে না।

বাইরের ছেলেটা তখন মুখ ভেঙিয়ে বলছে বাড়ি নেই, না? বাড়ি নেই তো কোথায় রাত কাটাতে গেছে? হাড়কাটা না সোনাগাছি? বেরোতে বলুন হারামীকে। ওর সঙ্গে আমাদের হিসেব নিকেশ আছে।

রেমির বাবা তাঁর প্রেশারের ঊর্ধ্বগতি টের পাচ্ছেন। হাত পা কাঁপছে। মাথাটা ঘুরতেও লেগেছে হঠাৎ। বললেন, ও তো কোনো অন্যায় করেনি। কেন ওকে খুঁজছেন আপনারা?

অন্যায় করেনি মানে? আমাদের দোস্তের নামে ওর দিদির কাছে গিয়ে চুকলি খায়নি স্‌সালা? ক্যারেকটারলেস বলেনি? স্‌সালাকে এমনি যদি বের না করেন তবে বহুৎ খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু! আমরা ঘরে ঢুকে টেনে বের করব। কোনো শুয়োরের বাচ্চা আটকাতে পারবে না।

www.MurchOna.com

রেমির বাবা এত মুখোমুখি এরকম কথা কখনো সহ্য করেননি। দরজাটা চেপে ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাতর স্বরে বললেন, ঠিক আছে যদি কিছু বলে থাকে তবে আমি ওকে শাসন করব।

কিসের শাসন মশাই ? আপনি বাপ না ভেড়া ? আপনার মতো ধ্বজভঙ্গ বাপ পারবে ওসব ছেলেকে শাসন করতে ? ওসব বড়কা বড়কা বাত ছাড়ুন, জয়ন্তকে ছেড়ে দিন আমাদের হাতে। টাইট দিয়ে দিচ্ছি।

পাড়াটা প্রথমে ভড়কে গেলেও একেবারে নাকের ডগায় এরকম ঘটনা বেশীক্ষণ চললে মাতব্বররা হস্তক্ষেপ করেই থাকেন। জয়ন্তর বন্ধুবান্ধবও আছে। তবে এদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ নয়। তবু দুচারজন লোক এগিয়ে এল।

কী হয়েছে ভাই ? জয়ন্ত কী করেছে ভাই ? আরে অত চটছেন কেন, আমরাও তো পাড়ার পাঁচজন আছি।

রেমির বাবা হঠাৎ ছেলেটাকে চিনতে পেরেছেন। তাঁর গুণধর জামাই ধ্রুবর বন্ধু। এইসব বন্ধুই এখন ধ্রুবকে চালায়, আর ধ্রুবও বোধহয় এই স্তরেই নেমে গেছে। বিয়ের দিন এই ছেলেটা দশটা ডেভিল চপ চেয়ে নিয়ে পাতে চটকে ফেলে গিয়েছিল, সব মনে পড়ছে তাঁর।

পাড়ার লোকেদের উদ্দেশ্যে ছোকরা একটা ছোটো বক্তৃতা ঝাড়ল। সারমর্ম হল, তার দোস্ত অর্থাৎ এবাড়ির জামাই একজন অত্যন্ত কারেকটারওলা লোক। সবাই তাকে চেনে। আর তারই আপন শালা সেই ভগ্নীপতিকে ক্যারেকটারলেস বলেছে এবং ঘর ভাঙার জন্য চুকলি খেয়েছে। বলুন মশাইরা এটা কী ধরনের ভদ্রতা !

রেমির বাবা দরজাটা খোলা রেখেই ঘরের সোফায় এসে বসে পড়লেন। কানটান বড্ড গরম। বুকে একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঘাম দিচ্ছে শরীরে।

ভিতরের ঘরে জয়ন্ত রুখে রুখে উঠছে, আ ! ছাড়ো না মা, এটা আমাদের পাড়া। মাস্তানী করে চলে যাবে কাজটা অত সহজ নয়। আমাকে বেরোতে দাও।

মা অবশ্য তা দিল না। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে ছোকরাটা তখনো বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছে। জীপের অন্য লোকগুলো একদম পাথরের মতো চুপ। তারা বাকতাল্লা জানে না। কাজে নেমে পড়ার দরকার হলেই নেমে পড়বে।

পাড়ার মুরুব্বিরা বিস্তর বিনয়-টিনয় দেখালেন, জয়ন্তর হয়ে ক্ষমা চাইলেন।

ছেলেটা বলল, স্‌সালার মুর্গীর কলজে। বেরোলো না। কিন্তু মশাই, আমরা শেষ ওয়ারনিং দিয়ে যাচ্ছি, এরপর এরকম হলে লাশ ফেলে দিয়ে যাবো।

রেমির বাবা মাথায় হাত চেপে বসে রইলেন। জামাই যেমন ছিল ছিল, কিন্তু কেলেংকারির পর পাড়ার কারো জানতে আর বাকি রইল না তাঁর জামাইটি সত্যিই কেমন। মন্ত্রীর ছেলে বলে তো আর লোকের মুখ চাপা থাকবে না।

জীপটা অবশেষে আবার স্টার্ট নিল এবং চলে গেল।

রেমির বাবা উঠে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

রেমি খবরটা পেল দুপুর নাগাদ। টেলিফোনে। বাপের বাড়ির পাড়ার একটা চেনা ছেলে টেলিফোনে বলল, রেমিদি, যদি পারেন তো একবার চলে আসুন। মেসোমশাই খুব অসুস্থ।

অসুখ ! কী হয়েছে ? রেমির বুক কেঁপে ওঠে।

মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক।

কখন হয়েছে ?

আজ সকালে একটা দারুন হাঙ্গামা হয়ে গেছে বাড়িতে। তারপর থেকেই শরীর খারাপ। দুপুরে খাওয়ার সময় বুকে ব্যথা উঠে যায়।

www.MurchOna.com

এখন ! এখন কেমন ?

ব্যথা হচ্ছে খুব। ডাক্তার এসেছে। আপনাকে খুঁজছেন কেবল।

এক্ষুণি যাচ্ছি। সকালে কিসের হাঙ্গামা হয়েছে ?

ওঃ সে এসে শুনবেন।

মারামারি নাকি ?

না। জামাইবাবুর এক দল বন্ধু এসেছিল জয়ন্তদাকে খুন করতে।

কী বলছিস যা তা ?

বিশ্বাস করুন। জীপ গাড়িতে জনা দশবারো গুণ্ডা। সে কি চেচামেচি আর গালাগাল ?

জয়ন্তকে মেরেছে ?

না, মাসীমা আটকে রেখেছিলেন ঘরে।

কেন মারতে এসেছিল ?

তা জানি না। আপনি পারলে চলে আসুন।

যাবো তো ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।

এলেই সব শুনতে পাবেন।

রেমি ফোন রাখল। তারপর আবার ফোন তুলে ধ্রুবর অফিসে ডায়াল করল।

শোনো, বাবার হার্ট অ্যাটাক !

হার্ট অ্যাটাক ! কখন হল ?

দুপুরে। তুমি একবার যাবে না ?

খুব সিরিয়াস কেস নাকি ?

তা জানি না। এইমাত্র পাড়ার একটা ছেলে ফোন করেছিল। তোমার কয়েকজন বন্ধু নাকি আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করেছে। জয়ন্তকে নাকি খুন করতে গিয়েছিল।

আমার বন্ধু ? ধ্রুবর গলায় রাজ্যের বিস্ময়।

বলল তো।

যাঃ, আবোল তাবোল কে কী বলে।

সেই থেকেই নাকি বাবার হার্ট অ্যাটাক।

আমার যাওয়া দরকার বলছ ?

যাওয়া উচিত।

ঠিক আছে। তুমি চলে যাও। আমি জরুরী একটা কাজ সেরে যাচ্ছি।

জয়ন্তকে কি তুমি পছন্দ করো না ?

সে কী ? কুটুম মানুষ, অপছন্দের কী আছে ? অ্যাকচুয়্যালি ওকে তো আমি এক আধবারের বেশী দেখিওনি। পছন্দ বা অপছন্দ কোনোটাই করার প্রশ্ন ওঠে না।

তবে ছেলেটা ওকথা বলল কেন ? তোমার বন্ধুরা—

আরে দূর ! তুমিও যেমন। আমার বন্ধুরা তোমার বাড়ি গিয়ে হাঙ্গামা করবে কেন ? তারা কি জানে না যে ওটা আমার শ্বশুরবাড়ি ?

রেমির তবু সন্দেহ থেকে যায়। বলে তুমিই ওদের পাঠাওনি তো ?

কী যে বলো রেমি !

রেমি ফোন রেখে উদভ্রান্তের মতো বাইরের পোশাক পরে নিল। ট্যাকসি ডেকে আনল চাকর।

বাপের বাড়িতে ঢুকেই অল্পক্ষণের মধ্যে রেমি টের পেল, বাবার অসুস্থতা যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশী আর একটা জিনিস এবাড়ির আবহাওয়াকে ভারী করে রেখেছে। তা হল ভয়। সকলের

www.MurchOna.com

চোখে মুখেই একটা আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এবং আরো যেটা চিন্তার কথা, সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

বাবাকে সেডেটিভ দেওয়া হয়েছে। ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার বলে গেছে অ্যাটাক মাইলড বটে, তবে হার্ট অ্যাটাক যে তাতে সন্দেহ নেই। খুব সাবধানে রাখা দরকার।

রেমি বোকার মতো কিছুক্ষণ তার বাবার বিছানার পাশে বসে রইল। কী করবে ভেবে পেল না।

জয়ন্ত বেরিয়েছিল ওষুধ আনতে। ফিরল। ওষুধগুলো বাবার বিছানার পাশে টেবিলে রাখল। রেমির দিকে তাকালও না। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পিছুপিছু এসে রেমি ডাকল, জয়, শোন।

জয়ন্ত বিরক্ত মুখে বলল, বল।

কী হয়েছে রে? তোকে নাকি কারা মারতে এসেছিল সকালে!

সে আর শুনে কী করবি? কিছু করতে পারবি?

আগে তো শুনি।

জামাইবাবুর কীর্তিমান বন্ধুরা এসেছিল। জীপে করে। পাড়ায় টি টি পড়ে গেছে।

ওরা এসেছিল কেন?

আমার লাশ ফেলবে বলে।

তুই ওদের কী করেছিস?

জয়ন্ত তেতো মুখে বলল, তোকে একটা কথা বলব? তুই আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিস না। তাতে তোর ভাল হবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা স্বস্তি পাবো।

ও কথা বলছিস কেন? আমার কী দোষ?

তোর দোষ তুই বোকা। ভীষণ বোকা। ওই স্কাউন্ড্রেল ধ্রুব চৌধুরিকে তুই অগাধ বিশ্বাস করিস। একটা ট্রেচারাস হামবাগ, লুজ ক্যারেকটার লোক। সেদিন তোকে ছোটো ভাই হিসেবে কয়েকটা কথা বলেছিলাম, সেগুলো তুই ওর কানে তুলেছিস।

তাতে কি? তুলব না?

তোর ক্ষতি নেই, কিন্তু ব্যাপারটাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিস।

তুই তো বললি ওকে তোর ভয় নেই।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, ভয় নেই, কিন্তু ঘেন্না আছে। আই হেট হিম।

রেমির চোখে জল আসার উপক্রম। সে ধরা গলায় বলল, সব দোষই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস কেন? আমি তো ওকে পছন্দ করে বিয়ে করিনি। বাবা নিজে দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছে। ও ভাল না খারাপ তা কি জানতাম?

এখন তো জানিস।

রেমি চোখের জল ফেলতে ফেলতেই মাথা নেড়ে বলল, না, এখনো জানি না। তবে মেয়েটাকে নিয়ে ও পালায়নি, একজনের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, দারুণ মহৎ লোক তো। তোকে ও যা বোঝায় তাই জলের মতো বিশ্বাস করিস। তাই না? ঐটেই তোর দোষ। ধ্রুব চৌধুরি আজ যে কাণ্ড করেছে তাতে ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।

আমি ওকে এমন কিছু বলিনি যাতে তোকে ওর বন্ধুরা মারতে আসবে।

এল তো! আর বন্ধুদের সব স্ট্যাণ্ডার্ড কী! সাত সকালেও ভকভক করে মদের গন্ধ বেরচ্ছে মুখ থেকে। প্রত্যেকটার স্ট্যাম্প মারা খুনীর চেহারা। জীপগাড়িতে আবার বেলুন লাগানো ছিল।

কাউকে চিনতে পেরেছিস?

না, আমি চিনব কী করে? ধ্রুব চৌধুরি যে সারকেলে ঘোরে কোনো ভদ্রলোক সেই সারকেলে ঘুরতে পারে না।

www.MurchOna.com

রেমি চোখের জল মুছে থমথমে মুখে ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। জয়ন্ত ঘর থেকে জামাটা ছেড়ে এসে বলল, আমাদের অপমানে তোর আর কিছু যায় আসে না, জানি। মা বাবাও চাইছে তোর সঙ্গে সম্পর্ক আর না রাখতে। কথাটা শুনতে ক্রুয়েল, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ট্রুথ।

তোকে কি ওরা মেরেছে ?

না, মা আমাকে আটকে রেখেছিল ঘরে। ওদের ফেস করেছিল বাবা। যা বলার বাবাকেই বলেছে। সেসব কথা আমার মুখে আসবে না। বস্তির চেয়েও খারাপ ল্যাংগুয়েজ। পাড়ার লোকেরা এসে না পড়লে ওরা ঘরেও ঢুকত।

রেমি তেজী চোখে চেয়ে বলল, তুই কি ভাবিস এর পরেও আমি তোর জামাইবাবুর পক্ষ নেবো ?

নিবি কিনা সেটা তোর পারসোনাল অ্যাফেয়ার। না নিলেই বা কী করবি ? হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। আর একটা কথা, ও লোকটাকে জামাইবাবুটাবু বলা আর পোষাবে না। আমি সব সম্পর্ক অস্বীকার করছি।

কর না। আমিও করছি।

জয়ন্ত এ কথায় একটু হাসল। বলল, অত সোজা নয় রে। তুই মুখে যাই বলিস ওই ধ্রুব চৌধুরি বা তার মিনিস্টার বাবা এসে সামনে দাঁড়ালেই তোর সব প্রতিরোধ ভেসে যাবে। তোর কাছে এখন ওদের ফলস গ্ল্যামারটাই বড়।

আমাকে তুই কী করতে বলিস ?

কিছুই না। তুই ওবাড়িতে ফিরে যা। ধ্রুব চৌধুরির ঘরই কর। আমাদের ভুলে যা।

রেমি একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল।

জয়ন্ত বেরিয়ে গেলে সে গেল মার কাছে। তার মা খুব সাধারণ মানুষ, তবে রাগী। একসময়ে মায়ের কড়া শাসনে তারা মানুষ হয়েছে। আজও মাকে একটু ভয় পায় রেমি।

মা, আমি কী করব বলো তো ?

রেমির মা ভিতরের ঘরে মুসুম্বি রস করছিলেন। স্বামী জাগলে খাওয়াবেন। রেমির দিকে চেয়ে বললেন, তোকে ধ্রুব কিছু বলেনি ?

না, কী বলবে ?

জয়ের ওপর ওর অত রাগ কেন তা কিছু বলেনি ?

রাগ যে আছে তাও তো জানি না।

মা মুখ নামিয়ে বলে, বড় ঘরের শখ মিটে গেছে বাবা। কী ছোটোলোক ! এসব বন্ধু ও কোথা থেকে জোটালো ? ওরা তোর বাড়িতেও তো যায় !

না, ওর কোনো বন্ধু বাড়িতে আসে না। আমি কি শ্বশুরমশাইকে ঘটনাটা বলব ?

বলে কী লাভ ? এক ঝাড়েরই তো বাঁশ।

রেমি মাথা নাড়ল, না মা, শ্বশুরমশাই অন্যরকম।

তাহলে যা ভাল বুঝিস কর। আমি কিছু জানি না। পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। তার ওপর তোর বাবার বুকের দোষ হয়ে গেল।

রেমির চোখমুখ রাগে অপমানে অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করতে লাগল।

www.MurchOna.com

॥ ২৯ ॥

বিশাখা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, আর বলবি ?

চড় খেয়ে কৃষ্ণকান্ত হতভম্ব হয়ে গেছে। ছোড়দির সঙ্গে তার সারাদিন নানা কারণে বহুবার ঝগড়া হয় বটে, কিন্তু মারে না কখনো। তার গাল জ্বালা করছিল। এমন সাঁটানো চড় সে বহুকাল খায়নি। তাকে কেউ মারে না।

কৃষ্ণকান্ত অবাক গলায় বলে, মারলি ?

বিশাখা রাঙা মুখে বলে, একশবার মারব। মেরে মুখ ভেঙে দেবো।

ছোড়দির এরকম চেহারা কখনো দেখেনি কৃষ্ণকান্ত। রূপসী রাজকন্যার ভিতর থেকে যেন এক বিষধর বেরিয়ে এসে ফণা তুলেছে। বাস্তবিক ঠিক এই উপমাটিই তার মনে পড়ল। এসব অবস্থায় সাধারণত কৃষ্ণকান্ত প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঁচড়ে, কামড়ে, ঘুষি মেরে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ছোড়দিকে সে অবশ্য তেমন করে মারেনি কখনো। আজও মারল না। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এই ছোড়দি তার চেনা ছোড়দি নয়। এ এক অচেনা মেয়ে।

কৃষ্ণকান্ত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বলল, বাবাকে বলে দেবো ?

বিশাখা হিংস্র মুখে বলল, যা বলগে যা।

কৃষ্ণকান্ত অবশ্য নালশেকুটি নয়। ছোড়দির এই রাগের কারণটাও তার জানা নেই। তবে কি "শচীরাণী" শব্দটার মধ্যেই কোনো গুপ্ত রহস্য আছে ? ছোড়দির এত ঝাঁঝের অর্থ তার বয়ঃসন্ধির মাথায় ভাল ঢুকছিল না।

সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত বিশাখার চোখের দিকে চেয়ে বলল, তুই আমাকে মারলি কেন ?

তুই ও কথা বললি কেন ?

বললে কী হয়েছে ? শচীনদার সঙ্গে তো তোর বিয়ে হবে।

কক্ষণো নয়।

হবেই। আমি শুনেছি।

হবে না। আমি বলছি।

হবে না ? কৃষ্ণকান্ত খুব অবাক আর ব্যথিত হল। মনে মনে শচীনকে সে জামাইবাবু বলে স্থির করে ফেলেছে। ব্যাপারটা তার খারাপও লাগছে না। বড় দুই জামাইবাবুকে সে ভাল করে চেনে না। দেখাই হয় না তাদের সঙ্গে। কিন্তু শচীনদা তার চেনা লোক।

কৃষ্ণকান্ত বলল, বিয়ে কি ভেঙে গেছে ?

ভেঙে যাবে।

যাঃ ! শচীনদা দারুণ লোক।

সে তোরা তোদের ভাল লোক নিয়ে থাক। আমি বিয়ে করব না। বলে বিশাখা তার ঘরে চলে গেল।

সিঁড়ির মুখে কৃষ্ণকান্ত একটু ভাবিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছোড়দি বোকা। খুব বোকা। তবে কৃষ্ণকান্ত বোকা নয়। তার মনে কয়েকটা সম্ভাবনা উঁকি মারল। হয়তো শচীনদার বাবা অনেক পণ আর দানসামগ্রী চেয়েছে। কৃষ্ণকান্ত জানে, তাদের জমিদারীর অবস্থা খুব ভাল নয়। সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু নগদ টাকার খুব অভাব চলছে ; সেই কারণে বিয়েটা ভেঙে যেতে পারেও বা। আর একটা হল, হয়তো শচীনদার কোনো খুঁতটুত বেরিয়েছে। কিংবা হয়তো কোষ্ঠীতে মেলেনি। কিছু একটা এরকমই হবে।

কৃষ্ণকান্ত ঘরে ঢুকল না। নীচের তলায় হেমকান্তর বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। এখন হেমকান্ত

www.MurchOna.com

নেই। এ সময়টায় উনি ঠাকুরঘরে গিয়ে আহ্নিক করেন। চুপচাপ তাঁর ডেক চেয়ারটায় বসে কৃষ্ণকান্ত তার গালে হাত বোলাতে লাগল। খুবই লেগেছে।

বসে থেকে সে অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। শশীদার ফাঁসি হবে। শচীনদা তাকে বাঁচাতে বরিশাল যাচ্ছে। লোকে বলছে, তার বাবাই শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। কথাটা কি ঠিক? ছোড়দি শচীনদাকে বিয়ে করতে চায় না কেন? পরশু কোকাবাবুর নাতি শরৎদা তাকে বলেছে, বন্দুক চালাতে শেখাবে। তাদের বাড়িতেও বন্দুক আছে, কিন্তু কেউ চালায় না। তাকে কেউ শেখাবেও না। শরৎদার কাছে শেখাই ভাল।

বন্দুক চালাতে শিখে কী করবে সে? পাখি মারবে, বাঘ মারবে, আর ইংরেজ।

কিন্তু বাবা বলে ইংরেজদের দোষ নেই। দোষ দেশবাসীর। আমরা দুর্বল বলেই ইংরেজ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করছে। অকারণে ইংরেজ মারায় বাবার সায় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা বলে, বাবা ইংরেজের লোক। কথাটা কি ঠিক?

কৃষ্ণকান্ত আরামদায়ক ডেক চেয়ারটায় পা তুলে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল। শ্রমক্লান্ত শরীরে ঘুমের ঢল নেমে এল আচমকা। ঘুমের মধ্যেই কে যেন—বোধহয় মনুপিসি নড়া ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে কয়েক গ্রাস ভাত খাইয়ে দেয়। তারপর নিয়ে বিছানায় শোয়। আর কিছু মনে থাকে না।

সকালে উঠেই সে গেল আস্তাবলে। ঘোড়াটায় জিন লাগানো ছিল না। শুধু লাগামটা পরিয়ে কৃষ্ণকান্ত তার পিঠে চেপে এক ছুটে চলে এল শচীনদের বাড়ি।

সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে শচীন দাঁতন করছিল। তাকে দেখে বলল, কী রে?

কৃষ্ণকান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলে, তোমার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হবে না শচীনদা?

শচীন ম্লান একটু হেসে বলে, তোকে কে বলল?

ছোড়দি বলেছে।

বলেছে? তাহলে তো হয়েই গেল।

কেন বিয়ে হবে না বলো তো!

শচীন বলে, আমরা গরীব মানুষ বলেই বোধহয় তোর ছোড়দির পছন্দ নয়।

গরীব?

শচীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ওসব বাচ্চাদের শোনা উচিত নয়।

আমাকে ছোড়দি কাল মেরেছে ওকে শচীরাণী বলে ডেকেছিলাম, তাই।

শচীন আবার একটু হাসে, শচীরাণী মানে কী?

শচীনের বউ।

দূর পাগল! বিয়ের নামেই পাত্তা নেই।

তোমরা কি অনেক টাকা পণ চেয়েছো?

শচীন এবার একটু জোরে হাসে। মাথা নেড়ে বলে, তোকে নিয়ে পারা যায় না। যা একবার মাথায় ঢুকবে তা আর ছাড়তে চাস না।

বলো না।

না রে। পণ-টন চাইবার সুযোগই হয়নি। শুনছি ভাল জায়গা থেকে তোর ছোড়দির সম্বন্ধ এসেছে।

ভাল জায়গা?

কোকাবাবুর নাতি শরৎ। চিনিস তো!

কৃষ্ণকান্ত আরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। শরৎদা! শরৎদাকে তার যে খুব অপছন্দ তা নয়। বরং সে শরৎদার গুণে খুবই মুগ্ধ। পাঠানের মতো মস্ত চেহারা। হাতের টিপ দারুণ। শরৎদা খুব ভাল কুস্তি লড়তে পারে। তার সম্পর্কে নানা ধরনের দুঃসাহসিকতার গল্প ছেলেদের মুখে মুখে

www.MurchOna.com

ফেরে। সেই শরৎদা ছোড়দিকে বিয়ে করবে কেন? ওরা জমিদার হিসেবেও অনেক বড়। তবে কথাটা শুনে কৃষ্ণকান্তর বুকটা লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

সে বলল, শরৎদার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে ঠিক জানো?

তাই তো শুনছি।

এঃ, শরৎদা কেন ছোড়দিকে বিয়ে করবে?

করলে তোর আপত্তি আছে?

শরৎদা তো কত বড়লোক। গায়ে কী জোর! শরৎদা রাজিই হবে না।

শচীনের মুখটা আরও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সে বলল, কে কাকে বিয়ে করবে কে জানে! ওসব ভেবে কী হবে?

খবরটা কৃষ্ণকান্তর কাছে নতুন এবং অবিশ্বাস্য। বিনা বাক্যব্যয়ে সে আবার তার ঘোড়ায় উঠল। এবার কোকাবাবুর বাড়ি।

শরৎ ভিতরের মহলে ছাদের ওপর পায়রা খাওয়াচ্ছে। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, পরনে ধুতি। বাবরি চুল। গলায় কার-এ বাঁধা ধুকধুকি। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে।

কৃষ্ণকান্ত বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে, শরৎদা, তুমি কি ছোড়দিকে বিয়ে করবে?

শরৎ আকাশ থেকে পড়ে, কাকে বিয়ে করব?

আমার ছোড়দিকে। চেনো না? বিশাখা।

শরৎ হাঁ করে তাকে কিছুক্ষণ দেখে বলে, বিশাখাকে বিয়ে করব তোকে কে বলল?

শুনেছি। শচীনদা বলেছে।

কোন শচীনদা? উকিল?

হ্যাঁ। শচীনদার সঙ্গেই ছোড়দির বিয়ের কথা চলছিল।

শরতের গলা খুব গমগমে। অট্টহাস্য করলে বহু দূর থেকে শোনা যায়। সে সেই রকমই একটা হাসি দিয়ে বলে, তোর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বাঃ, আমাকে তো শচীনদা বলল।

তোর শচীনদারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তাহলে কি যাচ্ছে কথা?

একদম বাজে কথা। আমি শীগগীরই চলে যাচ্ছি।

বিলেত যাচ্ছো। বলোনি তো!

পড়তে যাচ্ছি। মাইনিং ইনজিনিয়ার হয়ে ফিরব।

সেটা কী?

খনির কাজ। কয়লাখনির ইঞ্জিনিয়ারিং। শক্ত কাজ।

পারবে?

দেখি তো গিয়ে। ওটা না পারলে অন্য কিছু পড়ব। আর কিছু না হলে আর্মিতে ট্রেনিং নেবো। বিয়ে-ফিয়ে করবই না।

একদম না?

না। তোর ছোড়দির সঙ্গে শচীনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু বিয়েটা হবে না।

তা আমার কথা কে বলল শচীনকে?

তা জানি না।

তোর ছোড়দিকে আমি দেখিইনি, না?

দেখেছো। আমার ছোড়দি দেখতে খুব সুন্দর।

www.MurchOna.com

শরৎ মৃদু মৃদু হেসে যাচ্ছিল। কিছু বলল না।

কৃষ্ণকান্ত একটু হতাশ হল। ছোড়দির সঙ্গে শরৎদারও যদি বিয়ে না হয় তবে কার সঙ্গে হবে? খুব দূরের অচেনা একজন এসে নিয়ে চলে যাবে একদিন ছোড়দিকে? কি রকম হবে সেটা?

শরৎ বলল, শচীন তোকে বাজে কথা বলেছে। সবাই জানে, আমি বিয়ে করব না।

কৃষ্ণকান্ত লোভাতুর চোখে শরতের বিরাট স্বাস্থ্যটা দেখছিল। সকালের রোদে ঝলমল করছে ডাকাতে চেহারাটা। এরকম একখানা শরীর হলে সবাইকে মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

শরৎ জিজ্ঞেস করল, শচীনের সঙ্গে তোর ছোড়দির বিয়ে হচ্ছে না কেন? পাত্র তো ভালই।

ছোড়দি ওকে বিয়ে করতে চায় না।

কেন রে? শচীনের দোষ কী?

কে জানে।

তবে ও কাকে বিয়ে করতে চায়? আমাকে? বলে খুব হেসে ওঠে শরৎ।

কৃষ্ণকান্ত লজ্জা পেয়ে বলে, না। ছোড়দি কাউকে বিয়ে করতে চায় না। তোমাদের বাড়ি থেকে নাকি সম্বন্ধ এসেছে।

বাজে কথা।

আমাকে বন্দুক চালাতে শেখাবে না?

এখনই তো চরে পাখি মারতে যাবো। যাবি?

যাবো। চলো।

বাড়িতে বলে এসেছিস?

বলতে হবে না। কেউ কিছু বলবে না।

পরে আমার দোষ হবে না তো!

না। কেউ কিছু বলবে না। চলো।

চল তাহলে।

শরতের সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত বেরিয়ে পড়ল। শরৎদের সহিস ঘোড়াটা পৌঁছে দেবে তাদের বাড়িতে।

হেমকান্তর সঙ্গে নৌকোবিহার বা চরে বেড়ানো একরকম। শরতের সঙ্গে অন্য রকম।

হেমকান্ত এক স্থবির মহাবৃক্ষের মতো। তাঁর স্নিগ্ধ ছায়া আছে। আছে সুনিশ্চিত আশ্রয়। তাঁর শান্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে যেন সমস্ত প্রকৃতিই হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও রূপময়। তিনি উড়ন্ত পাখিকে নিরাপদে চলে যেতে দেন। তিনি প্রকৃতির কোথাও কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন না।

কিন্তু শরৎ অন্যরকম। বন্য, দুরন্ত, টগবগে।

দুই নিপুণ মাঝি ছিপ নৌকোকে তীরের গতিতে চালিয়ে নিয়ে এল দূরবর্তী এক স্থায়ী চরে। এখানে জঙ্গল। নির্জনতা। পাখির ঝাঁক এসে পড়েছে। শরৎ নৌকো থেকে নেমেই বন্দুক চালাল।

সে কী শব্দ! কান চেপে মাটিতে বসে পড়ে কৃষ্ণকান্ত।

ভয় পেলি?

উঃ, কী শব্দ!

দূর বোকা। পুরুষ মানুষ কি শব্দকে ভয় পায়?

শরৎ তিনটে বন্দুক এনেছে। একনলা বন্দুকটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, সাবধানে ধরে থাক আমি দেখে আসি ক'টা পাখি পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে এল শরৎ। একটা মাথা ভাঙা পাখির রক্তাক্ত শরীর ঝুলছে তার হাতে। মুখে হাসি।

একটা। এই চরের পাখি সব পালিয়েছে। চল।

আবার ছিপ নৌকো চলল তীরের মতো।

www.MurchOna.com

শরৎ বলল, এবার তুই চালাবি বন্দুক।

পারব ?

খুব পারবি। কিছু শক্ত কাজ নয়।

আশ্চর্য ! কৃষ্ণকান্ত পারলও। দ্বিতীয় চরে তারা নামল না। ছোটো চর। বেলে হাঁসের ঝাঁক নেমেছে। একনলা বন্দুকটায় একটা ছররা গুলি ভরে শরৎ তার হাতে দিয়ে বলল, চালা। আমি ধরে থাকব। একটা ঝাঁকুনি লাগবে। একটুখানি। কাঁধটা শক্ত করে থাকিস। আরো ভাল হয় কুঁদোটা বগলে চেপে ধরলে।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষ্ণকান্ত টিপ করল। শরৎ ধরে রইল আলতো হাতে বন্দুকটা। একটা বজ্রগর্জন চরের নির্জনতাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। হাত থেকে খসে গিয়েছিল বিশাল বন্দুক। শরৎ ধরে ফেলল। বলল, এই তো পেরে গেছিস।

পাখি মরেছে ?

শরৎ হাসল, না মরলেই কি ? প্রথমবারে মরে না। তবে এর পরে পারবি।

দুপুর পর্যন্ত কৃষ্ণকান্ত বহুবার বন্দুক চালাল। একটা পাখি মারলও সে। নিরীহ একটা ঘুঘু।

ফেরার সময় পাখিটা তার হাতে দিয়ে শরৎ বলল, বাড়ি নিয়ে যা। দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় কৃষ্ণকান্ত তখন কাঁপছে।

বাড়ি ফিরতেই তুমুল হট্টরোল। বারবাড়িতে চেয়ার পেতে স্বয়ং হেমকান্ত বসা। সারি সারি কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার লোকজন, প্রজা, হর কমপাউনডার কে নেই ! এমন কি একজন সেপাই অবধি। তাকে দেখেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল, এসেছে ! এসেছে ! ফিরে এসেছে !

হেমকান্ত উঠতে গিয়েও টলে আবার বসে পড়লেন।

কেউ কিছু বলার আগেই মনুপিসি এসে তার হাত ধরে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ঘরে।

কোথায় গিয়েছিলি ?

পাখি শিকার করতে। শরৎদার সঙ্গে।

পাখি শিকারের বয়স তোর হয়েছে ?

এই দেখ না, ঘুঘু মেরে এনেছি। নিজের হাতে।

শরৎকে পেলি কোথায় ?

ওদের বাড়িতে।

ও ডাকল আর তুই চলে গেলি ?

শরৎদা ডাকেনি তো ! আমিই গিয়েছিলাম।

কাল রাতে তোকে বিশাখা মেরেছিল ?

তোমাকে কে বলল ?

বিশাখা সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে ঘর ভাসিয়ে ফেলল তোর জন্য। কেবল বলছে, ও তাকে মেরেছিল বলেই তুই চলে গেলি। আর ফিরবি না।

কৃষ্ণকান্ত মৃদু একটু হেসে বলল, আর বাবা ?

বাবার কথা কি তুই ভাবিস ?

খুব ভাবি।

তোর বাবা সকাল থেকে জলস্পর্শ করেননি। পরে সব শুনব। যা, স্নান করে আয়। ভাত খেয়ে একটু ঘুমো।

বাবা রাগ করেনি তো পিসি ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলে, রাগ করার মতো অবস্থা ছিল নাকি কারো ? তোর খোঁজই

www.MurchOna.com

নেই সকাল থেকে। সকলেরই বুকে ধুকধুকুনি।

কেন, শরৎদাদের সহিস আমার ঘোড়া দিয়ে যায়নি ?

না, তাহলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

কৃষ্ণকান্ত জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, পিসি, দিদি কেন শচীনদাকে বিয়ে করতে চায় না বলো তো !

তা কে জানে !

শচীনদা বলল, ছোড়দির সঙ্গে নাকি শরৎদার বিয়ে হবে। কিন্তু শরৎদা তো বিয়েই করবে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, শরৎদা খনিজ বিদ্যা শিখতে বিলেত যাচ্ছে। তারপর সোলজার হবে।

রঙ্গময়ী চোখ কপালে তুলে বলে, তাই নাকি ? তোকে বলল ?

বলল। আমি তো শরৎদার কাছে সব শুনতে গিয়েছিলাম।

রঙ্গময়ী গালে হাত দিয়ে বলে, কী ছেলে রে বাবা ! তা বিশাখার বিয়ে নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন ?

ছোড়দি খুব দূরে কোথাও চলে যাবে না তো পিসি ?

বিয়ে হলে দূরে যাওয়াই ভাল। বড় হলে বুঝবি।

না পিসি। ছোড়দির বিয়ে কাছাকাছিই দাও।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা, বিয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন স্নানে যা। তোর বাবা বসে আছেন।

স্নান করে এসে ভিতরের বারান্দায় বাবার পাশাপাশি খেতে বসার সময় একটু ভয় ভয় করছিল কৃষ্ণকান্তর। ঠিক বটে, বাবা তাকে কখনো শাসন করেন না। কিন্তু বাবার থমথমে মুখটাই শাসনের চেয়ে অনেক বেশী।

হেমকান্ত কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না। নিঃশব্দে সামান্য একটু খেয়ে উঠে গেলেন।

কৃষ্ণকান্ত চোরচোখে লক্ষ্য করল।

রঙ্গময়ী বলল, খেয়ে উঠে যা, বাবার পায়ের কাছে বসে থাক একটু। লোকটা ছেলে ছেলে করে পাগল, আর ছেলে বাউণ্ডুলে তৈরি হচ্ছে একটা।

কৃষ্ণকান্ত খাওয়ার পর সসঙ্কোচে বাবার কাছে আসে। ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন হেমকান্ত। মুখখানা চিন্তিত, ভ্রুকুটিকুটিল।

পায়ের কাছে বসে কৃষ্ণকান্ত তার সরল সুন্দর মুখখানা তুলে ডাকল, বাবা।

হেমকান্তর একখানা হাত এগিয়ে এসে তার মাথা স্পর্শ করল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় স্পর্শ।

অনেকক্ষণ বাদে হেমকান্ত বললেন, এই বংশের রক্তটা অন্যরকম, জানো ?

কিরকম ?

তোমার এক কাকা নিরুদ্দেশ, অন্য কাকার মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। তাই তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হয়।

আর এরকম হবে না।

যেখানেই যাও, বলে যেও। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন।

আচ্ছা।

তারপর বিশাল পৃথিবী তোমাকে টেনে নেবে। কত দিকে কত কাজে ছড়িয়ে পড়বে তুমি। আমি তো তখন থাকব না।

কৃষ্ণকান্তর চোখ ফেটে জল আসছে। এর চেয়ে শাসন যে ভাল ছিল।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত অনেকক্ষণ বাদে বললো, শরৎ কি তোমাকে বন্দুক চালাতে শেখাল ?

হ্যাঁ বাবা। আজ আমি একটা ঘুঘু মেরেছি।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুনেছি।

আপনি খুশি হননি বাবা ?

হয়েছি। তবে পাখি বড় নিরস্ত্র প্রাণী। ওদের মারায় কোনো বীরত্ব নেই। যাও, বিশাখা তোমার জন্য খুব কেঁদেছে আজ। ওর কাছে যাও।

ঘরে আসতেই বিশাখাকে দেখে কৃষ্ণকান্ত অবাক। কেঁদে কেঁদে মুখটা ফুলে রাবণের মা হয়েছে। তাকে পেয়েই দুহাতে আঁকড়ে ধরল বিশাখা। তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল। অস্বস্তি বোধ করে কৃষ্ণকান্ত বলে, কাঁদছিস কেন ?

তোর খুব লেগেছিল কাল ?

আগে বল, শচীনদাকে বিয়ে করবি।

বিশাখা কান্না থামিয়ে চেয়ে রইল অবাক হয়ে। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল হঠাৎ।

কৃষ্ণকান্ত বলল, শচীরানী ! শচীরানী !

॥ ৩০ ॥

শ্বশুর আর জামাইয়ের সাক্ষাৎকারটি একটু আড়াল থেকেই লক্ষ্য করছিল সে। ধ্রুব শ্বশুরবাড়িতে এল দ্বিরাগমনের পর এই প্রথম। চৌধুরিবাড়ির ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি যায় না। তেমন প্রথা নেই। শ্বশুরবাড়ির বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে তারা উপহার বা আশীর্বাদ পাঠায়, কিন্তু নিজেরা আসে না। শুধু মৃত্যু সংবাদ পেলে আসে। নিতান্তই সৌজন্যের খাতিরে। ধ্রুব আজ সেই প্রথা ভেঙেছে।

রেমির বুক কাঁপছিল। ধ্রুব মদ খেয়ে এসেছে কিনা তা সে জানে না। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে খুব স্বাভাবিক পায়েই ঘরে ঢুকেছে বটে, কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়। শ্বশুরবাড়ি আসছে বলে সে সতর্ক হবে এমন মানুষ কি ধ্রুব ?

ঘরে ঢুকে ধ্রুব বেশ গম্ভীর চোখে শ্বশুরকে দেখল। ঘরে রেমির মা ছিলেন। জামাইকে দেখে, বোধহয় আতঙ্কেই, পালিয়ে এলেন ভিতরের ঘরে। রেমিকে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বললেন, ওরে, ধ্রুব এসেছে ! যা, কাছে যা !

রেমি বলল, আমার কাছে যাওয়ার কী ? এসেছে তো এসেছে।

রেমির মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিতরের ঘরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, ধ্রুব এসেছে ! খাবার দাবার কিছু নিয়ে আয়।

রেমি বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি ও রকম কোরো না তো। আমি ওকে জানি। কিছু খাবে না।

না খাক, আমাদের ভদ্রতা তো করতে হবে।

লাভ নেই মা।

লাভ লোকসানের কথা নয়। দ্বিরাগমনের পর এই এল।

রেমি আর তর্ক করল না। অন্য একটা ঘর থেকে ভেজানো দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল ধ্রুবকে। সামনে গেল না। তার কারণ সে সামনে গেলেই ধ্রুব হয়তো ইচ্ছে করেই অন্যরকম হয়তো বা অভদ্র ব্যবহার করতে শুরু করবে। আড়াল থেকে দেখাই ভাল।

ধ্রুব শ্বশুরের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে দিব্যি গা ছেড়ে বসে বলছিল, আপনার আগে কখনো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ?

www.MurchOna.com

না তো।

আপনার বয়স কত ?

বাহান্ন পেরিয়েছে।

আপনার নরমাল স্বাস্থ্য তো ভালই।

হ্যাঁ, এর আগে কখনো এ রকম হয়নি।

আজ হল কেন ? শুনলাম সকালে নাকি কয়েকটা গুণ্ডা এসে আপনাকে শাসিয়ে গেছে ?

কী দুঃসাহস ! রেমি অবাক হয়ে গেল। কী স্বাভাবিক মুখ ! নিপাট ভালমানুষ যেন !

রেমির বাবা বললেন, আর বলো কেন। আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, হঠাৎ একদল লোক একটা জীপ গাড়িতে এসে—

শুনেছি। আপনার মেয়ে আমাকে টেলিফোন করে সব বলেছে। ইন ফ্যাক্ট ওই দলে আমার একজন বন্ধুও ছিল।

রেমির বাবা একটু তটস্থ হয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওরা তোমার বন্ধু বলেই বলছিল।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, সবাই নয়। একজন। বাদবাকীরা ঠিক বন্ধু নয়। তবে চেনা লোক। কী বলছিল বলুন তো !

সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, সব অ্যাকশনেরই একটা রি-অ্যাকশন আছে।

তার মানে ?

ধ্রুব উদাস গলায় বলল, এরকম ঘটনা যখন ঘটে তখন খোঁজ করে দেখা ভাল যে, এর রুটটা কোথায়। রুট একটা আছেই। কোনো কিছুই খামাখা ঘটে না।

রেমির বাবা সকালের ঘটনায় প্রচণ্ড নারভাস হয়ে গিয়েছিলেন। জামাইয়ের এই উক্তিতে তিনি আর উচ্চবাচ্য করবার সাহস পেলেন না। সেডেটিভের ক্রিয়া চলছে। ঘুম-ঘুম চোখে জামাইয়ের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে চোখ বুজলেন।

রেমি শ্বাস বন্ধ করে দৃশ্যটা দেখতে লাগল।

রেমির বাবা চোখ খুলে বললেন, কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা আমি আজও জানি না।

ধ্রুব মৃদু স্বরে বলল, আমিও জানি না।

বোধহয় একটা মিস আনডারস্ট্যানডিং ! তাই না ?

হতে পারে।

রেমির বাবা হাতটা বাড়িয়ে ধ্রুবর একখানা হাত ধরলেন। বললেন, আমি কনফ্রনটেশন চাই না। জয়ন্ত আমার ছেলে, তুমিও আমার ছেলে। জয়ন্ত যদি কোনো অন্যায় করে থাকে তবে আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি।

ধ্রুব মৃদু একটু হেসে বলে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে বয়ঃকনিষ্ঠের কাছে মাপ চাওয়াটা দৃষ্টিকটু। আর আপনিই বা অন্য কারো হয়ে মাপ চাইবেন কেন ? ওটা তো প্রোটোকল হয়ে গেল। যদি কেউ অপরাধ করেই থাকে তবে তারই উচিত মাপটাপ চাওয়া।

জয়ন্তর ওপর তুমি রেগে আছো ধ্রুব !

না, না। মিষ্টি হেসে সুন্দর শয়তানটি বলল, ওর ওপর আমি রাগ করব কেন ! প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বিচারবোধ অনুযায়ী চলার অধিকার আমি স্বীকার করি। তবে তার পিছনে মেরুদণ্ড থাকা চাই। ও যদি কিছু বলতেই চায় তাহলে তা জোরের সঙ্গে বলুক। কূটকচালি কি পুরুষের কাজ ?

তুমি রেগে আছো। ও ছেলেমানুষ। মাপ করে দাও।

ধ্রুব খুব উদার গলায় বলে, মাপ করা শক্ত কী ? তবে কেসটাই তো আমি জানি না। ও কী

www.MurchOna.com

করেছে বলুন তো !

রেমির বাবা ফাঁপরে পড়ে বললেন, বোধহয় কূটকচালিই কিছু করে থাকবে। রেমি জানে। রেমিকে যদি একবার ডেকে জিজ্ঞেস করো।

যাক গে। পরে জেনে নেওয়া যাবে।

আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি।

ভয়ে ভয়ে থাকবেন কেন ? ভয়ের কী আছে ?

তোমরা ভি আই পি মানুষ, তোমাদের ভয় নেই। আমাদের আছে।

আপনি এই অবস্থায় বড্ড বেশী দুশ্চিন্তা করে ফেলছেন। এটা কিন্তু ভাল নয়।

তাহলে কথা দাও জয়ন্তকে ওরা কিছু করবে না।

করলে তো করেই ফেলত। নিশ্চয়ই সে রকম ইচ্ছে ছিল না।

আবার যদি আসে ?

সেই সম্ভাবনা যাতে দেখা না দেয় তার জন্য জয়ন্তরই চেষ্টা করা উচিত।

রেমির বাবার চোখে জল টলটল করছিল। বললেন, আমি বুঝেছি বাবা। জয়ন্তকে যা বলার আমি বলব। তুমি ভেবো না।

ধ্রুব উদাস গলায় বলল, আমি কখনোই ভাবি না। ছেলেমানুষ, কত কী করে ফেলতে পারে। জয়ন্তর বয়স কত হল বলুন তো !

বোধহয় একুশ।

হাই টাইম টু বি অ্যাডাল্ট। যাকগে, বয়সটা কোনো কনসিডারেশন নয়।

তুমি রাগ করে আছো। আমি বরং রেমিকে ডাকি, ও তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না না তার দরকার নেই। কী হয়েছে না হয়েছে তা ডিটেলসে না জানাই ভাল। আমার শালা আমার সম্পর্কে আড়ালে কী বলে বেড়ায় তা জানার আগ্রহ আমার নেই। তাছাড়া আড়ালেই যখন বলছে তখন আড়ালটা রাখাই তো ভাল।

ও তোমাকে এমনিতে খুব পছন্দ করে।

কার কথা বলছেন ?

জয়ন্ত। দু একটা কথা বুদ্ধির দোষে বলে ফেলেছে হয়তো, কিন্তু তোমার সম্পর্কে ওর ধারণা খুবই উঁচু। ও বলে, জামাইবাবু ইচ্ছে করলেই সাঙ্ঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারে।

ধারণাটা বোধহয় ঠিক নয়।

না না, আমাদের ধারণা তাই। শুধু যদি—রেমির বাবা থামলেন। ধ্রুব একটু ঝুঁকে মৃদু হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, শুধু যদি ?

আমি তোমার শ্বশুর, পিতৃতুল্য—তাই বলছি—কতগুলো অভ্যাস যদি ছাড়তে পারতে ধ্রুব !

ধ্রুব থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। তারপর শ্বশুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনারা রেমির ব্যাপারে বোধহয় খুব হ্যাপী নন, তাই না !

সে কথা বলিনি। আমার তো মনে হয় রেমি বেশ সুখী।

তাহলে অনর্থক দুশ্চিন্তা করছেন কেন ? আপনাদের মেয়ে যদি অসুখী হত তাহলে না হয় কিছু বলার থাকতে পারত।

কিছু বলছি না। যা বলছি সেটাকে বলতে পারো থিংকিং লাউডলি। তুমি বিবেচক ছেলে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না, বুঝতে পারছি না।

আড়াল থেকে রেমির মনে হচ্ছিল, এবার তার হস্তক্ষেপ করা উচিত। যদি সে দেরী করে তাহলে দুজনের মধ্যে আবহাওয়াটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। সে দেখতে পেল মা বাইরের ঘরে ট্রে নিয়ে

www.MurchOna.com

ঢোকার মুখে দ্বিধায় পড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ বাড়ির সকলেই ধ্রুবকে কী মারাত্মক ভয় পায় তা আজ ভাল করে বুঝতে পারে রেমি। ধ্রুবর জন্য খাবার আনতে গিয়েছিল জয়ন্ত। সেও বাইরের ঘর দিয়ে যায়নি। মা সামনে যেতে ভয় পাচ্ছে। বাবা কথা গুলিয়ে ফেলছে। আর ওই সুন্দর শয়তানটা সবই টের পাচ্ছে মনে মনে এবং উপভোগও করছে হয়তো।

যাবে রেমি ? দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে রেমি থেমে গেল। মজাটা শেষ অবধি দেখবে নাকি ! দেখাই যাক না।

মা ঘোমটা টেনে খুব সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকলেন। ধ্রুব সসম্মানে উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু প্রণাম-টনাম করল না। মা একটা টেবিলে সযত্নে খাবারের প্লেট আর চা সাজিয়ে সামনে টেবিলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটু মুখে দাও বাবা।

ধ্রুব খাবারের প্লেটের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল একটু। তারপর বলল, আমি এ সব খাই না।

একটু কিছু ?

ধ্রুব মাথা নাড়ে, না।

মুখে অত্যন্ত সরল হাসি তার। কিন্তু মতামত স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত। তার ওপর কেউ চাপাচাপি করতে ভরসা পায় না।

মাও পেলেন না। একটু অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কত কাল পরে এলে !

ধ্রুব একটু হাসল মাত্র। এ সব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই সে বোধ করে না।

মা পালিয়ে বাঁচলেন। রেমির হাসি পাচ্ছিল।

ধ্রুব আর একটুক্ষণ বসে উঠবার চেষ্টা করে বলল, আজ আসি। আপনি বরং একটু সাবধানে থাকবেন। শরীরের বিশ্রামটাই সব নয়। মনটারও বিশ্রাম দরকার। কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।

দুশ্চিন্তাকে কি ঠেকানো যায় বাবা ? জয়ন্তকে একবার ডাকি ! সে বোধহয় বাড়িতেই আছে।

ধ্রুব ভ্রূ কুঁচকে বলল, বাড়িতে থেকেও যখন সামনে আসছে না তখন বুঝতে হবে তার আসার ইচ্ছে নেই।

হয়তো লজ্জা পাচ্ছে।

পেতেই পারে। এখন তাকে জোর করা ঠিক নয়।

আমি চাই ও তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাক।

ধ্রুব খুব উদারভাবে হেসে বলে, আরে ওসব তো ফরমালিটি। ওর দরকার নেই।

তাহলে কী করব বলো তো ?

একবার যেন সময় পেলে আমার কাছে যায়।

তোমাদের বাড়িতে ?

ক্ষতি কি ?

ঠিক আছে। যাবে।

ওকে বলবেন কোনো ভয় নেই। ধ্রুব কথাটা বলে একটু অপেক্ষা করল। তারপর বলল, ওকে সম্ভব হলে এ কথাটাও বলবেন। লোকে স্ক্যানডাল পছন্দ করে, শুনতে চায় এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু একজন লোক সম্পর্কে ভাল কথা বলা হলে লোকে তা শুনতে বেশী আগ্রহ বোধ করে না। খুব কমন সাইকোলজি। তাই একবার একটা স্ক্যানডাল ছড়িয়ে পড়লে সহজে সেটাকে ওল্টানো যায় না। কাজেই কারো সম্পর্কে খারাপ কিছু প্রচার করার আগে ভাল করে চিন্তা করা উচিত।

বলব বাবা। কথাটা খুবই সত্যি।

আমি আসি !!

যাবে ? রেমি যে এখানে আছে। ও তোমার সঙ্গে যাবে না !

www.MurchOna.com

ধ্রুব একটু গোমরামুখে বলে, আমি তো এখন বাড়ি ফিরব না।

ও, তাহলে এসো।

রেমি বাঘিনীর মতো বারান্দায় গিয়ে ওত পেতে রইল। ধ্রুব বেরোতেই ধরল।

কোথায়?

আরে কী খবর?

এমনভাবে বলল কথাটা ধ্রুব যেন বহুকাল পরে কোনো চেনা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে রাস্তায়।

খবর ভাল। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কেন বলো তো? অবাক হয়ে ধ্রুব জিজ্ঞেস করে, আজকাল আমার চলাফেরার হিসেব রাখছ নাকি?

রাখাই তো উচিত?

ধ্রুব হেসে বলে, ঠিক আছে বন্ধু, রাখো। আমি যাচ্ছি আড্ডায়। ফিরতে রাত হবে।

তোমার কোন বন্ধু এ বাড়িতে হামলা করেছে, তার নামটা বলবে?

কেন নাম দিয়ে কী হবে?

তুমি টেলিফোনে আমাকে বলেছিলে যারা হামলা করেছে তারা তোমার বন্ধু নয়।

বলেছিলাম। তখন জানতাম না।

এখন জানো তো। তার নাম বলো।

নাম জেনে কী করবে?

পুলিশে খবর দেবো।

তা তো দিতেই পারো। কিন্তু ব্যাপারটা ঘাঁটানো কি ঠিক হবে?

হবে। আমি ঘাঁটাতে চাই।

তুমি চাইলেও আমি আমার বন্ধুকে বিপদে ফেলতে চাই না।

তাহলে আমি তোমার নামেই পুলিশের কাছে ডায়েরী করব।

তাও ভাল। কেন, শ্বশুরমশাইকে জানাবে না?

জানাতে পারি, তবে উনি নিজের ছেলেকে কি আর জেল খাটাবেন?

তুমি নিজের স্বামীকে পারলে উনিও পারবেন।

তিনি যা খুশি করবেন। তবে আমি পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে চাই।

ধ্রুব একটু গম্ভীর হয়ে বলে, রেমি ছেলেমানুষী কোরো না।

আমি সব শুনেছি।

শুনতেই পারো। আমি কিছু লুকোচ্ছি না। তোমার বাবাকেও বলেছি।

এটা কি খুব একটা বীরত্ব? তোমার লজ্জা করল না কতগুলো থার্ড ক্লাস গুণ্ডাকে নিজের শ্বশুরবাড়িতে হামলা করতে পাঠাতে!

আমি পাঠিয়েছি কে বলল?

তাহলে কে পাঠিয়েছে?

কথাটা এখানে আলোচনা না হওয়াই ভাল।

বাড়ি ফিরে হবে?

হতে পারে।

তাহলে বাড়ি চলো। আমি শুনতে চাই।

পরে হলে হয় না?

না। ব্যাপারটা আমি জানতে চাই।

www.MurchOna.com

ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলল, মাঝে মাঝে তুমি বড্ড কঠিন হয়ে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। চলো।

ধ্রুব বড় রাস্তায় এসেই একজন ট্র্যাফিক পুলিশকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ট্যাকসি ধরে দিতে বলল। লোকটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে দিল সামনে।

ধ্রুব বাড়ির দিকে গেল না। সোজা ময়দানের দিকে চালাতে বলল। একটু পরেই মত পাল্টে হুকুম দিল, পার্ক স্ট্রিট। রেমি গুম হয়ে বসে ছিল। এসব গ্রাহ্য করল না। গন্তব্য বড় কথা নয়, সে কথাটা শুনতে চায়।

শেষ অবধি পার্ক স্ট্রিটও নয়। গঙ্গার ধার।

বেশ রাত হয়ে গেছে। গঙ্গার ধার, এখন তেমন মনোরম কিছু নয়। একটা মোটামুটি নির্জন জায়গায় ট্যাকসি দাঁড় করাল ধ্রুব তারপর ড্রাইভারকে হুকুম করল, যাও তো, একটু ঘুরে-টুরে এসো। আমরা কথা বলব।

ড্রাইভার একবারও গাঁইগুঁই না করে নেমে গেল।

ধ্রুব আচমকাই জীবনে এই প্রথম, রেমিকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে একটি তপ্ত চুমু খেল। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলল, আমাকে তুমি একদম বিশ্বাস করো না, না?

চুমুতে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল রেমি। ভিতরে যে শক্ত জমি তৈরি হয়েছিল তা আবার বেনোজলে হয়ে গেল কাদামাটি। পিছল, ভীষণ পিছল। রেমি দাঁড়াতে পারে না তার ওপর।

ধরা গলায় সে বলল, করি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে চেয়ে রইল অপরূপ পুরুষটির দিকে। এখনো এই পুরুষটির প্রায় সবটাই তার জানার বাইরে। এতদিন একসঙ্গে শুয়ে বসেও কেন এর রহস্য ভেদ করতে পারে না সে?

ধ্রুব বলল, যাবে পুলিশের কাছে! ধরিয়ে দেবে আমাকে?

রেমি দুহাতে আঁকড়ে ধরে ধ্রুবকে বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন? কেন? কেন?

কে বলল বাসি না?

বাসো না, আমি জানি।

এটা কি কেউ তোমাকে বুঝিয়েছে?

না। বর ভালবাসে কিনা তা বউ ছাড়া আর কে টের পাবে?

কি জানি। ভাবলাম আজকাল তো অনেকেই আমার সম্পর্কে তোমার কান ভারী করছে, ভালবাসার ব্যাপারেও করে থাকতে পারে।

করেনি।

শোনো রেমি, আমি চরিত্রহীন বা লম্পট নই।

রেমি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, ওসব শুনতে চাই না। জানি।

ধ্রুব মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে, জানা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে যেটা স্যাড সেটা হল আমাকে নিজের মুখে কথাটা বলতে হচ্ছে। আমি যে চরিত্রহীন বা লম্পট নই তা তুমি ছাড়া আর কে বেশী জানবে?

জয়ন্ত ভুল করেছে।

ধ্রুব দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, আমি একটা লড়াই লড়ছি। সেটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই। খুব সাঙ্ঘাতিকও। সেটা লড়তে আমাকে হবেই। সেটার জন্যই আমার ভিতরে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। কিন্তু অন্য কিছু নেই।

আর কেউ না জানুক আমি জানি।

জানো? ঠিক তো!

বলছি তো। এখন ওসব কথা নয়।

ক্লান্ত স্বরে ধ্রুব বলে, কিন্তু প্রেমের কথা যে আমি বেশীক্ষণ বলতে পারি না।

www.MurchOna.com

বলতে হবেও না। শুধু ধরে বসে থাকো।

চমৎকার কাটল দিনটা রেমির। বাড়ি ফিরেও প্রেমটা নিঃশেষ হয়ে গেল না। বিছানায় অনেকক্ষণ মাথামাখি হল তাদের। রাত জেগে গল্প।

কিন্তু সকাল হল অন্যরকম।

ভবানীপুর থানার ও সি বিনীতভাবে অপেক্ষা করছিলেন বাইরের ঘরে। কৃষ্ণকান্ত ধ্রুবকে ডেকে পাঠালেন। রেমিও গেল পিছু পিছু।

কৃষ্ণকান্ত তাঁর গম্ভীর গমগমে গলায় বললেন, ইনি এসেছেন তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে।

ধ্রুব দারোগার দিকে দৃকপাতও করল না। শুধু অপলক চোখে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণকান্ত চোখ সরালেন। বললেন, কোথায় কার বাড়িতে একটা হামলা হয়েছে। সেই ব্যাপারে।

বলে উঠে গেলেন কৃষ্ণকান্ত।

ও সি বললেন, ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর ধ্রুববাবু। ঘটনাটা ঘটেছে আপনার শ্বশুরবাড়িতে। তাতে আপনার বন্ধুরাও ইনভলভড।

তাই নাকি ? ব্যাঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করে ধ্রুব।

॥ ৩১ ॥

হেমকান্ত জীবনে অনেক সৌন্দর্য দেখেছেন, কিন্তু চৈত্রের শুরুতেই এক বিকেলে যে কালবৈশাখী এল তার মতো সম্মোহনকারক আর কিছুই হয় না।

হেমকান্ত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার বই পড়ছিলেন ছাদে বসে। রোদ পড়ে গেলে ছাদটি আজকাল মনোরম। একটু থম্ ধরা ভাব ছিল চারধারে। বাতাস ছিল না। ঠিক এই সময়ে আচমকা একটা কুচুটে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসে প্রেতের শ্বাসবায়ু মিশে আছে, টের পেলেন হেমকান্ত। বাল্যকাল থেকেই ঝড়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুভূতিশীল করেছে। ফর-ফর করে কোলে রাখা বইটির কয়েকটা পাতা উল্টে গেল। পাম গাছে হাহাকার বেজে উঠল। চোখ তুলে হেমকান্ত দূরে দিগন্তে এক অতিকায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তম্ভকে দেখতে পেলেন। ঘূর্ণ্যমান এক কালান্তক চেহারা সেই স্তম্ভের। আকাশে রোদ ছিল তখনো। সেই আলোয় দেখা গেল, বহু ওপরে ঘুড়ির মতো কী যেন সব ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুড়ি নয়, হেমকান্ত ভাল করে দেখার জন্য হরিকে ডেকে দূরবীনটা আনতে বললেন।

হরি দূরবীন নিয়ে এসে বলল, ঘরে যাবেন না কর্তামশাই ? ভীষণ ঝড় আসছে।

হেমকান্ত শুধু বললেন, হুঁ।

দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, বহু দূরে আকাশের গায়ে টিনের চাল উড়ছে কয়েকটা। আরও কিছু জিনিসও আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অতিকায় সেই মেঘস্তম্ভের মাথার দিকটা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। ডাইনীর চুলের মতো। বাতাসে একটা তীব্র চাপা গুমগুম শব্দ আসছে। কোথায় ঝলসাচ্ছে মেঘ! ব্রহ্মপুত্রের কালো জলে হঠাৎ তুমুল এক আলোড়ন ওঠে।

বাতাস শরীরী নয়। কিন্তু হেমকান্ত হঠাৎ টের পেলেন, বাতাস তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছে। এক অদৃশ্য পালোয়ানের মতো শক্তিমান বাতাসের ধাক্কায় কয়েক হাত পিছিয়ে গেলেন হেমকান্ত। হড়-হড় করে তীব্র বাতাস ঢুকে যাচ্ছে ফুসফুসে। দম নিতে পারছেন তো ছাড়তে পারছেন না। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে তাঁর।

হরি সিঁড়িঘরের কাছ থেকে দৌড়ে এসে তাঁকে ধরে।

www.MurchOna.com

কর্তামশাই, ঘরে চলুন।

এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে দেন হেমকান্ত। ঘরে যাবেন কী ? এই অপার্থিব দৃশ্য ছেড়ে কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে !

চোখের সামনেই মাঝ দরিয়ায় একটা বেসামাল নৌকোকে নিশ্চিত ভরাডুবির সঙ্গে লড়াই করতে দেখতে পান তিনি। মস্ত এক ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নৌকোটা এক ঘূর্ণী বাতাসের ঝাপটায় পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল নীচে। আবার উঠল।

পগারের দিকে গোড়াশুদ্ধ পুরোনো কামরাঙা গাছটাকে উপড়ে ফেলল ঝড়। কলাঝাড়ের কয়েকটা গাছ শুয়ে পড়ল মাটিতে। হেমকান্ত তাঁর ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। চারদিক থেকে উন্মাদ বাতাস ছুটে আসছে। লয় করে দিচ্ছে সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তি। এমন কি অহং বোধ পর্যন্ত।

হরি আবার দৌড়ে যায় সিঁড়িঘরের দিকে। তার নিসর্গপ্রীতি নেই। সে আত্মরক্ষা বোঝে।

হেমকান্ত চোখ চেয়ে থাকতে পারলেন না। ধুলো আর কুটোকাঠি এসে এমন তীব্রভাবে ফুটছে গায়ে আর মুখে যে চোখ মেলে থাকা বিপজ্জনক। দু কান বধির করে ঝড়ের শব্দ বয়ে যাচ্ছে।

চোখে কিছু দেখছেন না, কানে শুধু ঝড়ের উন্মাদ শব্দ। তবু তিনি তাঁর পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে গ্রহণ করছিলেন এই মহান ঝড়কে। সম্মোহিত, স্তব্ধ, বাক্যহারা। পৃথিবীর ক্ষীণপ্রাণ জীবজগৎ, তাদের খেলনার মতো ঘরবাড়ি ও পলকা অস্তিত্বকে নিয়ে কিছুক্ষণ ছেলেখেলা করে গেল ঝড়। তারপর একসময়ে থেমে গেল।

শেষ দিকটা হেমকান্তর চৈতন্য ছিল না। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন দেখেন, ইজিচেয়ারটা অনেকটা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তিনি পড়ে আছেন শানের ওপর। রবীন্দ্রনাথের বইটি ধারে কাছে কোথাও নেই। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক অশ্বক্ষুরের শব্দ।

হেমকান্ত ঘরে এলেন। অপ্রতিভ হরি জড়োসড়ো হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এল। তার তো দায়িত্ব ছিল না। কর্তামশাই ওরকম পাগল হলে সে কী করবে ?

হেমকান্ত তাকে হাতের ইশারায় বিদায় করে দিয়ে জানালার ধারে বসে বাইরে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। বড় একা লাগছিল তাঁর। এই বিপুল পৃথিবীতে একা। ঝড় তাঁর একাকিত্বের বোধটিকে আরো অসহনীয় করে দিয়ে গেল আজ।

হরিকে ডেকে হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণ কোথায় ?

আজ্ঞে ঘরে।

বিশাখা ?

ঘরেই আছেন।

যাক, নিশ্চিন্ত। হেমকান্ত বললেন, খোঁজ নে তো, নদীতে একটা নৌকো বিপদে পড়েছিল। সেটা পৌঁছেছে কি না।

যে আজ্ঞে। হরি চলে গেল।

হেমকান্ত আবার বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। চারদিকে অকালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে গেল চাকর।

হেমকান্ত টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। কারো সঙ্গে এখন কথা বলা দরকার। এমন কারও সঙ্গে, যে বোঝে, যে হৃদয়বান।

ভাই সচ্চিদানন্দ, আজ কবির মতো বলিতে ইচ্ছা করিতেছে "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।" তবু তাহা বলিব না। কারণ বাস্তবিক হৃদয় নৃত্যপর নহে। নাচিতে গিয়া বারবার তাহার ঘুঙুর স্খলিত হয়, গাঁটে আমবাতের ব্যথা প্রকট হইয়া ওঠে, মাথা ঘুরিতে থাকে। আজ নাচিবার ইচ্ছাটুকুই সম্বল, শক্তি নিঃশেষিত।

www.MurchOna.com

ভায়া হে, তুমি রবীন্দ্র ভক্ত নহ, তাহা আমি জানি। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার মতো সময় ও চিন্তাশক্তি তোমার নাই। পলিটিকসের ঘষায় অনুভূতিগুলা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। বেনাবনে মুক্তা ছড়াইয়া লাভ নাই জানি। তথাপি আজ তোমাকে আমার সেই অনুভূতির কথা বলিতে বসিয়াছি যাহা অন্য কেহ বুঝিবে না, তুমিও বুঝিবে না। তবে তোমার ধৈর্য আছে, আমাকে এখনও অসহ্য মনে কর না। পলিটিকসের ইহাই সবচেয়ে বড় গুণ। মানুষকে সহনশীল করিয়া তোলে।

একটু আগে এক রূপবান ঝড় আমার সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, আমি এখন দ্বিখণ্ডিত। এই ঝড়ের পূর্বে আমার যে জীবন ছিল তাহা প্রথম খণ্ড মাত্র। এই ঝড়ের পর আমি দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইহা এক নূতন জীবনের সূচনা।

কেমন হইবে এই দ্বিতীয় খণ্ডের জীবনযাপন ?

জানি না। কিন্তু বলিব, আজ ছাদের উপর যখন সর্বগ্রাসী ঝড়ের আঘাত আসিয়া আমাকে সমূলে উৎপাটিত করিল তখন মনে হইতেছিল আমরা কী ছাই ঘর সংসার সাজাইয়া ছেলেখেলা করিতে বসিয়াছি ! একটি ফুৎকারেই যে সব উড়িয়া যায় ! অনিত্য ভাবনা নূতন কিছু নহে। কিন্তু ঝটিকার মুখে যে বার্তা বহিয়া আসিল তাহা অনিত্য চিন্তা নহে, তাহা এক বৃহত্তর জীবনযাপনের আহ্বান। মনে হইতেছিল, আমি নিজেকে যাহা ভাবি আমি বুঝি মাত্র সেটুকুই নহি। আমার বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব আকাশ পাতাল জুড়িয়া মুখব্যাদান করিয়াছে।

আবার বলি, ইহার সহিত বৈরাগ্য বা ব্রহ্মানুভূতিরও কোনো সম্পর্ক নাই। ইহা এক উপচানো আনন্দ, ইহা এক অসহনীয় সুখবোধ। তাহার সহিত এক নিঃসঙ্গতার বেদনাও মিশিয়া আছে।

তোমার ধারণা, আমার জীবনে কোনো দুঃখ নাই। কোনো সমস্যা নাই। তাহাই হইবে। তবু বলি ভায়া, কাহারও জীবনই সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক নহে। যাহার বাহিরের সমস্যা নাই, তাহার মন নব নব সমস্যার জট পাকাইয়া তোলে। আমি বোধহয় সেইপ্রকারই একজন। নহিলে আমার অভ্যন্তরে সর্বদাই কেন এক প্রদোষের রহস্যময় আলো-আঁধারি ? আজিকার ঝড়ে সেই রহস্যের আবরণ উড়িয়া গিয়া এক অদ্ভুত স্বর্গীয় আলো আসিয়া পড়িল, ক্ষণিকের জন্য এক বৃহৎ জগতের ছবি মেলিয়া ধরিল। মিলাইয়া গেল।

কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে, কতগুলা নৌকো ডুবিয়াছে তাহা এখনো জানি না। কালবৈশাখীর দক্ষিণা তো কম নহে। কিন্তু আজ সে কথা ভাবিতেছি না। ঝড়ের একটু আগেই ছাদে বসিয়া নিবিষ্টমনে রবিবাবুর কবিতা পড়িতেছিলাম। মনটা সিক্ত ছিল। কিছু বিষণ্ণও। অকস্মাৎ ঝড় আসিয়া সেই কাব্য পাঠেরই একটি সুসংগত উপসংহার টানিয়া দিয়া গেল। কবিতা আমাদের ভিন্ন জগতে লইয়া যায়। ঝড়ও আজ সেই কাজটুকুই করিয়াছে।

তুমি বাস্তববাদী। এইসব কথাকে বড় একটা মূল্য দাও না। তবু জানি, তুমি আমার কথাগুলিকে ওজন করিবে, সন্তর্পণে পরীক্ষা করিবে, তাহার পর হয়তো গালিই দিবে। তবু অস্বীকার করিবে না। তোমার এই বায়ুগ্রস্ত বাঙালির প্রতি তোমার যে এখনো একটু স্নেহ আছে তাহা কেন জানো ? ওই বায়ুটুকুর জন্যই। বায়ুগ্রস্ত লোকদের তুমি উপেক্ষা করিতে চেষ্টা কর বটে, কিন্তু তোমার যাহা নাই তাহা তাহাদের আছে, তুমি যাহা অনুভব কর না তাহা তাহারা করে, এই সত্যও তুমি কোনোদিন অস্বীকার করিতে পারিবে না। তোমার এই গুণটুকুই আমাকে তোমার সঙ্গে আঠার মতো জুড়িয়া রাখিয়াছে।

কৃষ্ণ আর বিশাখা ছাড়া আজ নিকটাত্মীয়েরা কেহই আমার নিকটে নাই। পুত্রেরা বিষয়কর্মে ব্যস্ত, কন্যারা ঘর-সংসারে ডুবিয়া আছে। আমি তাহাদের দোষ দিই না। মাঝে মধ্যে কর্তব্যবশে এক-আধখানা পত্র তাহারা লেখে, উহাই আমার কাছে যথেষ্ট। আমার এখনকার জীবনযাপনে এগুলি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি ঝড় থামিবার পর আজ যেন মনে হইল, আমি বড় একা। আজ স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিলেও বোধহয় এরূপই মনে হইত।

www.MurchOna.com

কেন বলো তো ? এই রহস্যময় একাকিত্বের উৎস কী ?

ঝড় যখন আসিল তখন আমার ভৃত্য আমাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি যাই নাই। সেই অপরূপ ঝড়ের সঙ্গে তখন শুভদৃষ্টি হইতেছে, যাই কী করিয়া ?

যখন ঝড় থামিল তখন দেখি আমার আরাম কেদারা ছিটকাইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রবিবাবুর গ্রন্থটির হদিশ নাই। আমি মুহ্যমান অবস্থায় পড়িয়া আছি। ভৃত্যটি সিঁড়িঘরের নিরাপত্তায় আশ্রয় লইয়াছে। ভাগ্য ভাল, পলাইয়া যায় নাই।

অভিমান নহে। ঝড়ের নিসর্গদৃশ্য যত সুন্দরই হোক, তাহার ভয়াবহতাও কম নহে। একটা বিপদ ঘটিতে পারিত। তথাপি কেহ আমাকে জোর করিয়া ঘরে টানিয়া আনে নাই বা আমার বিপদের ভাগ লইবার জন্য আমার সহিত অবস্থান করে নাই।

বোধহয় এই সামান্য ঘটনা হইতেই আজ বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেছি।

এইবার কিছু কাজের কথা বলি। রাজেনবাবুর কথা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল মানুষ। ঢাকার বিক্রমপুরে ইঁহাদের বাড়ি। রাজেনবাবুর পুত্র শচীন ওকালতি পাস করিয়া আইন ব্যবসায় করিতেছে। তাহার সহিত বিশাখার বিবাহের একটি কথা চলিতেছে। সম্বন্ধটি কেমন হইল, তোমার মনোমত হইল কি না তাহা জানাইও।

কিন্তু এই বিবাহের সম্বন্ধে অন্যরূপ একটা বিপদ দেখা দিয়াছে। লোক পরম্পরায় শুনিতেছি, আমার কন্যার না কি এই পাত্র বিশেষ পছন্দ নয়। বড়ই বিস্ময় বোধ করি সচ্চিদানন্দ। যুগের হাওয়া পাল্টাইতেছে বটে, তা বলিয়া পনেরো বৎসরের একটি মেয়ের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের সমস্যা দেখা দিবে তাহা ভাবি নাই। আমিই তাহার মত নিতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আশা ছিল, আমার মতের উপরে সে কথা [illegible]। পনেরো বৎসর বয়সে কাহারও বিচারবুদ্ধি থাকে না। সুতরাং পিতামাতার বিচার[illegible] তাহাকে পথ নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। কিন্তু আমার হিসাব-নিকাশ কিছুই মিলিতেছে না।

আমি কি তাহার [illegible] ? না কি তাহার মতই মানিয়া লইব ? কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারো ?

এইসব সংকট সময়ে বড়ই মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়ে।—তোমার হেম।

সকালবেলায় রঙ্গময়ী একবার করে নিয়মিত এসে হেমকান্তর সঙ্গে দেখা করে যায়। কাজের কথা থাকলে তাও বলে। হেমকান্ত সকালের দিকটায় রঙ্গময়ীর জন্য নিজের অজান্তেই কিছুটা প্রতীক্ষা করে থাকেন। আজও করছিলেন।

চৈত্রের শুরুতেই এবার কালবৈশাখীর দাপট দেখা দিয়েছে। কাল সন্ধেবেলায় তুমুল ঝড় বয়ে গেল। গোয়ালের চালের টিন উড়ে গেছে। বাগানে বহুকালের পুরোনো একটা কামরাঙা গাছ উপড়ে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্রে দু' চারটে নৌকো ডুবেছে নিশ্চয়ই। এখনো অবশ্য খবর আসেনি তবে ফি বছরই ডোবে। এছাড়া গাঁ গঞ্জে, শহরতলীতে কী ঘটেছে তাও এখনো অনুমানের বিষয়। প্রজাদের অবস্থাই বা কী ? অবস্থা যাই হোক, যে-কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই তারা খাজনা না দেওয়ার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়। হেমকান্ত বিষয়চিন্তা করতে চান না, কিন্তু বিষয়চিন্তা তাঁর ঘাড়ে চাপবেই। সরকারের খাজনা শোধ করতে তাঁর দম বেরিয়ে যাচ্ছে। পুরো জমিদারী না হোক এক-আধটা মহল বিক্রি করে দিলে কেমন হয় ?

এইসব সাত পাঁচ ভাবছিলেন, এমন সময় রঙ্গময়ী এল।

কী খবর মনু ? কালকের ঝড়ে কী হল খবর পেলে ?

আমি মেয়েমানুষ কী খবর পাবো ? তুমি একটু ঘুরে সব দেখে এলেই তো পারো।

যাবো-যাবো ভাবছিলাম।

www.MurchOna.com

ভেবেই তোমার দিন যাবে।

নৌকো-টৌকো ডুবেছে না কি ?

ডুবেছে। তবে ব্রহ্মপুত্রে নয়, তোমার সংসারে।

এটা আবার কেমন হেঁয়ালী ?

হেঁয়ালী হবে কেন ? তোমার আদরের মেয়ে বেঁকে বসেছে, শচীনকে বিয়ে করবে না। তার কী করছ ?

হেমকান্ত কারপেটের ওপর মেরুদণ্ড সোজা করেই বসেছিলেন, আরো টান হয়ে বললেন, কী করব বলো তো ! ওর আপত্তি কিসের ?

শচীনরা না কি ভীষণ গরীব।

গরীব ! শচীন গরীব হতে যাবে কেন ? জমাট প্র্যাকটিস।

সে তোমার মেয়েকে বোঝাও গে।

আমি যে ওদের সঙ্গে কথা পেড়ে ফেলেছি।

রঙ্গময়ী বিরস মুখে বলে, বিয়ের কথা ওঠার পর থেকেই নানারকম আপত্তি তুলছিল। তোমাকে বলিনি, কারণ বললেই তুমি আকাশপাতাল ভাবতে শুরু করবে। কিন্তু এখন না বলেও তো উপায় নেই। মেয়েদের নিজস্ব মত থাকবে, তারা বিয়েতে আপত্তি তুলবে, এসব তো আমরা ভাবতেও পারি না।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, সেটা কথা নয় মনু। আমি মেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দিই। কিন্তু আপত্তি যদি থাকেই সেটা প্রথমেই বলেনি কেন ?

তোমাকে বলতে হয়তো লজ্জা পেয়েছে।

শুধু গরীব বলেই আপত্তি ?

ও তো তাই বলেছে। শচীনদের বাড়ি থেকে না কি চেয়েচিন্তে নিত এ বাড়ি থেকে। কথাটা মিথ্যেও নয়। কিন্তু তাতে বিয়ে আটকায় কেন তা বুঝছি না।

আর কোনো কারণ নেই ?

রঙ্গময়ী একটু দ্বিধায় পড়ে দোনোমনো করে বলে, আছে বোধহয়। ওর মনে হয় কোকাবাবুর নাতি শরৎকে পছন্দ।

শরৎ মানে যে পাখি মারে ?

হ্যাঁ। শরৎ তো একজনই।

হেমকান্তর মুখ একটু বিবর্ণ দেখাতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কোকাবাবুর পরিবারের আভিজাত্য আছে। কিন্তু পরিবারটার মধ্যে কেমন যেন মায়াদয়া কম। কোকাবাবু যখন মারা যাচ্ছিলেন সেই সময় শরৎ পাখি মেরে বাড়ি ফিরল। সে কী উত্তেজনা !

রঙ্গময়ী বলল, ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। খবর পেয়েছি, শরৎ বিলেত যাচ্ছে। বিয়ে-টিয়ে করবে না।

কে বলল তোমাকে ?

কৃষ্ণ। শরতের সঙ্গে সেদিন পাখি শিকার করতে গিয়েছিল, মনে নেই ? সেদিনই কথা হয়েছে।

হেমকান্ত ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কৃষ্ণের সঙ্গে শরতের এত ভাব কী করে হল বলো তো !

বন্দুক ! তোমার ছেলের দিনরাতের ধ্যান-জ্ঞান এখন বন্দুক।

বন্দুক ! ও বাবা !

ও বাবা আবার কী ? বন্দুক কি নতুন কিছু না কি ?

হেমকান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন রঙ্গময়ীর দিকে। তারপর বলেন, বন্দুক ওকে ছুঁতে না দেওয়াই ভাল মনু। বাঘ যদি রক্তের স্বাদ পায়—

www.MurchOna.com

॥ ৩২ ॥

থানায় যাওয়ার আগে ধ্রুব কয়েক মিনিট সময় নিয়েছিল। রওনা হয়েও ফটকের ওপাশ থেকে ফিরে এল। পুলিশ অফিসারটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে খুব দ্রুত রেমির হাত ধরে টেনে আনল শোওয়ার ঘরে। চাপা জরুরী গলায় বলল, সোরাব রুস্তম! বুঝলে? সোরাব-রুস্তম!

রেমি বুঝল না। দিশাহারা হয়ে ধ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে? তোমাকে!

ধ্রুব একটু ফিচেল হাসি হেসে বলল, তুমিও তো এরকমই একটা কিছু করবে বলেছিলে! বলোনি, থানায় যাবে?

বলেছি। কিন্তু সত্যিই তো আর যেতাম না।

তুমি যাওনি, কিন্তু অন্য একজন গেছে। ফল একই।

কে গেছে?

বললাম যে, সোরাব-রুস্তম।

তার মানে কী?

বসে বসে ভাবো, ঠিক বুঝতে পারবে।

না পারব না। আমার মাথা গুলিয়ে গেছে।

মিনিস্টারের বাড়িতে পুলিশ তার ছেলেকে ধরতে আসে, ব্যাপারটা এদেশে একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

রেমি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। শ্বশুরমশাই থাকতে—

শ্বশুরমশাইয়ের মুখখানা ভাল করে লক্ষ করেছো?

খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল।

বিচলিত ঠিক নয়, একটু নারভাস। তবে সেটা পুলিশের ভয়ে নয়।

তবে?

আমার ভয়ে।

তোমার ভয়ে? তোমাকে উনি ভয় পান নাকি?

এমনিতে পান না। কিন্তু পচা শামুকেও তো পা কাটে।

বুঝলাম না।

তোমার আই কিউ অ্যাভারেজের চেয়ে কম।

বুঝিয়ে বলো, তোমাকে উনি ভয় পাবেন কেন?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, থাক না, সবটুকু আমি বুঝিয়ে নাই বা দিলাম। আমি থানায় যাচ্ছি, তুমি বসে বসে বরং ধাঁধাটার জবাব খুঁজে বের করো। ধাঁধাটার সূত্র ওই একটাই, সোরাব ভারসাস রুস্তম।

থানায় কি এখন তোমাকে আটকে রাখবে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, আরে না। আটকানোর আইনই নেই। তবে রাতটা ইনটারোগেশনের নামে কাটিয়ে দিতে পারে। চলি, গুডনাইট।

ধ্রুব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছু পিছু রেমি।

ধ্রুব ঘর থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে বাইরের ঘরে যেতে দু পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে গেল। তারপর আচমকা পিছু ফিরে রেমিকে বলল, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দাও। তুমি কিছু দেখনি, কিছু শোনোনি।

রেমি আঁতকে উঠে বলে, তার মানে? কী করবে তুমি?

www.MurchOna.com

ধ্রুব চাপা গলায় বলল, ঘরে যাও রেমি। মজাটা আর একটু জমিয়ে দিই। যাও, কেউ জিজ্ঞেস করলে কিছু বোলো না। বোলো, তুমি জানো না।

রেমি কম্পিত বুকে দরজা বন্ধ করল।

পরমুহূর্তেই দরজায় টোকা পড়ল আবার।

রেমি ; রেমি !

রেমি দরজা খুলে বলে, কী গো ?

হাতের কাছে একটা ব্যাগট্যাগ কিছু আছে ?

আছে।

গোটাকয়েক শাড়ি আর যা পারো গুছিয়ে নাও। আমারও গোটাকয়েক জামাপ্যান্ট। কুইক ! প্রশ্ন কোরো না। সময় নেই

রেমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাগলের আদেশ পালন করল। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই গোছানো হয়ে গেল। কারণ ধ্রুবর টুর থাকে বলে একটা ফাইবারের সুটকেস গোছানোই থাকে। রেমি শুধু নিজেরটা গোছালো। দরজায় ধ্রুব পাহারা দিচ্ছে।

রেমি বুঝতে পারছিল, ধ্রুব তাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে এবং সেটা খুব বিধিসঙ্গতভাবে যাচ্ছে না। সম্ভবত শ্বশুরমশাই খবরটা জানবেন না এবং বাইরের ঘরের পুলিশ অফিসারও কিছু টের পাবেন না। সাধারণ অবস্থায় রেমি নিশ্চয়ই ধ্রুবর এই প্রস্তাবে রাজি হত না। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক নয়। সকাল থেকে তার চারদিকে এমন সব ঘটনা ঘটছে যে তার মাথা গুলিয়ে গেছে। এই অ্যাডভেনচার হয়তো সে মনে মনে চাইছিল।

সুটকেস আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে ধ্রুব পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিছু পিছু রেমি। চাকরবাকররা দেখল, কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করল না। তারা ধ্রুবকে চেনে।

পিছন দিককার ছোট্ট বাগানের ফটক দিয়ে বেরোলে একটা গলি পাওয়া যায়। নোংরা গলি। কখনো রেমি এ গলিতে পা দেয়নি। গলিটা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে ধ্রুব চট করে একটা মিটার নামানো ট্যাকসিকে ধরল। এ তল্লাটের ট্যাকসিওয়ালারা ধ্রুবকে মোটামুটি চিনে রেখেছে। তারা বেগরবাঁই করে না।

হাওড়া স্টেশনে এসে ধ্রুব মাত্র আধ ঘন্টার প্রয়াসে পুরীর দুটো বার্থ রিজার্ভ করে ফেলল।

ট্রেনে ওঠার পর রেমি দম নিচ্ছিল। এইরকম হুটোপাটা করে কোথাও যাওয়া তার জীবনে এই প্রথম। বিবাহিত জীবনে শ্বশুরমশাইয়ের অনুমতি না নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোও এই প্রথম। কাজটা কেমন হল তা সে বুঝতে পারছে না।

ধ্রুব ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটই করেছে, কিন্তু কুপে নয়। আরো দুজন যাত্রী আছে। তারা প্রবীণ এক দম্পতি। তাদের তুলে দিয়ে যেতে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীরা এসেছে। কামরায় বেশ ভীড়।

জড়োসড়ো হয়ে রেমি একধারে বসে ছিল। ধ্রুব গেছে খাবার আনতে। বাইরে বেরোনোর পোশাক অবশ্য তার পরাই ছিল। বদলানোর সময় পায়নি। তাই একদিক দিয়ে রক্ষে।

নানারকম দুশ্চিন্তার মধ্যেও তার হঠাৎ একটু হাসি পেল। তাদের বাইরের ঘরে বসে পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকটি এখন কী করছেন ? হাই তুলছেন কি ?

গাড়ি ছাড়ার মুখে ধ্রুব খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে এসে উঠল। তার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি।

গাড়ি ছাড়লে কামরাটি অপেক্ষাকৃত নির্জন হয়ে গেল।

ধ্রুব রেমির কাছ ঘেঁষে বসে বলল, একটা জিনিস খুব মিস হয়ে গেল, বুঝলে :

কী মিস হল ?

মাল। একটা বোতলও যদি সঙ্গে থাকত।

প্রৌঢ় দম্পতি দুজনেই ওদের আড়চোখে লক্ষ করছিলেন। রেমি ছোট্ট একটা চিমটি দিয়ে বলল,

www.MurchOna.com

চুপ। শুনবে।

ধ্রুব কানে কানে বলল, বুড়োটা মালের পার্টি। নাকটা দেখেছো? লাল। এর কাছে জিনিস আছে।

রেমি লজ্জায় সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, চুপ করবে কিনা!

করছি। অ্যাডভেনচারটা কেমন লাগছে?

কী করছি তা বুঝতেই পারছি না।

তোমাকে বুঝতে হবে না। যা করেছি আমি করেছি। মিনিস্টারের গুহা থেকে তোমাকে বের করে এনেছি। দুঃখ শুধু, তর্জন গর্জনটা শুনতে পাবো না।

তোমার ভয় করছে না?

কীসের ভয়?

পুলিশ যদি ক্ষেপে যায়!

পাগল! পুলিশের বড় দায় পড়েছে কিনা।

যদি হুলিয়া বের করে!

করবে না।

রেমি কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার বাবা আর জয়ন্ত মিলে এটা করেছে। কেন যে করল! ওরা কি জানে না তোমাকে পুলিশে ধরলে ওদেরও অপমান!

নিশ্চয়ই জানে। তার চেয়েও বড় কথা আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে ওদের অন্যরকম বিপদও হতে পারে। সেই মিস্টিরিয়াস জীপগাড়ি আর সেই লোকগুলো তো খুব সোজা পাত্র নয়। তাই জয়ন্ত বা তোমার বাবা একাজ করেননি।

রেমি বলে, তাহলে কে করল?

বুঝতে পারোনি? সোরাব-রুস্তম।

সব সময়ে হেঁয়ালি ভাল লাগে না। তুমি বলতে চাইছো শ্বশুরমশাই নিজে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন?

এতক্ষণে মাথা খেলছে তোমার।

যাঃ, কী যে বাজে কথা বকো না।

লোকটাকে তুমি চেনো না রেমি।

রেমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। চিন্তা করল। তার ছোট্ট মাথায় এত চিন্তা ধরতে চায় না। কেমন ঝিম ঝিম করে।

হঠাৎ চোখ মেলে বলল, তাই পালিয়ে এলে! পুলিশের ভয়ে?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, পুলিশকে আমার ভয় নেই। ওরা আমার বিরুদ্ধে কেস দিতে পারত না। দিলেও টিকত না। একটু হ্যারাস করত হয়তো।

তাহলে?

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে একটু পাল্টি দিচ্ছি।

কিন্তু তুমি যে পরিবারের কোনো প্রথা ভাঙতে চাও না। তবু শ্বশুরমশাইকে না বলে আমাকে নিয়ে এলে কেন?

ওইটাই তো হ্যারাসমেণ্ট, আমি একা পালালে মন্ত্রীমশাই খুব একটা গা করতেন না, কিন্তু পুত্রবধূকে লোপাট করলে গা করবেন।

তুমি একটা পাগল।

সে কথা অনেকবার বলেছো।

রেমি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হয়েছিল, বুঝি আমাকে নিয়ে আলাদা একটা

www.MurchOna.com

হানিমুন করার ইচ্ছে হয়েছে তোমার।

তাও হয়তো হয়েছে। ধরে নাও এটা হানিমুন দ্বিতীয় পর্ব।

ও বাবাঃ, প্রথম পর্ব যা গেছে, দ্বিতীয় পর্বে আর দরকার নেই।

কেন, প্রথমটা কি খুব খারাপ হয়েছিল ? শুধু প্রেম তো একঘেয়ে ব্যাপার। তার সঙ্গে একটু রহস্য রোমাঞ্চ আর মারদাঙ্গা যোগ হওয়ায় ব্যাপারটা জমে গিয়েছিল না ?

আমার আর জমার দরকার নেই।

আচ্ছা, এবার আর ওরকম হবে না।

কদিনের জন্য যাচ্ছি ?

বেশীদিন নয়। টাকা ফুরোলেই ফিরে আসব।

আমি কি তোমার হোসটেজ ?

এ কথায় আচমকা সবাইকে চমকে দিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে ধ্রুব। বলে, বাঃ, দারুণ বলেছো তো ! হোসটেজ ! মাইরি, তোমার মাথাটা তো তেমন নীরেট নয় !

রেমি প্রৌঢ় দম্পতির দিকে চেয়ে একটু সংকুচিত হয়ে বলল, এই, কী হচ্ছে !

ধ্রুব নিজেকে সামলে নেয়।

আশ্চর্য এই যে, ধ্রুবর অনুমান ঠিক। প্রৌঢ় লোকটি একটু পরেই তার সুটকেস থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে ফেলে। লোকটার চেহারায় বেশ আভিজাত্য আর অহংকারের ছাপ আছে। কর্তৃত্ব করতেই অভ্যস্থ বোঝা যায়। খানিকটা বোধ হয় কৃষ্ণকান্তের ছায়া।

ধ্রুব চট করে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া রেমির আর কিছুই করার ছিল না। তবে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা রেমিকে খানিকক্ষণ সঙ্গ দিলেন। ধ্রুব আর প্রৌঢ় ভদ্রলোক বোতলে জমে গেল।

ধ্রুবর সঙ্গে বাস করে রেমির একটা জ্ঞানলাভ ঘটেছে। বোতল জিনিসটা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লুপ্ত করে দেয়।

পুরীতে রেমি নতুন নয়। আগে আরো বার দুই এসেছে। ধ্রুবর সঙ্গে অবশ্য এই প্রথম। আর কী আশ্চর্য ! ধ্রুব সঙ্গে আছে বলেই বোধহয় তার কাছে পুরী এবার সবচেয়ে মনোরম মনে হল।

সমুদ্র কি এরকম উত্তাল ছিল আগের বার ? এত বিপুল, বিশাল ! আকাশ কি এরকম নীল ছিল ! রেমি মুগ্ধ হয়ে গেল। সম্মোহিত হয়ে গেল। যেসব সমস্যা ও সংকট পিছনে রেখে তারা চলে এসেছে তা ভুলে গেল রেমি।

ধ্রুব ঈশ্বর মানে কিনা তা রেমি আজও জানে না। তাকে কোনোদিন কোনো ঠাকুর দেবতা প্রণাম করতে দেখেনি সে। আবার নাস্তিকতার সপক্ষেও কোনোদিন কিছু বলেনি।

কিন্তু ধ্রুবকে এসব বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। রেমি সর্বদা যেন একটি অতি অনুভূতিশীল জ্যান্ত বিস্ফোরক নিয়ে কারবার করছে। একচুল ভুলচুক হলেই সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। তাই আজকাল ধ্রুবর সঙ্গে সে একটু হিসেব করে কথা বলতে শিখেছে। সে জেনে গেছে, তার স্বামীটির জন্ম যে রাশি বা লগ্নে সেই রাশি বা লগ্নের লোকেরা ইহজন্মে স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করে না। তাই সেই চেষ্টাও আর করে না রেমি। ধীরে ধীরে সে ধ্রুবর ব্যক্তিত্বহীন ছায়ায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় এছাড়া উপায়ও নেই।

দুটো দিন ধ্রুব শুধু সমুদ্র স্নান ছাড়া আর তেমন কিছু করল না। ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ল। কয়েকটা বই কিনে আনল কোথা থেকে। তাও পড়ল। কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেল না।

রেমি তৃতীয় দিন সকালবেলায় বলল, জগন্নাথের মন্দিরে যাবে ?

www.MurchOna.com

তুমি যাও, ঘুরে এসো।

তুমি চল না।

একদম ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।

একা! যদি আমার কিছু হয়?

কী হবে?

ধরো কেউ যদি পিছুটিছু নেয়!

ধ্রুব হেসে বলল, বদমাইশী হচ্ছে! আমাকে বডিগার্ড বানিয়ে নিয়ে যেতে চাও?

তুমি তো আমার বডিগার্ডই।

তা বটে, কিন্তু আত্মিক উন্নতির ব্যাপারটায় সব মানুষই একা। একাই ভাল।

আমি না তোমার সহধর্মিণী!

সেটা হলফ করে বলা মুশকিল।

কেন?

আমার ধর্ম অন্যরকম। সে ধর্ম তুমি মেনে নিতে পারবে? ধরো যদি তোমাকে একটু মালটাল খেতে বলি, খাবে?

কী যে বর্বর হয়েছো না।

তাই তো বলছি, বর্বরের ধর্ম আলাদা। তার সহধর্মিণী হতে নেই। জাস্ট বী মাই ওয়াইফ। নো রিলিজিয়াস কানেকশন। ভয় পেও না, আমাদের পরিবারের নিজস্ব পাণ্ডা আছে। তাকে খবর দিলেই আসবে। খুব গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে।

রেমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তবে জগন্নাথের মন্দিরেও সে গেল না।

তাঁদের হোটেলটা স্বর্গদ্বারের ওপর। বেশ বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সামনেই সমুদ্র এবং তার অবিরাম শব্দ। রেমি সমুদ্রে নামে না। ভয় পায়। তবে জলের ধার ধরে ধরে বেড়াতে ভালবাসে। ঝিনুক কুড়িয়ে জড়ো করে অনেক। একা। ধ্রুব প্রায় সময়েই তার সঙ্গে থাকে না।

দুপুরে রেমি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসতেই ধ্রুব বলল, আরে, তুমি কখনো সমুদ্রে স্নান করো না কেন বলো তো!

আমার বাথরুমই ভাল।

সে তো জানি। কিন্তু বাথরুমের সীমাবদ্ধতা থেকে সমুদ্রের অসীমে একটু অবগাহন করে নিলে আয়ুটা বাড়ত।

আমার দরকার নেই।

আমি সঙ্গে থাকলেও ভয়?

ও বাবা! আমি সাঁতার জানি না।

হাঁটুজলে সাঁতার জানার কী দরকার! চলো, আজ ধ্রুব নুলিয়া তোমাকে স্নান করাবে। দুটো টাকা দিয়ে দিও বখশিশ।

বখশিশ এখনিই দিচ্ছি। স্নান করাতে হবে না।

তাই কি হয়! নুলিয়ারা কাজ না করে বখশিশ নেয় না, চলো।

না না, আতঙ্কে রেমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকবার চেষ্টা করে।

ধ্রুব করাল যমের মতো রাস্তা আটকায়। তারপর জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে দুটো ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে, ভয় পেও না। ডুবলে দুজনেই ডুবব। একই যাত্রার যাত্রী তো। চলো।

ভয় পাই যে।

ভয়টাই তো ভাঙা দরকার। ঢেউ যত বিরাট তত ভয়ংকর নয়। মানুষ বাইরেটা দেখে ভয় পায়। বুঝলে! যেমন মন্ত্রীমশাই।

www.MurchOna.com

তাঁকে আবার কেন ?

তাঁর সঙ্গে মিল আছে। বেশ করাল চেহারার একটি ঢেউ, কিন্তু ভিতরে ঢুকে গেলে দেখা যায়, ফোঁপরা।

মোটেই নয়।

আচ্ছা, ওটা নিয়ে বরং পরে ডিবেটে বসা যাবে। এখন চলো। সমুদ্রে নামবার মতো পোশাক আছে ?

না। মোটে তো কয়েকটা শাড়ি নিয়ে এসেছি।

শাড়িতেই হবে। একটু শক্ত করে গাছকোমর বেঁধে নাও।

ভয় করছে যে !

বললাম তো ডুবলে দুজনেই ডুববো। তাছাড়া জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ, তোমার মতো কত মহিলা স্নান করছে। কত ধুড়ি বুড়ি ছুঁড়ি। দেখছ ?

দেখেছি।

চলো তাহলে।

দুরু দুরু বুকে অগত্যা যেতেই হয় রেমিকে।

ঢেউ দেখে যত পা এগোয় তার দ্বিগুণ পিছিয়ে যায় রেমি। ও বাবা, সে বাঁচবে না নামলে। দুম দাম শব্দে জল এসে ফাটছে বালুর ওপর।

কিন্তু ধ্রুব ছাড়ার পাত্র নয়। শক্ত করে হাত চেপে ধরে বলল, যদি না নামো তাহলে আজই আমি ব্রেকিং পয়েন্ট পেরিয়ে চলে যাবো।

তার মানে ?

আর ফিরব না। আমার জানের পরোয়া নেই, জানো তো ?

কী যে সব বলো না।

রেমি প্রায় ঢেউয়ের ধাক্কাতেই পড়ে যাচ্ছিল। কী প্রলয়ংকর ব্যাপার ! যেন এক পাহাড় এসে ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। কান বন্ধ হয়ে গেলে। মুখে ঢুকে গেল নুন আর বালি মেশানো জল। হাঁপসে সে অস্থির।

তবে ভেসে গেল না রেমি। ধ্রুব ধরে ছিল তাকে।

প্রথম ঢেউটা সরে যাওয়ার পর দম নেওয়ার একটু অবকাশ পেতে না পেতেই দ্বিতীয় ঢেউটা দোতলা বাড়ির সমান হয়ে ধেয়ে এল।

রেমি চেঁচাল, বাবা গো !

কিন্তু তার কোমর ধরে দুটো সবল হাত তাকে ওপরে তুলে দিল। ঢেউয়ের ওপরে। চমৎকার এক নৃত্যপর দোলাচল। পড়ে গেল রেমি, কিন্তু ধ্রুব তাকে ছাড়ল না। টেনে তুলে নিল। পায়ের নীচে সরষেদানার মতো বালি সরে যাচ্ছে। এক শিরশিরে অনুভব।

ভয় ভেঙে গেল তৃতীয় ঢেউটার পর।

ধ্রুব বলল, ডুব দিও না। মুখোমুখি ঢেউটাকে কনফ্রন্ট কোরো না। কাত হয়ে দাঁড়াও। লাফাও।

রেমি তাই করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সমুদ্রের গভীর ভালবাসায় পড়ে গেল। বাঃ, এরকম তার জীবনে কিছুই তো ঘটেনি আগে !

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাল দুজন জলে। জীবনে যত ক্ষোভ ছিল রেমির, যত অভাববোধ তা এক মহাসমুদ্রের ঢেউ এসে ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে লাগল।

www.MurchOna.com

॥ ৩৩ ॥

পুজো আর আমকাঁঠালের সময় প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের ঘরে আসার একটা রেওয়াজ ছিল এ বাড়িতে। আজকাল নেই। সুনয়নী বেঁচে থাকলে হয়তো আসত। মা-হীন এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়ির প্রতি তারা বোধহয় আর কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। বড় ছেলে কনক শীতকালে একবার আসবে বলে চিঠি দিয়েছিল। পরে মত পাল্টায়। মেজো জীমূতকান্তির শখ ছিল বিলেত গিয়ে আই সি এস হয়ে আসবে। সেটা হয়ে ওঠেনি বলে বাবার ওপর তার কিছু রাগ বা অভিমান থাকতেও পারে। সে প্রায় সম্পর্কই রাখে না। আসা দূরে থাক, চিঠি পর্যন্ত দেয় না। এই দুই ছেলের জন্য হেমকান্তর যে বিশেষ কোনো অভাববোধ আছে তা নয়। তবে মাঝে মাঝে ওদের একটু দেখতে ইচ্ছে করে, এইমাত্র।

কৃষ্ণকান্তরও তার দাদা দিদিদের প্রায় ভুলবার দশা। ওঁরা যে সব আছেন সেটুকুও তার বিশেষ মনে পড়ে না। শুধু বড়দাদা কলকাতায় নিয়ে যাবে বলে চিঠি দেওয়ায় বড়দাদা বলে যে কেউ ছিল বা আছে তা টের পেয়েছিল।

পিছনের আমবাগানে বউল ছেড়ে আমের গুটি ধরল। কালবৈশাখীই মুড়িয়ে দিয়েছিল গাছ। তবু আম বড় কম ধরল না। খুব যে ভাল জাতের আম হয় বাগানে তা নয়। তবে প্রচুর হয়। খাওয়া যায়। শ্যামকান্ত নানা দেশ থেকে ভাল জাতের আমের কলম আনিয়ে লাগিয়েছিলেন। মাটির দোষে অবশ্য তেমন ভাল জাতের আম হয় না। তবে দারুণ কাঁঠাল হয়। এবারও হবে। পুবের বাগানে গোটা বিশেক গাছে গলগণ্ডের মতো শেকড় থেকে মগডাল অবধি ঐঁচোড়ে ছেয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়ে একদিন বিনা খবরে কনককান্তি সপরিবারে এসে হাজির।

তখন সকালবেলা। ঘোড়ার গাড়ির ওপর চাপানো বাক্স বেডিং। গাড়িটা বারবাড়িতে এসে থামতেই চারদিকে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

নেই-নেই করেও এই বিশাল বাড়িতে, কাছারিঘরের পিছনের কুটুরি এবং আউট হাউসে গরিব আত্মীয় স্বজন এবং পরভৃত স্বভাবের আশ্রিত লোকের অভাব নেই। কর্মচারীরাও আছে। সবাই দৌড়ঝাঁপ লাগিয়ে দিল। চাকর-বাকররা এগিয়ে এল।

কনককান্তির চেহারাটা রাজপুত্রসুলভ। খুব লম্বা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চুলগুলো পর্যন্ত লালচে। তবে তার মুখশ্রীতে একটা রুক্ষ ভাব আছে। তার স্ত্রী চপলা প্রকৃত সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয়। তবে কলকাতার ফ্যাশনদুরস্ত মহিলা বলে চেহারাটা বেশ দেখার মতো করে তুলেছে। সামনে ফাঁপানো চুল, লেস লাগানো ব্লাউজ, পাছাপেড়ে শাড়ি। গয়নার বাহুল্য নেই তার শরীরে। গাড়ি থেকে নেমে ঘোমটা টানল মাথায়। তাদের দুটি সন্তান। একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে। তারা ছোটো। দুটি শিশুই বেশ দেখতে।

খবর পেয়ে হেমকান্ত নিজের ঘরে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বুকটা একটু দুরুদুরু। ছেলে তাঁরই বটে, তবু যেন একজন অচেনা অজানা মানুষ। কী ভাবে কথা বলবে, কেমন স্বভাব, কিছুই যেন জানেন না। কী খেতে ভালবাসে! এসব অবশ্য মনু ভাববে। তবু তাঁরও চিন্তা হয়।

কনককান্তি এসে প্রণাম করে দাঁড়াতে হেমকান্ত বললেন, একটা খবর দিয়ে আসোনি কেন?

খবর দিয়েছি। চিঠি বোধহয় পৌঁছোয়নি। সামান্য কিছু কুশলপ্রশ্নাদির পর হেমকান্তর কথা ফুরিয়ে গেল। এই অচেনা সুদর্শন যুবাপুরুষটির সঙ্গে ভাব বিনিময় করার মতো কিছু নেই আর।

কনককান্তি হঠাৎ বলল, ধনাকাকা মাঝখানে কলকাতায় গিয়েছিলেন কংগ্রেসের মিটিঙে। তখন আমাদের বাড়িতে আসেন। তিনি বললেন, আপনার নাকি কী হয়েছে!

কী হয়েছে? হেমকান্ত অবাক।

www.MurchOna.com

কনককান্তি বুদ্ধিমান ছেলে। প্রসঙ্গটা একটু পাশ কাটিয়ে বলল, আপনি এখন ভারচুয়ালি এখানে একা। নানারকম দুশ্চিন্তাও আছে। আমার ইচ্ছে এস্টেটের একটা বিলি বন্দোবস্ত করে সবাই মিলে কলকাতার বাড়িতে গিয়ে থাকলেই হয়। সেখানে লোকজনের মধ্যে থাকলে মনটা ভাল থাকবে।

হেমকান্তও বোকা নন। তিনি বুঝলেন, খচ্চর এবং ঘড়েল সচ্চিদানন্দ সেই কূয়োয় বালতি পড়া এবং তজ্জনিত তাঁর বার্ধক্যচিন্তার কথাটা কনককে জানিয়ে গেছে। বন্ধু আর কাকে বলে!

হেমকান্ত একটু হেসে বললেন, ধনা একটা গাড়ল। তোমাকে কী বলতে কী বুঝিয়েছে। মন কিছু খারাপ নেই। এখানেই বেশ থাকি আমি। চিন্তা কোরো না।

কুণ্ঠিত পায়ে চপলা এসে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে দুই ছেলে মেয়ে। বেশ দেখাচ্ছিল দৃশ্যটা। এরা সব তাঁর আপনজন, আত্মীয়, উত্তরপুরুষ, বংশধর। হেমকান্তর মনে হল, তাঁর আরো আনন্দ হওয়া উচিত। যতটা আনন্দ হওয়া উচিত ততটা যেন ঠিক হচ্ছে না। ওরা হয়তো ভাবছে, বাবা আমাদের পেয়ে খুশি হয়নি।

কনককান্তি বিনীতভাবে বলল, আমরা আপনার জন্য দুশ্চিন্তায় থাকি।

হেমকান্ত আচমকাই একটা অপ্রিয় প্রশ্ন করলেন, কেন বলো তো! আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি নাকি?

কনক মাথা নেড়ে একটু হেসে বলে, না। বুড়ো হবেন কেন? কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর দেখাশোনারও তো তেমন কেউ নেই।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেটা কোনো কথা নয়। আমি সেলফমেড ম্যান। তোমরাও দেখেছো, চিরকাল আমি নিজের কাজ নিজেই করতে ভালবাসি। কোনো অসুবিধে হয় না।

কনক তর্ক করল না। মৃদু গলায় শুধু বলল,এস্টেটের তো আর তেমন কিছু ভবিষ্যৎ নেই। এ পাট চুকিয়ে দিলে কেমন হয়?

হেমকান্ত চমকালেন না। ছেলেদের এই মনোভাবের কথা তিনি তো জানেন। মাঝে মাঝে তার নিজেরও এরকম ইচ্ছে হয়। বিষয় সম্পত্তি মানেই উদ্বেগ অশান্তি মামলা মন কষাকষি। মানুষকে খণ্ডিত করে দেয়, ছোটো করে দেয়।

হেমকান্ত ভাবিত মুখে বললেন, চুকিয়ে দিলেও হয়। তবে শিকড়ে টান পড়ে, বুঝলে। এখানেই জন্মাবধি রয়েছি।

আমরাও তো এখানেই জন্মেছি। এ জায়গার জন্য আমাদেরও টান তো কম নয়। প্রয়োজন দেখা দিলে স্থানান্তরে যেতেই হয়।

হেমকান্ত বললেন, ঠিক আছে। আমাকে কিছুদিন ভাবতে দাও। প্রয়োজন হলে তো যাবোই। শুধু কলকাতা কেন, কাশী আর পুরীতেও আমাদের বাড়ি পড়ে আছে। সেসব জায়গাতেও যাওয়া যায়।

সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। আসল কথা, এখন এস্টেট রাখা মানে একটা প্রচণ্ড লায়াবিলিটি।

হেমকান্ত তা জানেন। কিন্তু নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে কথাটা তার ভাল লাগল না। কনক কি চাইছে এস্টেট বিক্রি করে তিনি ছেলেদের নগদ টাকা ভাগাভাগি করে দেন? কনকের কি এখন ব্যবসার জন্য নগদ টাকার দরকার! সে জন্যই কি বিনা নোটিশে হঠাৎ এসে হাজির! এসব প্রশ্নের নগদ জবাব তিনি নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। শুধু সন্দেহটা দেখা দিয়ে রইল।

চপলা এসে প্রণাম করতে তিনি তার মাথাটি স্নেহভরে স্পর্শ করলেন। নাতি আর নাতনীটির থুতনি নেড়ে দিলেন মাত্র। বাচ্চাদের কী করে আদর করতে হয় তা তাঁর জানা নেই। সব পরিস্থিতিতেই তিনি অপ্রতিভ বোধ করেন।

দায়সারা গলায় বললেন, যাও বিশ্রাম করো। গাড়ির ধকল তো কম যায়নি।

সামনে থেকে ওরা সরে যাওয়ার পর হেমকান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

www.MurchOna.com

এই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় লোকটি যে তার বড়দাদা এটা বুঝতে কৃষ্ণকান্তর অনেক সময় লেগে গেল। ধারে কাছে ঘেঁষবার কোনো ইচ্ছে সে বোধ করল না।

পিছনে বিশাল এবং অগাধ আমবাগান। বিপ্লবী শশিভূষণ অভুক্ত অবস্থায় গত শীতে এখানে তিন দিন গা ঢাকা দিয়ে ছিল। সেই থেকে এই আমবাগানটা কৃষ্ণকান্তের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যময় জায়গা হয়ে উঠেছে। অবসর সময়ের অনেকটাই সে এই আমবাগানে কাটায়। সঙ্গে থাকে গুল্‌তি, এয়ারগান, তীরধনুক বা পেনসিলকাটা ছুরি। আমবাগানের আলো আঁধারিতে সে হয়ে যায় পলাতক এক দেশপ্রেমিক। ইংরেজের শত্রু। কল্পনার বলগা ছাড়া পক্ষীরাজ তাকে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক নিয়ে যায়। গাছের একটি ডালে সে ফাঁসির দড়ি টাঙিয়েছে। কখনো কখনো একদৃষ্টে দড়ির ঝুলে থাকা ফাঁসটির দিকে সে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে।

কনককান্তি আসার পর সে এই আমবাগানেই গা-ঢাকা দিল। জানে, লাভ নেই। আমবাগানে তার এই গুপ্ত ঘাঁটির কথা অনেকেই জানে। দিদি বিশাখা, চাকর হরি, মনুপিসি, হর কমপাউণ্ডার। কেউ না কেউ ঠিক এসে ধরে নিয়ে যাবে।

আমবাগানে বসে সে সারা বেলা ধরে ভাবল, বড়দাদা তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছে কিনা। কলকাতায় যেতে যে তার ইচ্ছে করেনা তা নয়, কিন্তু সে বেড়ানোর জন্য। কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্র, চর, আমবাগান আর এই মায়াবী বাড়িটা দীর্ঘদিনের জন্য ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সে মরে যাবে। বড়দাদাকে তো ভাল করে চেনেই না। বউদির সঙ্গে তার কোনোদিন তেমন করে ভাব হয়নি। ওদের ছেলেমেয়ে দুটিকে সে তো বলতে গেলে এই প্রথম দেখছে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে ভাবতে সে কয়েকটা কাঁচা আম খেয়ে ফেলল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাগান পেরিয়ে একটা পগারের ধারে এসে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে হাতের পাতা লম্বালম্বি ভাবে রেখে বিচিত্র একটু ভুঁ-ভুঁ শব্দ করল। এটা তার সংকেত।

পগারের ওপাশে কিছু গরিব প্রজার বাস। এদের বেশীর ভাগই নমশুদ্র। খুব তেজী টগবগে মানুষ। কৃষ্ণকান্তর বয়সী গোটা বিশেক ছেলে আছে ওইসব টিন আর বাঁশের ঘরের বসতিতে। তারা সবাই তার বশংবদ। প্রজা বলে নয়, এমনিতেই তারা কৃষ্ণকান্তকে ভালবাসে।

কৃষ্ণকান্তর ডাক শুনে ঝটপট পাঁচসাতজন বেরিয়ে এল। ওদের সর্দার হল ঝড়ু। সবচেয়ে দীর্ঘকায় সবচেয়ে বলিষ্ঠ তার গড়ন। পাথরে কোঁদা চেহারা। যেমন ডানপিটে, তেমনি পরোপকারী।

কৃষ্ণকান্ত ঝড়ুকে বলল, স্নান করতে গাঙে যাবি ?

যাবো।

চল তাহলে।

দলবল নিয়ে কৃষ্ণকান্ত স্নানে চলল।

ঝড়ু জিজ্ঞেস করে, তুমি নাকি বন্দুক চালাতে শিখে গেছ !

হ্যাঁ। শরৎদা শিখিয়েছে।

পাখিও মেরেছো অনেক !

অনেক নয়। একটা।

বন্দুক চালাতে কিরকম লাগে ? শুনি নাকি এমন ধাক্কা মারে যে উল্টে ফেলে দেয়।

ধাক্কা মারেই তো। কায়দা জানা চাই।

তোমাদের তো বন্দুক আছে। একদিন চুরি করে চলো চরে যাই। আমাকে শিখিয়ে দেবে।

দেব। দাঁড়া, বড়দাদা চলে যাক। তারপর।

বড়দাদা কি তোমাকে নিয়ে যাবে ?

নিয়ে যেতে তো চাইছে। কিন্তু আমি যাবো না।

www.MurchOna.com

গেলেই তো ভাল। কলকাতায় কত মজা! মনুমেন্ট, চিড়িয়াখানা, ট্রাম।

ধুস। আমার ওখানে থাকতে ভাল লাগে না।

তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দাও না।

তো... তুই গিয়ে কী করবি?

আমি গিয়ে ওখানে কাজ কারবার শিখব। বড়লোক হব।

কী কাজ কারবার?

সে কতরকম আছে। তোমার বড়দাদাকে বলবে ছোটোবাবু, আমাকে নিয়ে যেতে?

কৃষ্ণকান্ত প্রস্তাবটা ভেবে দেখল। ঝড়ু চলে গেলে তার নিজের কিছু অসুবিধে আছে। তার দলে ঝড়ুই সবচেয়ে সাহসী। ওরকমটা আর কেউ নেই। সে বলল, আচ্ছা ভেবে দেখি।

ঝড়ু বলল, তোমার বড়দাদার নিজের তো বিরাট ব্যবসা। আমি তার মধ্যে ঢুকতে পারব না?

তা পারবি না কেন?

অবশ্য দরকার হলে বাড়িতে চাকরের কাজও করতে পারি। ঘর ঝাঁটপাট দেওয়া, বাসন মাজা, খোকাখুকীদের হাওয়া খাওয়ানো।

কৃষ্ণকান্ত থমকে যায়, তারপর হঠাৎ রেগে উঠে বলে, কেন চাকরের কাজ করবি কেন? তুই আমার বন্ধু না!

ঝড়ু অবাক হয়ে বলে, তাতে কী? বড়দাদা তো নিজেদের লোক। ওর বাড়িতে কাজ করলে কী হয়? বড় কর্তা বললে আমার বাবা গিয়ে কামলার কাজ করে আসে না?

তা হোক। বাবার কথা আলাদা। বাবা কাউকে চাকর বলে মনে করে না। কিন্তু বড়দাদা কলকাতার বাবু, ওদের বাড়িতে কাজ করবি কেন?

ঝড়ু একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, এমনি বললাম কথাটা। আমরা প্রজা তো। তোমরা হলে রাজা লোক।

তারা যে রাজা তা খানিকটা মানে কৃষ্ণকান্ত। তবু তার মধ্যেও একটু কিন্তু আছে। সে আজকাল শুনতে পাচ্ছে, রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়, সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এই কথাটা ভাবলে কৃষ্ণকান্তর কেন যেন ভয় করে। রাজ্য যদি না থাকে তবে সে রাজা হবে কেমন করে? রাজা হওয়ার জন্যই যে তার জন্ম!

কৃষ্ণকান্ত গাঙের ধারে এসে একটু আনমনা উদাস চোখে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বিস্তারের দিকে চেয়ে রইল। রাজ্য রাজা এসব শব্দ তার রক্তে এক ধরনের তরঙ্গ তোলে। রাজা কৃষ্ণকান্ত। রাজা কৃষ্ণকান্ত।

ঘন্টাখানেক জলে থাকার পর যখন শরীরের চামড়ায় সাদা রঙ ধরে গেছে, আর চোখ লাল তখন ছটকু দারোয়ান এসে তাকে জল থেকে তুলল, কর্তাবাবু কখন থেকে ডাকতেছেন। চলো।

খুব ভয়ে আর সংকোচে মাথা নীচু করে বাড়িতে ঢোকে কৃষ্ণকান্ত।

কনককান্তি সদ্য স্নান করে আহ্নিক সেরে এসে ওপরের বারান্দায় বসেছে। রংটা যেন চারদিকে আলো করে আছে।

কত বড় হয়ে গেছে, অ্যাঁ! কনকের বিস্ময় নিখাদ।

কনক হাত বাড়িয়ে ভাইকে কাছে টেনে নিল। কৃষ্ণকান্তের রূপবান চেহারাটা বোধহয় খুবই পছন্দ হল তার। মুখের দিকে কয়েক পলক মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলল, বুঝলে চপলা, কৃষ্ণ আমাদের বংশে সবচেয়ে সুপুরুষ হবে।

বউদির অবস্থানটা চোখ তুলে দেখেনি কৃষ্ণকান্ত। লজ্জা করছিল। চপলা বারান্দার আর এক প্রান্তে রোদে চুল শুকোচ্ছিল দাঁড়িয়ে। পুঁচকে দেওরের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, এই সেদিনও

www.MurchOna.com

তো আমার কোলে পেচ্ছাপ করে দিয়েছিল।

লজ্জায় মরে গেল কৃষ্ণকান্ত। অধোবদন।

বড়দাদা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন আমাদের ? শুনলাম সারা সকাল নাকি পালিয়ে ছিলি !

ছিল গো বড়দা। বিশাখা বউদির ছায়ায় দাঁড়ানো, সেই বলল।

লজ্জা সংকোচ সব কেটে গেল বিকেলের মধ্যেই। ভারী অদ্ভুত ভাল লাগতে লাগল কৃষ্ণকান্তর।

বড়দাদা একটু গম্ভীর মানুষ। খুব বেশী কথা-টথা বলে না। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর বড়দাদা সকলের সঙ্গে খেতে বসল, দুপুরে ঘুমোলো, বিকেলে সাজগোজ করে গাড়ি নিয়ে বেরোলো পুরোনো বন্ধুদের খোঁজে। খুব নাকি তাস খেলার নেশা বড়দাদার। তাড়াতাড়ি ফিরবে না।

বউদি চপলাকে ভাল লাগল অন্য কারণে। বাড়িতে পা দিয়েই বউদি যেন এ বাড়িতে একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি করে দিয়েছে। ঘোমটা টানা বউ, সিঁথিতে সিঁদুর এ দৃশ্যটাই কৃষ্ণকান্তর কাছে একটু সুদূর। সে তো বাড়িতে এরকম কাউকে দেখে না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে বউদি অনেক কাজ করতে লাগল। এ বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, কিছু না করলেও চলে। কিন্তু বউদি বসে থাকল না। দুপুরে বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ঘর দোরের আসবাবপত্র চাকরদের দিয়ে এধার ওধার করাতে লাগল। সঙ্গে আঠার মতো কৃষ্ণকান্ত।

কিছুক্ষণ পরপরই বউদি তাকে জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ রে কৃষ্ণ, এই খাটটা দক্ষিণের জানালার ধারে পাতলে ভাল হবে না ? টেবিলটাকে এই কোনায় আনলে কেমন হয় রে ?

কৃষ্ণকান্ত এই যুবতীর মোহময় নৈকট্যে একধরনের সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। সব কথাতেই সায় দেয়।

বউদি মানুষটা যে চমৎকার তা কৃষ্ণকান্ত আরো বুঝতে পারল ছোড়দির সঙ্গে তার ভাব দেখে। ছোড়দি অর্থাৎ বিশাখা বড় সহজে কাউকে সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য ওর তেমন বন্ধুও নেই। কিন্তু বড় বউদির সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব লক্ষ্য করে সে।

বিকেলে ছাদের ওপর মস্ত পাটি পেতে বসল বউদি। তাকে ডেকে বলল, আজ বিকেলে আর তোকে খেলাধুলো করতে হবে না। আমার সঙ্গে বসে গল্প করবি আয়।

কৃষ্ণকান্ত এক কথায় রাজি। ফুটবলের অমোঘ আকর্ষণ ত্যাগ করে সে বউদির কাছটিতে বসে পড়ল।

তুই নাকি ভাল ছাত্র হয়েছিস !

কৃষ্ণকান্ত লাজুক ভাবে বলে, না না।

শুনেছি। কই চিঠি লিখে তো জানাসনি যে ক্লাশে তুই ফার্স্ট হোস।

আমি তো চিঠি লিখি না।

লেখ না কেন হনুমান ?

এবার লিখব।

আর লিখতে হবে না। তোকে এবার আমি আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাবো।

প্রস্তাবটা এবার আর তেমন খারাপ লাগল না কৃষ্ণকান্তর। লাজুক লাজুক হাসতে লাগল।

যাবি তো !

বাবা বললে যাবো।

আচ্ছা বাবাকে আমি রাজি করাবো। কী সুন্দর দেখতে হয়েছিস রে ! কদিন বাদে তো মেয়েরা পাগল হবে তোকে দেখে।

কথাটা কৃষ্ণকান্ত ভাল বুঝল না। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু এসব

www.MurchOna.com

তো অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যেই থাকে। কাজেই সে রাঙা হয়ে উঠল।

চপলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেওরটিকে খানিকক্ষণ দেখে বলল, একমাথা চুল হয়েছে, কণ্ঠায় ময়লা কানে ময়লা কেউ নজর দেয় না তোর দিকে।

মাঝে মাঝে মনুপিসি ঘষে দেয়।

মনুপিসি ঘষে দিলে কী হবে! তোমার নিজের দায়িত্ব নেই!

বউদি তুমি থেকে তুইতে নামতে দেরী করেনি একটুও।

কী মিষ্টি যে লাগছিল বউদিকে তার।

॥ ৩৪ ॥

ঢেউয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল রেমির। ভয় ভেঙে গেল।

এর আগেও সে কয়েকবার পুরী এসেছে। কিন্তু সাঁতার জানে না বলে কোনোদিন সমুদ্রে নামেনি। কেউ তাকে জোর করে নামায়ওনি। ঢেউয়ের করাল চেহারা দেখে বুক দুরদুর করত। কোনোদিন ঢেউয়ের মুখোমুখি হবে না, ভেবে রেখেছিল। দৈত্যের মতো সেইসব অচেনা ঢেউয়ের সঙ্গে চেনা করিয়ে দিল ধ্রুব। ভয় ভাঙল। নেশা এসে গেল।

আকাশ আড়াল করা উঁচু, রেলগাড়ির মতো গতিময় ও পাহাড়ের মতো বিশাল এক একটা ঢেউ যখন আসে তখন মনে হয় তাকে বুঝি নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে যাবে। বেলাভূমি ছাড়িয়ে ভাসিয়ে নেবে শহরের ঘরবাড়ি। লাফিয়ে বা ডুব দিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে খানিকটা বেলাভূমির দিকে ভেসে যাওয়ার পর পায়ের নীচে সর্ষেদানার মতো চলন্ত বালির ওপর দাঁড়িয়ে টালমাটাল রেমির এখন মনে হয়, সব দুঃখ শোক বুঝি ভেসে গেল। প্রথম প্রথম ধরে থাকত ধ্রুব, আজকাল ধরে না, তবে কাছাকাছি থাকে। ঢেউ কাটিয়ে দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হাসে।

স্কুল ম্যাগাজিনে রেমি এক সময়ে কয়েকটা কবিতা লিখেছিল। সমুদ্রের সঙ্গে এই চেনাজানার পর সে এক দুপুরে সংগোপনে বহুকাল বাদে আর একটা কবিতা লিখে ফেলল। নাম দিল 'তুমি'। ঢেউ নিয়ে লেখা। অর্থটা দাঁড়াল অনেকটা এরকম : তুমি ঠিক এক রাগী ও অভিমানী পুরুষের মতো। ধেয়ে আসা পাহাড়। কালো ও গভীর। মনে হয় বুঝি চুরমার করে দেবে আমাকে। কিন্তু যখন এলে, যখন ভাসিয়ে নিলে আমাকে দম বন্ধ করা উচ্ছ্বাস ও আবেগে, পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিলে মাটি, তখন ঠিক ভয় করল না,রোমহর্ষ হল। এতকাল যা ঘটেছে আমার জীবনে, কিছুই ঠিক এরকম নয়। কত কোমল তুমি, ফের সযত্নে স্থাপন করলে আমায় চলন্ত বালির ওপর। ভাল করে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই আবার ভাসিয়ে নাও তুমি, আবার স্থাপন করো। আমি তোমাকে বুঝি না, একটুও না, সেই ভাল। ওরকমই রহস্যময় থাক তুমি আদিগন্তের ঢেউ। কত দেশ ছুঁয়ে আসা জল। বারবার দোলাও আমাকে, বারবার ভাসাও আমাকে। কে চায় স্থির মাটি, স্থায়ী ভিত, সংসারে সোনার বিগ্রহ হয়ে থাকা!

ছেলেমানুষীতে ভরা ও কাঁচা এই কবিতা পড়ে রেমি নিজেই লজ্জায় রাঙা হল, হাসল আপন মনে। বারকয়েক পড়ে তার মনে হল, এ ঠিক ঢেউকে নিয়ে লেখা নয়। এসব ঢেউয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন মানুষও।

রাত্রে সে খুব সংকোচের সঙ্গে ধ্রুবকে বলল, আমি একটা কবিতা লিখেছি, পড়বে?

ধ্রুব যথারীতি একখানা শক্ত বই পড়ছিল। এম এন রায়ের লেখা 'দি রাশিয়ান রিভোলিউশন'। খাটের বাজুতে বালিশের ঠেকা দিয়ে খুব আয়েস করে আধশোয়া ধ্রুব বিস্মিত চোখে রেমির দিকে চেয়ে বলল, তুমি আবার কবিতাও লেখো নাকি! এত গুণ তো জানতাম না।

ইয়ার্কি কোরো না। একেই তো আমার মন খারাপ।

www.MurchOna.com

কেন, মন খারাপের কী ?

কবিতাটা ভাল হয়নি।

ওঃ তাই বলো। দেখি—বলে হাত বাড়ায় ধ্রুব।

রেমি একসারসাইজ বুকটা আঁকড়ে ধরে থেকে বলে, হাসবে না বলো।

আরে না। কবিতা খুব সিরিয়াস জিনিস। ও নিয়ে হাসিঠাট্টা চলে !

এই তো ইয়ার্কি করছো।

মাইরি না। যে জিনিস বুঝি না তা নিয়ে ইয়ার্কি চলে না।

কবিতা তোমার ভাল লাগে না জানি।

ঠিকই জানো। আসলে বুঝি না বলেই তেমন করে ভালবাসি না।

সব কিছুই কি স্পষ্ট করে বোঝা যায় ?

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা বটে। তবে আমি যে সব বিষয় ভালবাসি অর্থনীতি রাজনীতি বা বিজ্ঞান তাদের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। সলিড যুক্তি এবং নির্ভুল অংকের ওপর দাঁড় করানো জিনিস। দাও দেখি আমার নীরেট মগজে তোমার কবিতার কোনো এফেক্ট হয় কিনা।

খুব কাঁচু-মাচু হয়ে খাতাটা এগিয়ে দিল রেমি। তারপর তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। বুক কাঁপছে। আশ্চর্য, এই মানুষটার সঙ্গে তার শরীরের ব্যবধান নেই। লজ্জা নেই। সারা রাত প্রায় এর বুকের মধ্যে লেপটে সে শুয়ে থাকতে ভালবাসে। তবে একটা কবিতা দেখাতে এত লজ্জা কেন !

ধ্রুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই কবিতাটা পড়ে গেল। মুখে একটু গা জ্বালানো হাসির ছিটে। চোখের পলকে পড়া হয়ে গেল। খাতাটা বিছানায় রেখে বলল বেশ হয়েছে। চালিয়ে যাও।

একথায় রেমি একদম নিভে গেল। মনটা ভারী খারাপ লাগতে লাগল। অপমান বোধ করল সে।

অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল সে। অবিরল জল ভাঙার শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দেয়। আশ্চর্য, ধ্রুব কি বুঝতে পারল না যে, ওই ঢেউয়ের বিবরণ আসলে সমুদ্রের ঢেউ নয়। ধ্রুব নিজেই !

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল রেমি। আশা করল, সে যে রাগ করেছে তা ধ্রুব বুঝতে পারবে এবং রাগ ভাঙাতে আসবে। কিন্তু এই পুরুষটির কাছে কোনো কিছু আশা করাই অন্যায়। যাকে বলে আনপ্রেডিকটেবল ধ্রুব হচ্ছে তাই। রুশ বিপ্লব তার কাছে বউ বা বউয়ের ছেঁদো রাগের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব জিনিস।

খাওয়ার সময়েও দুজনেই চুপচাপ। ধ্রুব অন্যমনস্ক। রেমি অন্যমনস্কতার ভান বজায় রাখতে সতর্ক।

রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করার পরই ধ্রুব তাকে বলল, রেমি, ওটার নাম বদলে দাও।

কোনটার ?

কবিতাটার।

তার মানে ?

ওই তুমিটা কে ? ঢেউ ?

তাছাড়া আবার কে ?

ধ্রুব একটু হেসে বলল, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। আমি ভেবেছিলাম ঢেউটা বোধহয় বকলমে আমিই।

রেমি রাগ করে বলল, না, তুমি কেন হতে যাবে !

খুব রেগেছো ডারলিং। কবিরা খুব টাচি হয় শুনেছি।

আমি মোটেই কবি নই।

www.MurchOna.com

তা অবশ্য ঠিক। তবে এতদিন পরে আমি বুঝতে পারছি তোমার মধ্যে একটা কবিসুলভ ব্যাপার আছে। নইলে এত টাচি হবে কেন!

আমি মোটেই টাচি নই।

রাগছো কেন? টাচি হওয়া তো ভাল। আমার মতো গাছ হওয়াটা একদম কাজের কথা নয়।

রেমির গনগনে অভিমান আরও ফুঁসে উঠল এইসব ইন্ধন পেয়ে। সে জবাব দেওয়া বন্ধ করল।

ধ্রুব দিব্যি পাশে শুয়ে চটপট ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন মেঘলা আকাশ নিয়ে ভোর হল। একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছে। সমুদ্রকে দেখাচ্ছিল নিকষ কালো। ঢেউগুলো আগের দিনের তুলনায় দ্বিগুণ, তিনগুণ। একজনও সমুদ্রে নামেনি আজ। এমন কি বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতেও লোক নেই। ঝোড়ো দামালো দিন। আজ বোধহয় আর ঢেউয়ের সঙ্গে ভাব ভালবাসা হবে না রেমির।

ধ্রুব বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিল। রোজ তাকে রেমি ডেকে তোলে। কিন্তু কাল থেকে রাগ করে আছে বলে আজ আর রেমি ডাকেনি। খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ভয়ংকর চেহারাটা দেখতে দেখতে কয়েকবার শিউরে উঠল সে। ঢেউ আজ অনেকটা ওপর অবধি ধেয়ে আসছে। উত্তাল কালো জল। রেমির একটু শীত করছিল। গায়ে আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে নীচে খাবার ঘরে এসে একা একা চা খেল। কারো সঙ্গেই কথা বলার নেই। কিছু করারও নেই আজ। কেমন যেন কলকাতার জন্য মন কেমন করছে। শ্বশুরমশাই নিশ্চয়ই তাদের কথা ভাবছেন। তার বাবার শরীরও ভাল ছিল না।

ঘণ্টা খানেক বাদে রেমি ঘরে এসে দেখল, ধ্রুব নেই।

নেই তো নেই-ই। বাথরুমে নেই, খাওয়ার ঘরে নেই। কোথাও নেই। এরকম মাঝে মাঝে বেপাত্তা হয়ে যায় বটে ধ্রুব। কোথাও এই এক বেলা কাটিয়ে ফিরে আসে। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু আজ এই মেঘলা ঝোড়ো দামাল দিনে রেমির বড় একা লাগছে। মনটা বিস্বাদ। তেতো।

একসারসাইজ বুকটা বের করে সে কবিতাটা পড়ল। বাজে, অখাদ্য। কিন্তু তার আজ সকালে আর একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। একটা ভট পেন নিয়ে সে বসে গেল। কবিতার নাম দিল "একা"।

দুপুর হয়ে এল। সকাল থেকে কিছু খায়নি রেমি। চনচনে খিদে পেয়ে গেছে। ধ্রুবর জন্য বসে থেকে লাভ নেই। সে উঠল। বাথরুমে যাবে-যাবে করেও একটু থমকাল সে। বাথরুমে স্নান করতে ভাল লাগবে কি?

বন্ধ জানালার কাচের শার্শি দিয়ে সে সমুদ্রের দিকে তাকাল। কালো, বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। ভয়ংকর। একজনও লোক দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

রেমি একবার ঢোক গিলল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল সে। ক্ষতি কি? সমুদ্র যদি তাকে নেয় তো কি। সে সুখী না অসুখী তা আজও ভাল বুঝতে পারেনি সে। মরতেও কোনোদিন ইচ্ছে করেনি তার। কিন্তু বেঁচে থাকাটাও তো বড্ড জরুরী।

কবিতাটা সে আর একবার পড়ল। কবে থেকে আমি একা ঠিক বুঝতে পারিনি যে আমার প্রিয়। আজ বুঝি, যেদিন তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমাকে সেদিন থেকেই তুমি আমার চারধারে তুলে দিয়েছো প্রতিরোধ। আমাকে কেড়ে নিলে পৃথিবীর সব কিছু থেকে, নিজেকেও দিলে না।

কবিতার পাতাটা বিছানার ওপর খুলে রাখল রেমি।

তারপর তোয়ালে নিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল নীচে।

সমুদ্রের ধারে প্রবল বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে অকপট ভয়ে এবং বিস্ময়ে ঢেউ দেখছিল। নামবে?

ক্ষণিক একটু দ্বিধা আর জড়তা। তারপর আচমকা গাছকোমর বেঁধে রেমি তরতর করে নেমে

www.MurchOna.com

গেল। যেতে হল না বেশীদূর। মাঝপথেই আকাশ-পাতাল জোড়া একটা কালো ঢেউ কয়েক হাজার টন জল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

চেতনা হারানোর আগে রেমির মনে হল, সে একটা রেলগাড়ির চাকার তলায় নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। প্রবল এক চোরাস্রোত তাকে টেনে নিচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে।

আসলে তা নয়। রেমিকে কয়েকবার জলের কুম্ভীপাকে চক্কর দিয়ে মহাকায় ঢেউ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তীরে।

আর একটা ঢেউ নিশ্চিত নিয়ে যেত তাকে। কিন্তু তার আগেই একজন দুঃসাহসী ছুটে এসে রেমিকে হিড়হিড় করে টেনে অনেকটা ওপরে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল।

রেমি জল খায়নি, তেমন চোটও লাগেনি তার। কয়েক মুহূর্তের সংজ্ঞাহীনতা কাটিয়ে সে চোখ মেলে লোকটাকে দেখল।

লোক নয়। অল্পবয়সী একটা ছেলে।

ছেলেটা বলল, আপনার তো দারুণ সাহস! আজ কেউ নামে? উঠুন! উঠুন!

রেমি উঠল। একটা ঢেউ এইমাত্র তার কোমর অবধি ডুবিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। পরেরটা হয়তো তাকে ভাসিয়ে নেবে।

ছেলেটা রেমির কনুই ধরে তুলে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি দূর থেকে খুব চেঁচিয়ে আপনাকে সাবধান করছিলাম। শুনতে পাননি?

হতভম্ব রেমি মাথা নেড়ে বলল, না।

হাঁওয়ার জন্য।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ছেলেটা বলল, পুরীর সমুদ্র এমনিতে সেফ, কিন্তু এসব দিনে ভীষণ ডেঞ্জারাস। আর স্নান করতে হবে না. হোটেলে ফিরে যান।

রেমির মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। সব ভাবনা-চিন্তা থেমে গেছে। কথা খেলছে না।

সে উঠল এবং নীরবে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে সে দেখতে পেল ধ্রুব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। সে দেখছে তাকে। কিন্তু অনুত্তেজিত, উদ্বেগশূন্য।

ধ্রুবকে দেখে একটু থমকাল রেমি। আজ হঠাৎ সন্দেহ হল তার। তাকে সমুদ্রে বিপন্ন হতে দেখেও ধ্রুবর উদ্বেগ নেই কেন! তবে কি ধ্রুবর কাছে তার মৃত্যু খুব একটা শোকের হবে না? ধ্রুব কি মনে মনে এই বন্ধন থেকে ছাড়া পেতে চায়?

ঘরে আসতে খুব শীত করছিল রেমির। খুব শীত। নিঃসঙ্গতা তো ভীষণ শীতল।

ধ্রুব তাকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে নিজেও পিছু পিছু ঢুকল। দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দিয়ে বলল, কী সিস্টার মরতে পারলে না?

রেমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি তাই চাও?

আমার চাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়। তুমি কি চেয়েছিলে?

রেমি বাথরুমে গিয়ে গা থেকে নোনাজল ধুয়ে কাপড় পাল্টে বেরিয়ে এল। শরীরটা দুর্বল। মনটা ফাঁকা।

ধ্রুব বিছানায় বসে বাথরুমের দরজার দিকেই চেয়েছিল। সে বেরিয়ে আসতেই বলল, ওই হীরোটি কে?

কোন হীরো?

যে তোমাকে মৃত্যুর কবল থেকে এইমাত্র বাঁচাল!

www.MurchOna.com

জানি না।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, নাম জেনে নাওনি ? ঠিকানা ?

কেন বলো তো ?

এই রকম পরিস্থিতি হৃদয়চর্চার পক্ষে দারুণ ফেবারেবল।

তার মানে ?

ঘরে এসে তোমার "একা" কবিতাটা আমি পড়ে ফেলেছি। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি তোমার সুইসাইডাল অ্যাটেমপট।

তবু এগিয়ে যাওনি ?

স্পিডে পেরে উঠতাম না। তবে দু-একবার চেঁচিয়ে ছিলাম। বৃথা। এই ঝোড়ো বাতাসে সে ডাক তোমার শোনার কথা নয়। তাছাড়া হয়তো শুনলেও ফিরতে না।

তাই বুঝি ?

তাই তো। তুমি যে বড় একা। হঠাৎ দেখলাম এক ছোকরা তোমাকে জল থেকে টেনে তুলছে। বেশ লালটু দেখতে।

হবে। আমি ভাল করে দেখিনি।

আমি দেখেছি। পাশের হোটেলটার দিক থেকে বেরোলো।

তাই নাকি ?

চালিয়ে যাও।

তার মানে ?

ছোকরা তোমাকে বাঁচিয়েছে, সুতরাং তোমার ওপর ওর খানিকটা হক বা দাবীও জন্মায়।

ইতরের মতো কথা বোলো না।

মাইরি সিস্টার, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করাও মুশকিল।

ঠাট্টা নয়। ওটা তোমার মনের নোংরামি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, মাইরি না। আমি কি রকম তা আমি জানি। আমি ঢেউ, আমি চেঙ্গিস খাঁ। সব ঠিক। কিন্তু ভাই, আমি এও বলি, বি এ গুড গার্ল, গো অ্যানড লাভ সামওয়ান এগেন। আমি তাতে খুব খুশি হবো।

ঠিক আছে। চেষ্টা করব।

এই পাত্রটা আমার বেশ পছন্দ। ছোকরা দারুণ লালটু।

রেমি রাগে ফেটে যাচ্ছিল। প্রাণপণে মুখ টিপে রইল শুধু।

খাওয়ার পর রেমি আজ একটু ঘুমোলো। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।

বিকেলে ধ্রুব তাকে ডেকে তুলল, আরে দেখ, কাকে ধরে এনেছি।

রেমি অবাক হয়ে দেখল, সেই ছেলেটা।

॥ ৩৫ ॥

চপলার বাবা মস্ত শিকারী এবং ভয়ংকর সাহেব। চপলা নিজে থাকে কলকাতায়। তার মধ্যে শহরের ছোঁয়া আছে, আর আছে বাপের বাড়ির সাহেবিয়ানা। সে চমৎকার অর্গান বাজায়, ফুটন্ত ইংরিজি বলে, সাহেবদের সঙ্গে বসে নির্দোষ ম্যানারসে ডিনার খেতে পারে। আবার কলকাতাও তার মধ্যে সঞ্চার করেছে কিছু আধুনিকতা। দুয়ে মিলে চপলা খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত এই পরিবারের পক্ষে। কিন্তু সেটা হয়নি। হয়নি চপলা বুদ্ধিমতী বলেই। এই সেকেলে, রক্ষণশীল এবং পুরোনো মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্থাপিত পরিবারের আবহটা সে প্রথম থেকেই বুঝে গিয়েছিল।

www.MurchOna.com

কনককান্তিকে তার শ্বশুর কলকাতায় নিয়ে আবার রোপণ করেছেন বটে, কিন্তু সত্যিকারের বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। চপলা সেতুবন্ধ রচনা করে রেখেছিল। ইচ্ছে করলেই কনককান্তিকে মেনীমুখো শ্রৈণ ও ব্যক্তিত্বহীন এক পুরুষে রূপান্তরিত করতে পারত সে। করেনি। কারণ, ওরকম পুরুষকে স্বামী বলে ভাবতে তার কষ্ট হয়। নিজের স্বার্থেই কনকের ওপর খোদকারী করা থেকে বিরত থেকেছে।

বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে হেমকান্তও শ্রদ্ধা করেন। তবে সেটা তাঁর খুব অভ্যন্তরের ব্যাপার। বাইরের লোক তা টের পায় না।

হেমকান্ত বউমাকে সন্ধেবেলা ডাকিয়ে আনলেন নীচের বৈঠকখানায়। ঘরটা খালিই থাকে। নিরালাও।

বোসো বউমা। একটু কথা আছে।

চপলা সশ্রদ্ধ দূরত্ব রেখে সংকোচের সঙ্গে বসল। মাথায় অনভ্যস্ত ঘোমটা।

হেমকান্ত বললেন, সংসারটা আমার কাছে বড় জটিল। তোমার শাশুড়ি বেঁচে থাকলে ততটা বিপন্ন বোধ করতাম না। পরামর্শ দেওয়ারও কেউ নেই। মুশকিলটা বিশাখাকে নিয়ে।

চপলা মৃদু একটু হাসল। তারপর হাসি গোপন করতে মুখ নামিয়ে নিল।

হেমকান্ত অতটা লক্ষ্য করলেন না। বললেন, রাজেন মোক্তারের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করেছি। আমাকে তো সরাসরি কিছু বলে না। কিন্তু শুনেছি, এ বিয়েতে ও রাজি নয়।

কেন তা কিছু বলেছে?

আমাকে বলেনি। শুনেছি ওর নাকি কোকাবাবুর নাতি শরৎকে পছন্দ।

পছন্দ?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুত। শরৎকে ও কোথায় দেখেছে কে জানে। আজকাল যা সব হচ্ছে আমাদের আর কোনো ভূমিকাই নেই।

চপলা বলল, রাজেনবাবুর ছেলেটি কেমন?

খুব ভাল। সেলফ্ মেড ম্যান। স্বাবলম্বী। এরা কখনো খারাপ হয় না। সঞ্চিত সম্পদের অভিশাপ থেকে মুক্ত।

আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তবে বিশাখার আপত্তি কানে তুলছেন কেন?

জোর করতে বলছ?

জোর নয়। বিশাখা তো আর বাধা দেবে না।

তা দেবে না। তবে মা-মরা মেয়ে, হিতে বিপরীত হয় যদি! সেই জন্যই তো পরামর্শ করার লোক খুঁজছিলাম।

আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ভাবো। তবে আমার মনে হয় শচীনই বরণীয় পাত্র। শরৎ খারাপ বলছি না। তবে একটু উগ্র প্রকৃতির। তাছাড়া সে বিয়ে করতে রাজি নয়। বিলেত যাবে।

তাহলে? সমস্যা তো মিটেই গেল।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন, না বউমা, মিটল না। শচীনকে যদি বিশাখা পছন্দ না করেই থাকে তবে শরতের বিলেত যাওয়াতে কিছু যায় আসে না। মেয়েদের মনে কোনো পুরুষের ছাপ পড়ে গেলে সেটা একেবারে উৎখাত না করে বিয়ে দিলে খারাপ হয়। আমি চাই শচীনকে ও বরণ করুক। তুমি কি সে কাজটুকু করতে পারবে?

তাহলে আমি বিশাখার সঙ্গে কথা বলে দেখি।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেটা বড় কথা নয়। তুমি আগে নিজে বুঝে দেখ শচীন কেমন পাত্র। তোমার যদি এ সম্বন্ধ করণীয় মনে হয় তবেই পরবর্তী কাজের কথা ভাববে।

www.MurchOna.com

শচীনকে কোথায় পাবো ?

হেমকান্ত হেসে বললেন, বেশী কষ্ট করতে হবে না। কাছারি ঘরে বসে এ সময়ে সে রোজ কাগজপত্র দেখে। তাকে আমি এস্টেটের উকিল ঠিক করেছি। যদি সংকোচ বোধ না কর তবে তাকে ডেকে পাঠাতে পারি। এ ঘরে বসেই কথা বলবে।

চপলা বলল, তার দরকার নেই বাবা। আমি দেখা করে নেবোখন। আপনি ভাববেন না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমরা দূরে থাকো বলেই আমি বড় অসহায় বোধ করি। সমস্যাটা হয়তো তেমন জটিল কিছু নয়। কিন্তু একা একা বসে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ সবটা জটিল হয়ে ওঠে।

চপলা আবার একটু হাসল। বলল, আপনি ভাববেন না। সবদিক যাতে বজায় থাকে আমি দেখব। একটা কথা বলব বাবা ?

বলো।

বন্দুকের ঘরের চাবিটা আমাকে একটু দেবেন ?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন, কেন মা, হঠাৎ বন্দুকের ঘরের চাবি কেন ?

মাথা নীচু করে চপলা খুব লজ্জা আর সংকোচের সঙ্গে বলে, এমনি, আমি শিকারীর মেয়ে তো। বন্দুকগুলো একটু পরিষ্কার করে তেল টেল দিয়ে রেখে দেবো।

হেমকান্ত হো হো করে কখনো উচ্চস্বরে হাসেন না। এখন হাসলেন। বললেন, তা বটে। বন্দুকের অযত্ন তোমার সহ্য না হওয়ারই কথা। ঠিক আছে। আমার খাটের পায়ের দিকে আলমারিতে যে হাতবাক্স আছে তার মধ্যে রেখেছি। যখন খুশি নিয়ে নিও। তুমি তো বোধহয় বন্দুক চালাতেও পারো না ?

চপলা মৃদু হাসল।

হেমকান্ত দুশ্চিন্তার গলায় বললেন, কৃষ্ণটাও নাকি বন্দুকের জন্য পাগল। বাচ্চাদের বন্দুক নিয়ে খেলা আমার পছন্দ নয়। ওকে একটু সামলে রেখো।

কোনো ভয় নেই বাবা। কৃষ্ণ খুব বাধ্য ছেলে।

তা হবে। আমি আর ওকে কতটুকু জানি।

আমি জানি।

তুমি যদি এখানে থাকতে পারতে তবে বোধহয় কৃষ্ণটা মানুষ হত।

তার চেয়ে আমাদের কাছে কলকাতায় গিয়ে থাকে না।

সে প্রস্তাবটাও ভাবছি। কিন্তু মুশকিল, ও যেতে চায় না।

আপনারও কষ্ট হয় বোধহয়।

হয়। বিশাখা [illegible] হয়ে গেছে আমি কতটা একা হয়ে পড়ব সে তো আন্দাজ করতেই পারো।

পারি বাবা। আর সেইজন্যেই দুশ্চিন্তা করি না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

হেমকান্তর কাছ থেকে উঠে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে চপলা সোজা কাছারিঘরে এসে উঠল। বাড়ির বউ সচরাচর বারবাড়িতে আসে না, কাছারিঘরে তো নয়ই। চাকর, বাকর, দারোয়ান, মুনসি খাজাঞ্চিরা তটস্থ হয়ে উঠল।

চপলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে শচীনকে অপলক চোখে কয়েক সেকেণ্ড দেখল। লম্বা গড়নের চমৎকার চেহারা। মাথায় একরাশ মিশমিশে চুল। উকিলের পোশাক ছেড়ে সাহেবী বা বাবু পোশাক পরলে রূপ অনেক বেড়ে যাবে।

কাজটা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল এবং শচীনের মুখোমুখি মস্ত নীচু চৌকিটার এক ধারে বসে বলল, নমস্কার।

www.MurchOna.com

শচীন আকণ্ঠ ডুবে ছিল কাজের মধ্যে। বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আচমকা মহিলার কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হয়ে তাকাল।

চিনতে পারছেন ?

শচীন চিনল না। তবে আন্দাজ করল। একটুও ব্যতিব্যস্ত না হয়ে এক গাল হেসে বলল, বড় বউদি নিশ্চয়ই !

ঠিক ধরেছেন। আমরা এসেছি শুনে দেখা করতে যাননি তো !

শচীন এবার একটু তটস্থ হল। হবু জামাই-এর স্ট্যাটাস আর তার নেই। সুতরাং এ বাড়ির অন্দরমহলের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

শচীন মৃদুস্বরে বলল, সদ্য তো এলেন।

তা বটে, শুনেছি, আপনি এখন একজন সাঙ্ঘাতিক উকিল।

শচীন আবার হাসল। বেশ হাসিটি। চপলার একটু মায়া পড়ে গেল, সরল ও সহজ হাসিটি দেখে। শচীন বলল, সবে তো পাস করে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। এখনো বাঘ ভালুক মারিনি।

একটু তরল স্বরে চপলা বলে, ভাল উকিল হতে গেলে প্যাঁচালো বুদ্ধি চাই। আপনাকে দেখে তো মনে হয় প্যাঁচঘোচ জানেন না।

শচীন একথার কী জবাব দেবে। চুপ করে রইল।

চপলা বলল, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে। কিছু মনে করবেন না তো !

আরে না, না, কী যে বলেন !

শুনেছি আপনি গান জানেন।

ও কিছু নয়।

একদিন গান শোনাবেন ?

শচীন লাজুক মুখে বলল, সে সামান্য একটু শিখেছিলাম। তেমন চর্চাও করা হয় না।

কী শিখেছেন ?

টপ্পা, গজল, ঠুংরি।

বাঃ। কবে শোনাবেন বলুন।

যেদিন হুকুম করবেন।

হুকুম টুকুম নয়। কালই আসর বসাবো। রাজি ?

কাল ? বেশ তো। আর কে গাইবে ?

অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। কেবল আপনি।

শচীন মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত জানেন না ?

শচীন মাথা নেড়ে বলে, জানি। দু-চারটে।

শুতেই হবে।

শচীন হঠাৎ একটু গম্ভীর ও ম্লান হয়ে গেল। হাতের পার্কার কলমটা বন্ধ করে বলল, একটা কথা বউদি।

বলুন।

এই গান শোনার পেছনে কোনো প্ল্যান নেই তো।

কী প্ল্যান ?

শচীন বিব্রত হয়ে বলে, হয়তো স্পষ্ট করে বলতে পারব না, যদি দয়া করে বুঝে নেন তাহলে ভাল হয়।

ছেলেটা বুদ্ধিমান তা বুঝল চপলা। বলল, প্ল্যান যাই থাক আপনার সম্মানের কোনো হানি হবে

www.MurchOna.com

না। কথা দিচ্ছি।

দয়া করে সেটা দেখবেন। আমি গরীবের ছেলে, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাই না।

চপলা হঠাৎ থমকায়। তারপর কিছু তীব্র গলায় বলে, নিজেকে ছোটো ভাববার কোনো কারণ তো আপনার নেই। কে বামন, কে চাঁদ তা আমি জানি।

চপলা বেরিয়ে এল। বস্তুত এবার শ্বশুরবাড়িতে আসার আগে সে ভয় করেছিল, সময়টা খুব একঘেয়ে কাটবে। কিন্তু কপাল ভালই। শ্বশুরবাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজক ঘটনাবলী ঘটতে চলেছে। বেশ চনমনে লাগছিল তার।

বিশাখাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল সে।

কী রে মুখপুড়ি, শচীনকে পছন্দ করছিস না কেন?

পছন্দ করতেই বা হবে কেন?

খুব মুখ হয়েছে, না।

মোটেই না। মুখ কখন করলাম? বা রে!

এই তো করলি। আগে বল, ওর দোষ কোথায়।

ওর দোষ তো বলিনি।

তবে কার দোষ?

ওদের বাড়িটা ভারী গরীব-গরীব।

তুই কবে ওদের বাড়িতে গেছিস?

বিয়ের কথা ওঠার আগেও গেছি।

ঠিক আছে, আমি গিয়ে দেখে আসব।

দেখো।

শরৎকে তোর পছন্দ কেন?

শরৎকে পছন্দ কে বলল?

শুনছি।

খুব রটে গেছে তো ব্যাপারটা।

রটবেই। আগে কথার জবাব দে।

বিশাখা কিছুক্ষণ নতমুখে থেকে বলল, শরৎকে আমার পছন্দ নয়। তবে ওদের অবস্থা ভাল।

তুই এত হিসেবী হলি কবে থেকে?

আমার বউদি, কেন জানি না, জমিদার ছাড়া অন্য ঘরে যাওয়ার কথা ভাবতেই ভাল লাগে না।

সে তো না লাগতেই পারে। কিন্তু জমিদারদের সবাইকার অবস্থাই তো আর ভাল নয়।

সে তো জানি।

ছাই জানিস। কোকাবাবু মরার পর থেকে ভাই ভাইতে কী গণ্ডগোল লেগেছে তা জানিস?

না।

কোকাবাবুর এক ছেলে তোর দাদার বন্ধু। আমি কলকাতায় থেকেই শুনেছি। কোকাবাবুর সেই ছেলে একজন ব্যারিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করতে কলকাতায় গিয়েছিল। মামলা লাগল বলে।

বিশাখা চুপ করে রইল।

জমিদারী ভাগ হয়ে যাবে। যা ভাগে পড়বে এক একজনের তাতে ঠাট বজায় রাখাও সম্ভব নয়। বুঝলি?

বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, অত খবর তো রাখি না।

শরৎ দেখতে কেমন?

তা কি জানি! লাজুক গলায় বিশাখা বলে।

www.MurchOna.com

জানিস না ? চপলা অবাক হয়ে বলে, তাহলে পছন্দ করলি কি করে ?

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, সেরকম পছন্দ নয়।

তাহলে ?

একদিন আমাদের আমবাগানে একটা পাগলা কুকুরকে গুলি করে মেরেছিল। সেদিন দেখেছি।

মোটে একদিন ?

হুঁ।

কিরকম দেখতে ?

জানি না যাও।

ও বাবা, মনে মনে বহুদূর এগিয়েছো দেখছি।

মোটেই না। শচীনকে কাটানোর জন্য এমনি শরতের কথা তুলে দিয়ে মজা দেখছিলাম।

শরৎ রাজি হলে কি করতি ?

ওঃ, তোমার সঙ্গে পারা যায় না।

আমি শচীনের সঙ্গে দেখা করেছি।

তুমি ?

কেন, আমি দেখা করলে দোষ হয় নাকি ?

তা বলিনি।

আমার বেশ লাগল।

সকলেরই লাগে। শুধু আমারই পোড়া চোখ।

কেমন দেখতে, কেমন স্বভাব তা আন্দাজ করার জন্য গেলাম।

কেমন লাগল তা তো জানি। সবাই বলে ভাল। কিন্তু আমার তো লোকটাকে নিয়ে আপত্তি নয়। আপত্তি বাড়ি নিয়ে।

তুই একটা বোকা।

সবাই তাই বলে।

যদি বিয়ে না করতে চাস তো তাই হবে। অত ভাবছিস কেন ? শ্বশুরমশাই জোর-জবরদস্তি করবেন না।

বিশাখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এমন কি কৃষ্ণ পর্যন্ত ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলে।

বলে ? তাহলে তো তোর খুব বিপদ যাচ্ছে।

বিশাখা একটু হেসে বলে, তা যাচ্ছে। এখন তুমি এসে আবার কী প্যাঁচ কষো তা কে জানে।

প্যাঁচ কষব না। তবে একটা কাণ্ড করব।

কী কাণ্ড ?

যা জন্মেও তুই ভাবিসনি ; শচীনের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবো।

যাঃ ! তাই হয় নাকি !

॥ ৩৬ ॥

বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে রেমি হাসিমুখে ছেলেটিকে বলল, আরে ! আসুন, আসুন।

ধ্রুব যে পাগল সে বিষয়ে রেমির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই পাগলামিকে সে নিজেও খানিকটা প্রশ্রয় দেয়। তবে সে এ-ও জানে যে, ধ্রুব পাগল হলেও সন্দেহ-পিশাচ নয়। রেমি যদি অন্য

www.MurchOna.com

কোনো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তাতে ধ্রুব উত্তেজিত হবে বা রেগে যাবে বলে রেমির মনে হয় না। ততটা ভালবাসে কি তাকে ধ্রুব ? ততটা নিজের জিনিস বলে মনে করে কি তাকে ?

এই ছোকরাকে ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার যে ছেলেমানুষী চেষ্টা ধ্রুব করছে সেটা রেমির কাছে আরো অপমানকর। ধ্রুব চায় রেমি তাকে ছেড়ে অন্য দিকে কিছুক্ষণ মন দিক। নইলে সত্যি বলতে কি, এই ছেলেটার কাছে ঘটা করে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু নেই। রেমিকে তো এ সমুদ্রের ভিতর থেকে উদ্ধার করেনি, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচায়নি। শুধু ঢেউ যেখানে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে টেনে এনেছে। না আনলে বিপদ হতে পারত, নাও হতে পারত।

ছেলেটা কিছু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। মুখে হাসি। হেঁ হেঁ ভাব। তার অলক্ষ্যে রেমি কিছু কঠোর চোখে ধ্রুবর দিকে চাইল।

ধ্রুব ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, এ হচ্ছে মনো বিশ্বাস। নাগপুরের বাঙালি। বুঝলে ! ব্রিলিয়ান্ট বয়। ইন ফ্যাকট আমি প্রবাসী বাঙালিদেরই বেশী প্রেফার করি। বাঙালিদের ইনহেরেন্ট কতগুলো দোষ এদের থাকে না।

প্রগলভ ধ্রুবর মতলবটা আন্দাজ করার অক্ষম একটা চেষ্টা করছিল রেমি। মনো বিশ্বাসকে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল না। ছেলেটা বেশ সুপুরুষ সন্দেহ নেই। লম্বা চওড়া চেহারা। তবে চোখের দৃষ্টি নিরীহ এবং মুখের ভাব অতিশয় বিনয়ী।

বসুন। রেমি বলল।

মনো বিশ্বাস বসল এবং বিনয়ের সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

ধ্রুব রেমিকে বলল, ওর সঙ্গে আমার খুব জমে গেছে।

তুমি তো জমানোর ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। তুমি বোসো, আমি মনোবাবুকে একটু চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে আসি।

শুনে ধ্রুব হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, এই অবেলায় চা খাবে কি ! চা-ফা বিকেল চারটের মধ্যে ! এখন অন্য জিনিস।

রেমি ভ্রূ কুঁচকে যতদূর সম্ভব কঠোর মুখভঙ্গি করে বলল, কেন বেচারাকে স্পয়েল করবে ?

স্পয়েল করব কি ? ও তো কুমীরের মতো খায়।

তুমি জানলে কী করে ?

ওসব জানা যায় হে, তুমি বুঝবে না।

তোমরা দুজন যদি ও সবই খাও তাহলে আমার থেকে লাভ কি ? আমি বরং সী-বিচ থেকে ঘুরে আসি।

মনো এতক্ষণ কথা বলেনি। স্বামী-স্ত্রীর চাপান-ওতোর শুনছিল। এবার খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমার ড্রিংক না হলেও চলবে। আমি মাঝেমধ্যে খাই বটে, কিন্তু নেশা নেই।

তখন লক্ষ করেনি রেমি, এখন করল, ছেলেটার কথায় পশ্চিমা টান আছে। রেমি ধ্রুবর ওপর চটেই ছিল। বলল, ও আপনাকে বোধহয় শেষ অবধি ছাড়বে না।

মনো নিরীহভাবে ধ্রুবকে বলে, আজ থাক না হয় দাদা। আমরা দুজন ড্রিংক করলে বউদি তো লোনলি ফিল করতেই পারেন। আজ প্রথম দিন বরং একটু গল্পই করা যাক।

ধ্রুব ঠোঁটটা উল্টে বলল, গল্পটল্প ভাই, আমি বেশীক্ষণ শুকনো মুখে চালাতে পারি না। তোমরা করো, আমি বরং ঘুরে আসি একটু।

সিদ্ধান্তটা বড় সহজ হল না। তিনজনে কিছুক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়া চলল। তবে মদের ব্যাপারে একটিও কথা আর বলল না ধ্রুব। রেমি লক্ষ করছে, ইদানীং মদ প্রায় ছুঁচ্ছেই না ধ্রুব। বাস্তবিক যাদের নেশা থাকে তারা একদম না খেয়ে পারে না। ধ্রুব একদম না খেয়েও পারে। দিনের পর দিন

www.MurchOna.com

পারে। হয়তো ওর সত্যিকারের নেশা নেই। কিংবা কে জানে কী!

ধ্রুব শেষ অবধি থাকল না। দুজনকে রেখে বেরিয়ে গেল।

রেমি অচেনা পুরুষের সামনে আগে অস্বস্তি বোধ করত না। আজকাল করে। তার শ্বশুরবাড়িতে বাড়ির বউরা বাইরের লোকের সামনে হুটহাট বেরোয় না। সেই অভ্যাসই তাকে সংকুচিত করে রেখেছে খানিকটা।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি বরাবর নাগপুরে? কলকাতায় কেউ নেই?

মনো বলে, কলকাতা নয়। আমাদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ শুনেছি। কিন্তু আমরা কখনো যাইনি। নাগপুরে আমাদের চারপুরুষ হয়ে গেল। কলকাতায় একবার গিয়েছিলাম ইনটারভিউ দিতে।

কেমন লাগল কলকাতা?

আরি বাপ! লাখ গাড়ি কোটি লোক।

রেমি হেসে ফেলল। বলল, সে তো বোমবাইতেও লাখ গাড়ি, কোটি লোক।

সে ঠিক, কিন্তু কলকাতার মতো—যাগগে—কলকাতার নামে কিছু বললে বাঙালিরা চটে যায়।

কিন্তু বাঙালি বললে চটে না। আপনি তো বাঙালি!

সে বটে, তবে কলকাতার বাঙালিদের আমরা একটু সমঝে চলি।

কেন? তারা কি খারাপ?

না, না। খারাপ কেন হবে! তবে আমাদের মতো অন্য প্রভিনসের বাঙালিদের তারা পছন্দ করে না। ধরুন কয়েক পুরুষ অন্য স্টেটে থাকলে তো মাদার ল্যাংগোয়েজ একটু ভুল হবেই, কালচারটাও ভাল মেনটেন করা যাবে না, হ্যাবিটস পাল্টে যাবে। হবে না এসব বলুন?

তা তো হতেই পারে।

কিন্তু আপনারা—অর্থাৎ ওরিজিন্যাল বাঙালিরা এসব ভাল চোখে দেখেন না। বিভূতিভূষণের লেখা পড়িনি বলাতে একজন বাঙালি আমার ওপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন। উনি আমাকে মেরেই বসতেন যদি জানতেন যে আমি বাংলায় রবীন্দ্রনাথও কিছু পড়িনি। বাংলা লেখা বা পড়ার পাটই নেই আমাদের।

কিন্তু আপনি তো বলেন।

সে বলি। বলাটার একটু চল আছে এখনো বাড়িতে।

তারপর কী হবে?

মনো মৃদু হেসে বলে, হয়তো এরকমই থেকে যাবে। খুব খারাপ হলে একটা বাঙালি পরিবার বড় জোর নন-বেঙ্গলি হয়ে যাবে। তার বেশী কিছু না। প্রবাসী বাঙালিকে আজকাল বাঙালি বলে ধরেই না অনেকে।

কথাটা শুনে রেমির একটু দুঃখ লাগছিল। মাথা নেড়ে বলল, অনেক প্রবলেম আপনাদের, না?

মনো মাথা নেড়ে হেসে উঠে বলল, আরে না, প্রবলেম আমাদের হবে কেন? প্রবলেম আপনাদের, যারা বাঙালি-বাঙালি করে কেবল গলা শুকোয়। আমরা যারা বাইরে জন্মেছি তাদের মধ্যে অত প্রভিনশিয়ালিজম নেই। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়েছে মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রের পাত্রের সঙ্গে। আমার দাদা বিয়ে করেছে এক দিল্লিওয়ালি সরদারনিকে। উই হ্যাভ নো প্রবলেম।

তার মানে কি? হ্যাং উইথ বেংগলিজ?

মনো বিশ্বাস খুব হাসল। বলল, অতটা নয়। নো বিটার ফিলিং। একজন বাঙালি যদি এখনো নোবেল প্রাইজ পায় বা ওলিমপিক থেকে সোনার মেডেল নিয়ে আসে তাহলে অ্যাজ এ বেঙ্গলি আমি প্রাউড ফিল করব। তা বলে প্রভিনশিয়ালিজম আমাদের নেই।

বাঙালিদের খুব প্রভিনশিয়ালিজম আছে বুঝি?

www.MurchOna.com

মনো বিশ্বাস ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে কী বউদি। তবে আমার সঙ্গে কয়েকজন ওরিজিন্যাল বাঙালির পরিচয় হয়েছে, একসপেরিয়েনসটা খুব সুখের হয়নি।

রেমি মৃদুস্বরে বলল, সেটা আপনার অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

সেটা কিরকম বৌদি? মনো নড়েচড়ে বসল। সকৌতুকে তাকাল রেমির দিকে।

রেমি তার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গ করে রাজনীতি একটু বুঝতে শিখেছে। সে বলল, কলকাতা বাঙালির শহর নয়। সেখানে কোনো বাঙালি-অবাঙালি ফিলিং নেই। তাছাড়া বাঙালি-অবাঙালিতে মারপিটও পশ্চিমবঙ্গে হয় না।

মনো মাথা নেড়ে বলে, আরে মারপিটের কথা বলিনি। আমি বলছি যেটা তা অন্য জিনিস। বাঙালিরা আর ভেরি মাচ প্রাউড অফ দেমসেলভস।

রেমি মাথা নেড়ে বলে, সেটা স্বাজাত্যাভিমান।

ওই হল।

রেমি বলল, না, হল না। আপনার রিডিং ঠিক নয়। আমাদের অনেক দোষ আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রবলেম অনেক। আফটার পারটিশন দেশটার অবস্থা কী তা কখনো খোঁজ করেছেন? আপনি কি জানেন আমাদের স্টেটের বিগ বিজনেস আর বিগ ইনডাসট্রি কোনোটাই বাঙালিদের হাতে নেই? কলকাতায় যে ক'টা স্কাইস্ক্র্যাপার আছে তার ওনারশিপ বেশিরভাগই নন-বেঙ্গলির।

দোষটা কার বৌদি?

আমাদেরই। বলছিই তো, এসব আমাদের দোষ। শুধু ভাষা আর কালচার নিয়ে আমাদের একটু অহংকার আছে। কোনো বাঙালি যদি সেটুকুও হারিয়ে বসে থাকে তবে আমরা দুঃখ পাই। সেটা প্রভিনশিয়ালিজম হতে যাবে কেন?

না, আপনি ওরিজিন্যাল বাঙালিদের মতোই কথা বলছেন। তবে অ্যাগ্রেসিভ নন।

রেমি একটু হাসল।

মনো বিশ্বাস হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল। গলাটা খাটো করে বলল, একটা কথার ঠিকঠাক জবাব দেবেন?

বলুন না।

আজ আপনি যখন জলে নামলেন, আমি আমার হোটেলের বারান্দা থেকে দেখছিলাম। মনে হল, ইট ইজ অ্যান অ্যাটেমপট ফর সুসাইড। অ্যাম আই কারেক্ট?

রেমির বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, যাঃ।

আমি একটু বোকা আছি বউদি। যা মনে আসে বলে ফেলি। কিছু মনে করবেন না। কথাটা এখনও বলতাম না। কিন্তু আপনাকে দেখে কেন যেন আনহ্যাপী মনে হচ্ছে।

রেমি রাগ করতে পারত। কিন্তু এ ছেলেটি একদমই সরল এবং বোধহয় একটু বোকাও। মনের কথা চেপে রাখতে জানে না। তাই রেমি একটু হেসে বলল, মেয়েদের মনের খবর পাওয়া অত সহজ নয় ভাই। সমুদ্রে আমি নেমেছিলাম অ্যাডভেনচারের জন্য।

তাহলে বলতে হয় আপনি দারুণ সাহসী।

তাও নয়। হঠাৎ মাথায় ভূত চাপে না মাঝে মাঝে? সেরকমই।

যাক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

রেমি টুক করে অন্য একটা প্রসঙ্গে চলে গেল, আপনি কি পুরীতে একা এসেছেন?

ঠিক একা নয়। সঙ্গে একজন বন্ধু আছে। তবে সে পাগল।

পাগল! রেমি অবাক হয়ে বলে, সত্যি পাগল?

হ্যাঁ। আগে ছিল না। এখন হয়েছে। তাকে সঙ্গ দিতেই আসা।

www.MurchOna.com

সেও কি বাঙালি ?

না। মধ্যপ্রদেশের ছেলে।

পাগল হল কী করে ?

সে অনেক ব্যাপার বউদি। আর একদিন শুনবেন। আজ বরং আমি উঠি।

আরে ! চা খাবেন না ?

চা ? থাকগে। ও আমার না হলেও চলবে।

আরে বসুন, আপনি গেলেই আমি একা হয়ে পড়ব। চা খেতে খেতে সেই বন্ধুর কথা বলুন। আমি পাগলদের গল্প শুনতে খুব ভালবাসি।

মনো বিশ্বাস একটু হাসল, বলল, শোনার মতো গল্প নয়। বাজে ব্যাপার।

অশ্লীল কিছু নয় তো !

না, তা নয়।

তাহলে বসুন, চা বলে আসি।

রেমি খুব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে তড় তড় করে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির গোড়ায় সে একটু থমকে দাঁড়ায়। বস্তুত মনো বিশ্বাসের সঙ্গে বকবক করা বা ওর বকবকানি শোনার কোনো ইচ্ছেই তার হচ্ছিল না। বরং এ সময়ে একা বসে নিজের অভ্যন্তরের ক্ষতগুলির কথা ভাবতে তার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ধ্রুবর সঙ্গে তাকে তো কোনো না কোনোভাবে পাল্লা দিতে হবে ! এই ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ধ্রুব বেরিয়ে গেছে। তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যে, সে পরোয়া করে না। বেশ, ধ্রুবর সেই ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ সে লুফে নেবে। সম্ভব হলে এই ছেলেটির সঙ্গে অনেক রাত অবধি সে গল্প করবে, সমুদ্রের ধারে বেড়াবে। আজ, কাল, পরশু, রোজ। দেখা যাক কী হয়।

বেয়ারার পিছু পিছুই উঠে এল রেমি। তারপর মুখোমুখি বসে মনোকে বলল, এবার বলুন।

কী বলব ? আমার পাগল বন্ধুর কথা ?

হ্যাঁ।

বউদি, কিছু মনে করবেন না, আপনিও একটু পাগলী আছেন কিন্তু।

রেমি ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলল, নিজের ঘরের লোকের কাছে দিনরাত ওই কথা শুনছি।

তাহলে কথাটা ঠিক ?

পাগল তো সবাই। বলে রেমি মুচকি হাসল।

আমাকে কি আপনার তাই মনে হয় ?

একটু একটু হচ্ছে। এবার গল্পটা বলুন।

গল্প কিছু নেই। একদম বাজে ব্যাপার। অরুণ ছিল খুব সিনেমার পোকা। সিনেমা দেখতে দেখতে ওর কাছে লাইফটা একটা স্বপ্নের মতো হয়ে গেল। ও ভাবত সিনেমায় যেমন হয় জীবনটাও সেরকমই। রিয়াল লাইফেও ওরকমই সব ঘটনা ঘটে। হিন্দি সিনেমা তো জানেন, সাধারণ মানুষকে খুশি রাখার একটা কৌশল। ও সেইসব ছবি দেখে সেরকমই সব কাণ্ড ঘটাতে লাগল।

সেটা কি রকম ?

যেমন ধরুন ডুয়েট গান। নায়ক নায়িকাকে দেখে গান ধরে ফেলল, নায়িকাও গলা মিলিয়ে দিল। অরুণ সেরকমই সব করতে লাগল। রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে, ও তার পিছু নিয়ে গান ধরল। বা হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো যেখানে সেখানে মারপিট লাগাল। এইরকম সব আর কি ! হিন্দি সিনেমা ওকে একদম হিপনোটাইজ করে ফেলেছিল। মনে মনে নিজেকে সেইসব ছবির নায়ক ভেবে নিয়ে সব পোশাক করতে থাকে, চুলের কায়দা পাল্টে ফেলে। সব সময়ে হিন্দি ছবির মুখস্থ করা ডায়ালগ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাত। এইরকম হতে হতে মাথা খারাপ হয়ে গেল একদম।

www.MurchOna.com

এখন কীরকম ?

ভাল নয়। এখনো ঘোরটা কাটেনি। ইন ফ্যাক্ট আজ আপনাকে সমুদ্রে নামতে ওই প্রথম দেখে। জানালার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, মনো, একটা মেয়ে ডুবে যাচ্ছে ! ... য়িং টু কমিট স্যুসাইড ! এই বলে দরজা খুলে দৌড়ে আসার চেষ্টা করে। আমি জোর করে ওকে ঘরে ভরে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে ছুটে যাই আপনার কাছে।

রেমি একটু শিউরে উঠল। তবে মুখে বলল, ওকেই কাজটা করতে দিলেন না কেন ?

কেন ? বলে মনো একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, কাজটা ঠিক হত না বউদি। ও তো সুস্থ নয়, হয়তো হিরো বনবার জন্য জলে নেমে আর উঠতে পারত না। দ্বিতীয় আর একটা কারণ হল, আপনাকে যদি উদ্ধার করতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই একটা প্রেমের সিচুয়েশন ক্রিয়েট করত।

রেমি হেসে ফেলল, তাই নাকি ?

মনো ম্লান মুখে বলল, হাসছেন ! জানেন না তো, কতবার ও এইসব কাণ্ড করে মারধর খেয়েছে, অপমানিত হয়েছে। লোকে তো সবসময়ে পাগল বলে ছেড়ে দেয় না ! তাই সব সময় গার্ড দিয়ে রাখতে হয়। কখন যে কী করে বসবে তার ঠিক নেই। ইমাজিনেশন আর রিয়ালিটি একদম গুলিয়ে ফেলেছে।

তাহলে আপনি ওর সঙ্গে এক ঘরে আছেন কী করে ?

মনো ম্লান মুখে বলল, খুব রিসক নিয়েই আছি। পরশু গভীর রাতে আমার বুকের ওপর উঠে বসেছিল মারবে বলে। ওর ধারণা হয়েছিল, আমি একজন ভিলেন।

ও বাবা ! তারপর ?

অনেকক্ষণ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল।

আপনার ভয় করে না ?

না। খুব বন্ধু ছিলাম আমরা। তাই তেমন ভয়ের কিছু নেই। অরুণ ছেলেটা তো খারাপ ছিল না। আমরা সবাই অল্পবিত্তর ওই ধরনের স্বপ্নরোগে ভুগি।

তাই নাকি ? আপনিও খুব সিনেমা দেখেন বুঝি ?

না। তবে শুধু সিনেমা কেন বউদি। আমাদের চারদিকে একটা দৈন্যের চেহারা যেমন আছে, তেমনি ঐশ্বর্যেরও তো স্রোত বইছে। আমরা যারা বড়লোক নই তাদের তো স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। আর এ ব্যাপারে বাঙালিরা তো চ্যামপিয়ন।

রেমি একটু হাসল। কিন্তু একটু ভাবলও। স্বপ্ন ! স্বপ্ন ছাড়া মানুষের আর কীই বা আছে !

মনো বিশ্বাস চা শেষ করে যখন উঠল এবং বিদায় চাইল তখন অন্যমনস্ক রেমি তাকে বাধা দিল না। তার একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছিল। কবিতাটার নাম হবে স্বপ্নের পাগল।

কবিতাটা শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। আশ্চর্য ! ধ্রুব ফেরেনি।

রেমি ঘড়ির দিকে চেয়ে থেকে উঠল। এত দেরী তো পুরীতে এসে কখনো করেনি ধ্রুব !

॥ ৩৭ ॥

চপলা বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকে রঙ্গময়ী পারতপক্ষে ভিতর বাড়িতে আসে না। রোজ সকালে হেমকান্তকে একবার দেখা দিয়ে যেত, তাও এখন বন্ধ। কলঙ্কের আর কোনো ভয় নেই রঙ্গময়ীর। এ জীবনে সেটা যথেষ্ট হয়েছে। এমনও নয় যে, চপলা তাকে দেখলে অসন্তুষ্ট হবে বা অপমান করবে, তবু যে আসে না, তার কারণ কনককান্তি।

কনক তার চেয়ে বয়সে খুব একটা ছোটো নয়। মেরে কেটে দু-এক বছর। এক সময়ে কনককে সে কোলে পিঠে করেছে। বড় হয়ে একসঙ্গে খেলেছেও। কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর যখন বুঝসমঝ হল তখন থেকেই কনককান্তি তাকে একদম পছন্দ করে না। সম্ভবত নলিনীকান্ত এবং

www.MurchOna.com

পরবর্তীকালে হেমকান্তর সঙ্গে তাকে জড়িয়ে যেসব কথা রটেছে তার জন্যই। কনককান্তি কলেজে পড়ার সময় রঙ্গময়ীকে তার পুরো পরিবার সমেত এ বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করেছিল খুব। তাতে কাজ হয়নি বটে, কিন্তু কনককান্তি সেই থেকে তাদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও রাগ পোষণ করে আসছে। এটা রঙ্গময়ী টের পায়।

কনককান্তিকে ভয় পাবে রঙ্গময়ী তেমন মেয়ে নয়। সে শুধু হেমকান্তকে কোনো অপ্রতিভ অবস্থায় ফেলতে চায় না। হেমকান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, তার মন নরম ও ভরা, অবাস্তবতায় কোনো সংকট, বিবাদ, বিতর্ক বাঁধলে হেমকান্ত ভারী মুশকিলে পড়ে যান। রঙ্গময়ী মানুষটাকে সেই অবস্থায় ফেলতে চায় না।

অনেকদিন আগে নলিনীকান্ত তাকে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছিল। বলেছিল, যে দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি তার প্রিয় তাকে যেন সর্বদা বিপদ-আপদ থেকে সে বাঁচিয়ে চলে। অনেকটা এ ধরনেরই কথা। তখন ঠিক বুঝতে পারেনি রঙ্গময়ী। সেই ভয়াবহ রাত্রে তার মাথার ঠিক ছিল না। পরে ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে চিন্তা করে সে বুঝেছে, কথাটা তাকে আর হেমকান্তকে জড়িয়েই বলা। অথচ নলিনীকান্তর জানার কথাই নয়, তার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে কোন গাছে সে জলসিঞ্চন করছে। বাইরে কোনো প্রকাশ তো ছিল না রঙ্গময়ীর!

তিন দিন হেমকান্তর সঙ্গে রঙ্গময়ীর দেখা হয়নি। মানুষটা কেমন আছে কে জানে! লোকজনের কাছে অবশ্য সে সব খবরই পায়। কৃষ্ণ আসে, চাকর-বাকররা আসে। শরীর নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু হেমকান্তর শরীর ভাল থাকলেই যে রঙ্গময়ীর চিন্তা ঘুচল তা তো নয়। হেমকান্তর অতি স্পর্শকাতর মনটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়। সে কথা হেমকান্ত পাঁচজনকে বলতেও পারেন না। একা একা এক অন্ধকূপের মধ্যে তলিয়ে যান। তখন হয়তো পৃথিবীর আর কোনো আত্মজন বা সুহৃদকে নয়, রঙ্গময়ীকেই মনে পড়ে তাঁর। সব কথা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো হৃদয়বেদনার কথা হেমকান্ত বলেন মাত্র রঙ্গময়ীকেই।

দাদা লক্ষ্মীকান্ত সকালে পূজো করে যাওয়ার পর রঙ্গময়ী এসে চুপ করে ঠাকুর বাড়ির দালানের সিঁড়িতে বসে ছিল। এখান থেকে হেমকান্তদের বাড়িটা গাছপালা সমেত অনেকটাই দেখা যায়। কারা এল আর কারা গেল তা সবটাই নজরে পড়ে। ঠাকুরবাড়ির এই দরদালানে বসেই কনকপ্রভা এককালে কুটিল চক্ষুতে এ বাড়িতে লোকের গতায়াত নজরে রাখত, আর জটিল মন দিয়ে তার নানারকম বিশ্লেষণ করত। বালবিধবাদের মানসিকতা যে জটিল ও কুটিল হয় তা অভিজ্ঞতা বলে জানে রঙ্গময়ী। বিশেষ করে যারা বাপের বাড়িতে অনাদর আশ্রয়ে জীবন কাটায়। কনকপ্রভা সেইরকমই একজন। তবে আজকাল হেমকান্তদের পরিবারের লোক কমে যাওয়ায় তেমন ঘটনা কিছুই ঘটে না। কনকপ্রভা তাই তার ক্ষেত্র বিস্তার করেছে বাইরের সমাজ সংসারে। রঙ্গময়ী ভাবে, বালবিধবা আর চিরকুমারীদের মানসিকতা একইরকম নয় তো! সেও কি আরো বুড়ো বয়সে ওরকম হয়ে উঠবে? বড় ভয় করে।

দালানের সিঁড়িতে বসে জমিদার বাড়িতে নানা মানুষের যাতায়াত লক্ষ্য করতে করতে রঙ্গময়ী নিজের মনেই একটু হাসল। না, সে বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে না। কোনো ঘটনা আঁচ করার চেষ্টা করে না। সে চাতকিনীর মতো বসে আছে বটে, এক বুক পিপাসাও তার আছে। কিন্তু সে শুধু হেমকান্তর জন্য। লোকটা কেমন আছে? তার মন?

কারো ভালমন্দর জন্য এত গভীর পিপাসা হেমকান্তর নেই, জানে রঙ্গময়ী। সে জানে হেমকান্তর সাধ্যই নেই রঙ্গময়ীর ভালবাসার ঋণ শোধ করে। কিন্তু রঙ্গময়ী তো অতটা আশাই করতে পারে না। তাই চায়ওনি কোনোদিন।

আজ ঠাকুরবাড়ির দালানে বসে থেকে রঙ্গময়ী বুঝতে পারে, দুটো দিনও মানুষটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি। ভালই আছে, ছেলে এসেছে, বউ এসেছে,

www.MurchOna.com

নাতি-নাতনী নিয়ে জমজমাট বাড়ি। ভাল না থাকার কথা তো নয়। তবু সামনে পেলে রঙ্গময়ী শুধু একবার জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছো ? সে বলবে, ভাল। রঙ্গময়ী শুধু তার মুখের ডৌল ও রেখাগুলি লক্ষ করবে, চোখের দৃষ্টি কেমন তা পরখ করবে। তার যদি মনে হয় ভাল, তবে ভাল। যদি মনে হয়, না ভাল নয়, তবে প্রশ্ন করবে, লুকোচ্ছো না তো !

রঙ্গময়ীকে কোনোদিনই ফাঁকি দিতে পারেননি হেমকান্ত। যে এত ভালবাসে তাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় ?

কৃষ্ণর এখন গরমের ছুটি। একটু আগে মাষ্টার পড়িয়ে গেল। রঙ্গময়ী অপেক্ষা করছে। এ সময়টায় কৃষ্ণ তার ছোট্ট ঘোড়ায় চেপে এক-আধদিন বেরোয়। দেখা পেলে কৃষ্ণকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করত একটু।

কিন্তু কৃষ্ণ বেরোলো না, রঙ্গময়ী শুনেছে, বউদি চপলার সঙ্গে তার ভারী ভাব হয়েছে। সারাদিন বউদির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করে। ভাল। খুব ভাল। কৃষ্ণর মা নেই, বউদির মধ্যে যদি মাকে খুঁজে পায় !

রঙ্গময়ীদের বাসস্থান মন্দিরের উত্তর দিকটায়। কয়েকটা কামরাঙা আর করমচা গাছের ছায়ায় শ্যাওলায় সবুজ খানিকটা মাটি। অল্প ঘাস। পুরোনো পচা দরমার বেড়া ভেঙে পড়ছে। তার আড়ালে গোটা তিনেক কুঠুরি। অন্ধকার, ঘুপসি, হতশ্রী চেহারা। সেইদিক থেকে বিনোদচন্দ্র লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বেরিয়ে আসেন। এই গরমেও গায়ে একটা চাদর জড়ানো। রোগে ভুগে ইদানীং বিনোদচন্দ্র বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। স্থায়ী কফের দোষ। হাঁপানির টানও আছে। রোগা শরীর বলেই বোধহয় হাওয়া বাতাস, ঠাণ্ডা জল কিছুই সহ্য হয় না। পায়ে বৌলওলা খড়ম। একবার রঙ্গময়ীর দিকে তাকালেন, অক্ষম বাপের যেভাবে অনূঢ়া বয়স্কা কন্যার দিকে তাকানো উচিত সেইরকম অপরাধী চোখে।

বাপের জন্য রঙ্গময়ীর তেমন কোনো মমতা নেই। লোকটা লোভী, কিছু পরিমাণে অসৎ, ধর্মের ব্যবসা এবং দারিদ্র্য এই দুই-ই তাঁর চরিত্রকে নষ্ট করেছে।

রঙ্গময়ী চোখ ফিরিয়ে নিল।

বিনোদচন্দ্র কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন, লাঠির ডগা দিয়ে রাস্তা থেকে কিছু একটা সরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। এ বাড়িতে আর পুরোহিতের তেমন দরকার নেই। হেমকান্ত ঠাকুরবাড়িতে আসেন না। তেমন জাঁকজমকের পুজো পার্বণও কিছু হয় না। বিনোদচন্দ্র এখন খুবই অবহেলিত এক ব্যক্তি। তাঁকে কোনো প্রয়োজন নেই এ-বাড়ির, তবু পুষতে হচ্ছে।

রঙ্গময়ী উঠল। তাদের গরুটাকে কাছারির পিছনের মাঠে খোঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে। এই গরমে রোদে চরতে চরতে জলতেষ্টা পেয়েছে বোধহয়। ডাকছে।

রঙ্গময়ী একটা আধলা ইঁট দিয়ে খোঁটাটা নড়িয়ে টেনে তুলল। গরুটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ছেড়ে দিলেই সোজা গোয়ালে গিয়ে গামলায় মুখ দেবে। রঙ্গময়ী গরুটাকে ছেড়ে পায়ে পায়ে হেমকান্তর কুঞ্জবনে ঢুকল।

ভাঙা ঘোড়ার গাড়িটা পড়ে আছে আগাছার জঙ্গলে। এই গরমে সাপখোপ বেরিয়ে এসে বাসা বাঁধতে পারে ভিতরে। হেমকান্তকে বলবে একটু দেখেশুনে যেন বসে এসে।

অবশ্য আজকাল হেমকান্ত কুঞ্জবনে আসছেন না, সময় পান না বোধহয়। রঙ্গময়ী তার আঁচল দিয়ে পা-দানীটা ঝেড়ে দিল। এখানেই তো বসে এসে লোকটা।

কালবৈশাখীর কয়েকটা ঝাপটায় বাগানটা অনেক সতেজ হয়েছে। ফন ফন করছে টেঁকী শাকের জঙ্গল। লজ্জাবতী লতা বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

রঙ্গময়ী ঘোড়ার গাড়ির পাদানীতে একটু বসল। চারদিকে গাছগাছালির ঘেরাটোপ। এখানে বসে থাকলে বাইরে থেকে কারো বোঝার উপায় নেই। চারদিকে কাকের উত্তাল কা-কা রব। বহু কাক।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী কৌতূহলী হয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল। কাক উড়ছে। কোনো কাক মরলে বা চোট পেলে কাকেরা কোমর বেঁধে এসে বিলাপ করতে থাকে বটে। একটু তাকিয়ে থেকে রঙ্গময়ী ফের নিজের মধ্যে ডুবে গেল। শশিভূষণের কথা তার খুব মনে পড়ে। খুব। ঠিক ছোটো ভাইটি। এরকম যদি কোনো ভাই থাকত তার তবে কত না ভাল হত। চারদিকে ছোটো মনের, ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে আচমকা এরকম হাওয়ায় ভেসে আসা বনফুলের গন্ধের মতো আশ্চর্য সৌরভযুক্ত মানুষকে পেলে জীবনটা অন্য রকম হয়ে যেতে চায়।

ওর ফাঁসী হবে!

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শশিভূষণকে বরিশাল জেল-এ চালান দেওয়া হয়েছে। মামলা উঠল বলে। সেই মামলায় শশিভূষণের পক্ষ নিতে শচীন যাচ্ছে। কী হবে কে জানে!

আনমনা রঙ্গময়ী চেয়ে ছিল এক দিকে। বাসক পাতার একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল খুব ধীরে ধীরে একটা জামরুল গাছের দিকে উঁচু হয়ে উঠছিল।

রঙ্গময়ী চেঁচিয়ে উঠল, কে রে?

বন্দুকের নলটা চট করে নেমে গেল।

রঙ্গময়ী টপ করে উঠে এগিয়ে যেতেই ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণ, পিসি!

রঙ্গময়ী অবাক হয়ে বলে, কী করছিস ওখানে?

হি হি, কাক মারছি।

কাক! এ মা!

কৃষ্ণ তার হাতের এয়ার গানটা দেখিয়ে বলে, এটা দিয়ে কিছু মারা যায় না কাক ছাড়া। একটা মেরেছি।

দে ওটা! দে! রঙ্গময়ী হাত বাড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলে।

কেন?

কাক মারতে হবে না।

কৃষ্ণ কাঁচুমাচু মুখ করে বলে, কী করব তাহলে? প্র্যাকটিস করতে হবে না?

কিসের প্র্যাকটিস?

চাঁদমারি, হাত সেট করতে হবে। বউদির সঙ্গে কমপিটিশন।

বউদির সঙ্গে! বলিস কী রে?

আসল বন্দুক দিয়ে।

কিসের কমপিটিশন?

কাল আমরা বয়রায় শিকার করতে যাচ্ছি।

আমরা বলতে কে কে?

আমি, বড়দা, বউদি। বউদি সব বন্দুক তেল দিয়ে পরিষ্কার করেছে।

রঙ্গময়ী গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, ক'টা বন্দুক আছে তোদের?

এগারোটা। চারটে দোনলা। দুটো রাইফেল। তিনটে এক নলা, দুটো গাদা বন্দুক।

এত?

পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

রঙ্গময়ী অবিশ্বাস ভরে মাথা নেড়ে বলল, এতগুলো বন্দুক ছিল আমি তো জানতামই না

আমিও না।

জানলে কবে স্বদেশীদের দিয়ে দেওয়া যেত।

স্বদেশীদের?

তারা ছাড়া আর কার বন্দুক দরকার? তোরা তো পাখি মারবি ফুর্তি করতে।

www.MurchOna.com

আর ওরা ?

ওরা পেলে কাজের কাজ করত। আর কাক মারিস না। মারতে নেই।

কৃষ্ণ কাছে এসে বন্দুকটা ঘোড়ার গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, বউদির হাতে দারুণ টিপ, জানো ?

গেছো মেয়ে বাবা। মেয়েছেলেরা বন্দুক চালায় জন্মে শুনিনি।

বউদির বাবা যে শিকারী।

সে আর জানি না !

বউদিকে গেছো মেয়ে বলবে না।

কৃষ্ণর গম্ভীর মুখচোখ দেখে হেসে ফেলে রঙ্গময়ী বলে, ঘাট হয়েছে বাপধন, আর বলব না। হ্যাঁরে, বউদিকে পেয়ে কি আমাদের ভুলে গেলি ?

কৃষ্ণ একটু লাজুক হেসে বলে, না পিসি। তোমার কাছে আসার সময় পাচ্ছি না, বউদির সঙ্গে সারাদিন নানারকম প্ল্যান হচ্ছে তো !

কিসের প্ল্যান ?

সে অনেকরকম। বেড়ানো, চড়ুইভাতি, জলসা, শিকার।

কোথায় বেড়াতে যাবি ?

চাটগাঁ আর ঢাকা।

ও বাবা !

চাটগাঁ থেকে সমুদ্র দেখা যায়, জানো ?

জানি। জলসা আবার কিসের রে ?

জলসা কাকে বলে জানো না ?

সে খুব জানি। গান-বাজনা হয়। কিন্তু তোদের বাড়িতে তো এসবের চল ছিল না।

এবার চল হবে। বউদি বলেছে, জলসায় বাবাও এসরাজ বাজাবে।

রঙ্গময়ী চোখ গোল গোল করে বলে, তোর বাবা বাজাবে ? রাজি হয়েছে ?

না। বউদি বলেছে তোমাকে দিয়ে বাবাকে বলাবে।

আমি ? আমি কেন ? রঙ্গময়ীর গলায় অকপট বিস্ময়।

তোমার কথা বাবা শোনে যে।

বউদি তাই বলল বুঝি ?

তুমি বলবে না বাবাকে ?

রঙ্গময়ী কৃষ্ণর দিকে চেয়ে আবার হেসে ফেলে। তারপর বলে তোর বাবা সকলের সামনে বসে এসরাজ বাজাচ্ছে এ তো ভাবাই যায় না। তোরাই বলিস। আমি ওসব বলতে পারব না, তাহলে বাড়ি থেকে তাড়াবে।

ইস, তোমাকে তাড়ালেই হল, বউদি বলে, এ বাড়ির আসল কর্ত্রী হলে তুমি।

বলে ? কেমন বিকল-অবশ লাগছিল রঙ্গময়ীর। তার আড়ালে তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। না, কলঙ্কের আর ভয় নেই রঙ্গময়ীর। তবে তার অন্য আর এক ধরনের ভয় দেখা দিচ্ছে। হেমকান্ত যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কিছু হবে না, কিন্তু হেমকান্ত যখন ইহলোকে থাকবেন না তখন বোধহয় এবাড়ি থেকে সপরিবারে বিনোদচন্দ্রের উচ্ছেদ আটকানো যাবে না।

রঙ্গময়ী ধরা গলায় বলল, না, আমি কর্ত্রী হতে যাব কেন ? পরগাছারা কখনো কি কর্ত্রী হয় ?

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীর এই ভাবান্তর লক্ষ করে। খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। পিসির সঙ্গে যে তার রক্তের সম্পর্ক নেই এবং এরা যে এ বাড়ির কর্মচারী মাত্র তা বড় হয়ে সে বুঝেছে। কিন্তু কোনো মানুষকেই তার খুব পর বলে মনে হয় না। তবে দাদা বা বউদি কেউই এদের খুব পছন্দ করে না। এ সম্পর্কে

www.MurchOna.com

দাদা আর বউদির কিছু কথা তার কানে এসেছে। কথাগুলো ভাল নয়। বউদির ধারণা, মনুপিসি তার মায়ের অনেক গয়নাগাঁটি চুরি করেছে। দাদার সন্দেহ, তার বাবাই মনুপিসিকে গয়না বা টাকা পয়সা দেন।

কৃষ্ণকান্ত জানে এসব সত্য নয়। মনুপিসি এ বাড়ির আয়পয় দেখে, কখনো কোনো জিনিস জায়গা থেকে নড়চড় হয় না। তবু সে দাদা বউদিকে কিছু বলেনি। কিন্তু দরকার হলে সে বলবে, যা সে শুনেছে তা আড়াল থেকে, তার সামনে কেউ কিছু বলেনি।

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার গায়ে সবসময় একটা শশা শশা গন্ধ কেন, বলো তো!

শশার গন্ধ! দূর! বলে রঙ্গময়ী তাড়াতাড়ি নিজের হাত আর শাড়িটা শুকে দেখে বলে, যাঃ, কী যে সব অদ্ভুত কথা বলিস।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, শশা বাতাসা এই সবের গন্ধ। আর চন্দনবাটা।

রঙ্গময়ী চোখ পাকিয়ে বলে, আজকাল খুব গন্ধের বাতিক হয়েছে, না?

বউদির গায়ে কিরকম গন্ধ জানো?

তোর বউদি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তার গায়ে আতরের গন্ধই হবে।

মোটেই না, বউদির গায়েও তোমার মতো শশা-শশা গন্ধ। সব মেয়ের গায়ের গন্ধই কি এরকম!

রঙ্গময়ী শ্বাস ফেলে বলে, পাগলা।

পরদিন সবাই বেরায় শিকার করতে চলে গেল। সঙ্গে গেল জনা দুই চাকর আর একজন দাসী।

বজরাটা নিশ্চিন্ত ঘাট ছেড়ে মাঝ দরিয়া ধরে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর রঙ্গময়ী ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে নেমে এল। বয়ঃসন্ধির মেয়ের মতো তার বুক কাঁপছে। ঠোঁট গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে অন্দরমহলে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এল।

দক্ষিণের বারান্দায় হেমকান্ত চোখে চশমা এঁটে একটা বেতের টেবিলে বিস্তর কাগজপত্র বিছিয়ে বসে নিবিষ্টমনে কী দেখছেন।

রঙ্গময়ী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপলক চোখে নীরবে দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দেখল। কত দূরের মানুষ। দীর্ঘ বিরহের পর এখন এক চৌম্বক আকর্ষণ রঙ্গময়ীকে ওই মানুষটির দিকে টানছে। কিন্তু সে জানে, বৃথা। মাঝখানে অসংখ্য অদৃশ্য বাধা।

রোজকার মতো নয়, আজ দীন ভিখারিণীর মতো সংকুচিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল রঙ্গময়ী। চক্ষু নত। আঁচলে গা ভাল করে ঢাকা।

আচমকা রঙ্গময়ীকে দেখে একটু যেন অপ্রতিভ হন হেমকান্ত। সহাস্যে বলেন, আরে মনু! এসো!

কেমন আছো?

ভালই। কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি।

তাতে কী! কোনো অসুবিধে তো হয়নি।

না, তা নয়। হেমকান্ত একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ব্যাপার কী জানো! আমার বেশী লোক সহ্য হয় না।

ওমা! ও কী অলুক্ষণে কথা! লোক আবার কি? তোমারই ছেলে, বউ, নাতি নাতনী।

হেমকান্ত হাসলেন, তোমাকেও কি সব ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? তুমি কি জানো না, পৃথিবীতে আমার আপনার লোক খুব কমই আছে!

সে হিসেবে ধরলে কম কেন, আপনার লোক তোমার কেউ নেই।

হেমকান্ত কথাটা একটু ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, তাই বোধহয়।

এত কাগজপত্র নিয়ে বসেছো যে! কী ব্যাপার?

www.MurchOna.com

হেমকান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেটাই তো সমস্যা মনু। এক সময়ে কাগজপত্র দেখতাম। তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। জমিদারী লাটে উঠলে উঠুক, আমার একটা জীবন কেটে যাবে। ছেলেরা যদি বুঝে নিতে চায় তো নিজেদের গরজেই নেবে। কিন্তু তা আর এরা হতে দিচ্ছে কই?

কনক কিছু বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ, ওরা ভাগ বুঝতে চায়।

ভাগ করে দেবে সম্পত্তি?

উপায় কী? এস্টেটের একটা এস্টিমেট করে দিয়েছে শচীন। দলিল-টলিল সব দেখছি।

ভাল। দেখ।

প্রস্তাবটা কি তোমার পছন্দ হল না?

আমার পছন্দ অপছন্দে কী আসে যায়!

তোমার যায় আসে না জানি, কিন্তু আমার যায় আসে।

কেন? আমি তোমার কে?

হেমকান্ত হঠাৎ ভারী গভীর ও মায়াবী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রঙ্গময়ীর দিকে।

রঙ্গময়ীর পা থেকে মাথা অবধি বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগল। থরথর করে কাঁপছে তার অভ্যন্তর। মাথা আবছা হয়ে যাচ্ছে। সে যে মরে যাবে আবেগে!

॥ ৩৮ ॥

ঘরবার করতে করতে কেমন পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিল রেমি। ধ্রুবর রাত করে বাড়ি ফেরা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু আজকাল, এবং বিশেষ করে পুরীর এই অদ্ভুত অ্যাডভেনচারে আসার পর থেকেই রেমির ধৈর্য কমে গেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ধ্রুব তার সঙ্গে ঘর করতে চায় না। ধ্রুবর কাছে তার কোনো মূল্য নেই। অথচ পালিয়ে আসার সময় ধ্রুব যখন তাকেও সঙ্গে এনেছিল তখন রেমি এক রোমহর্ষক আনন্দ বোধ করেছিল। মনে হল, ধ্রুবর বুঝি বরফ গলল।

না। তা তো নয়।

সমুদ্রের অচেনা ঢেউয়ের সঙ্গে যখন তার প্রথম চেনাজানা করিয়ে দিয়েছিল ধ্রুব তখনো রেমি এক অদ্ভুত নৈকট্যের স্বাদ পেয়েছিল। মাঝে মাঝে এত আপন, এত নিজের জন মনে হয় ধ্রুবকে, পরমুহূর্তেই ভাঙা পুতুলের মতো রেমিকে ছুঁড়ে ফেলে সে খেলা ভেঙে উঠে যায়। কিন্তু কোথায় যায়?

এত কাছে থেকে, এত ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পরও কি করে একজন এত দূরের মানুষ থেকে যায় তা রেমির অল্পবুদ্ধির মাথায় ঢোকে না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেমি দেখল, হোটেলের সদর ফটক বন্ধ হয়ে গেল রাতের মতো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্রমশ নিঃঝুম হয়ে এল চারধার। রেমি জানে হোটেলের ম্যানেজারকে খবরটা জানানোর কোনো মানেই হয় না। কেউ কিছু করতে পারবে না।

অনেকক্ষণ অন্ধকার বালিয়াড়ির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল রেমি। দুর্যোগের দিন বলে কেউ কোথাও নেই। ধ্রুবরও থাকার কথা নয় ওখানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাগল-পাগল মাথা নিয়ে ঘরে এসে দোর দিল রেমি। তারপর কাঁদতে বসল।

একা হোটেলের ঘরে যুবতী বউকে ফেলে রেখে যে চলে যেতে পারে তাকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করা উচিত নয় রেমির। তার উচিত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলা। ধ্রুব তাকে চায় না, তারও উচিত ধ্রুবকে না-চাওয়া।

www.MurchOna.com

কাঁদতে কাঁদতেই রেমি উঠল। তার ব্যাগে কিছু টাকা আছে। ধ্রুবর স্যুটকেস খুলে একটু হাঁটকাতেই সে পেয়ে গেল বাহান্ন খানা একশ টাকার নোটের একটা নতুন তাড়া।

চোখের জল মুছে রেমি নিঃশব্দে তার শাড়িটাড়ি গুছিয়ে নিল ব্যাগে। কাজ শেষ করে ঘড়িতে দেখল. রাত দুটো।

ঘুম আসবে না। বাইরে ঝোড়ো বাতাসের আক্রোশ এখন অনেকটা কম। তবে অবিরল ঢেউ ভাঙার শব্দ আসছে। বাতি নেভাল না রেমি। ভয় করে। বাতি জ্বেলেই শুয়ে রইল বিছানায়।

ঘুমহীন দুচোখ ভরে ফের জল এল। এখন আর রাগ নেই। বুক জুড়ে এক অভিমানের সমুদ্র।

তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। তবু তোমার জন্যই তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে। চললাম।

অনুপস্থিত ধ্রুবর একটা অট্টহাসি শুনতে পায় রেমি। ধ্রুব যেন বলে, যাও। পৃথিবীতে কাউকেই আমার খুব একটা প্রয়োজন নেই।

রাগে দুঃখে দুহাত মুঠো করে রেমি বলে, কেন প্রয়োজন নেই? কেন?

মানুষে মানুষে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক নেই, আত্মীয়তা একটা সংস্কার মাত্র। আমি এই জীবনে তা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ওই যে আমার জন্মদাতা, উনি ঠিক কে বলো তো! বাবা বলে ভাবলে বাবা, কিন্তু যদি না ভাবি!

শুধু বাবার ওপর রাগ বলেই কি তোমার মনটা ওরকম হয়ে গেছে?

রাগ হলে তো বাঁচতাম। শুধু রাগ তো নয়।

তাহলে কী?

কী করে বলি! তবে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি। আমার মা যখন মারা যায় রেমি, সেটা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, সবচেয়ে আপন, যার গায়ের গন্ধ, নাকের বাঁ পাশের আঁচিলটা সবই ছিল যেন আমার নিজস্ব ঐশ্বর্য, তাকে চোখের সামনে অঙ্গার হয়ে যেতে দেখে আমার সেই যে মোহভঙ্গ ঘটেছিল তা আর মন থেকে গেল না। হঠাৎ ঘরের ছাদ উড়ে গেলে মানুষের যেমন অসহায় লাগে, কিংবা কোনো অঙ্গ হঠাৎ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ যেরকম হতভম্ব হয়ে যায় ঠিক তেমনই একটা বিস্ময়বোধ আমাকে আজও আচ্ছন্ন করে আছে। বাবা দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন, ভাল কথা, কিন্তু আমার মায়ের অপরাধ কী তা আজও আমি জানি না। কেন তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হল? কেন তার নীরব ও নিরবচ্ছিন্ন ভারাক্রান্ত মনের দিকে কেউ তাকাল না?

শোক কি এত দীর্ঘস্থায়ী হয়?

না। প্রথমে শোক ছিল। কিন্তু বড় হতে হতে আমি বারবার ঘটনাটির বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখেছি। শোক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এক ক্রোধ। কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা যতদিন না শেষ হয় ততদিন পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনাবলী এবং মানুষ আমার কাছে অর্থহীন।

কিসের বোঝাপড়া? মানুষ তো ত্রুটিহীন নয়। সকলেরই কিছু না কিছু দোষ থাকেই। শ্বশুরমশাইকে তুমি কী করতে চাও?

ভয় পেও না রেমি। আমি ওঁকে খুন করতে চাই না।

তাহলে?

আমি ওঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে দিতে চাই।

সেটা আবার কিরকম?

লোকটা জীবনে সবই পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যাকগ্রাউণ্ড, স্বদেশীয়ানার ছাপ, সততা ও নিষ্ঠার খ্যাতি। হি ইজ এ বিগ ম্যান। আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমি লোকটাকে বিগ্রহের আসন থেকে টেনে ধুলোমাটির মধ্যে নামাতে চাই। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশায় লোকটা চিরকাল কাছের

www.MurchOna.com

লোকজনকে অবহেলা করেছে, তাদের সুখ দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকায়নি, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি একেবারে শেষ করে দিতে চাই। কিন্তু মুশকিল কী জানো ? লোকটার অস্তিত্বটাই জড়িয়ে আছে ওই ভুল পলিটিক্স আর ভুল দেশপ্রেমের সঙ্গে। ওগুলো কেড়ে নিলে লোকটা হয়তো বাঁচবেই না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকটাকে শোধরানোর মানে আসলে দাঁড়াবে লোকটাকে খুন করা। কিন্তু আমি নাচার।

তুমি শ্বশুরমশাইকে ভুলে যেতে পারো না ?

কী করে সেটা সম্ভব ?

ওঁর কথা ভেবো না। অন্য সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত রাখো নিজেকে।

ভোলা সহজ নয় রেমি।

চলো আমরা অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধি।

লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে ?

তাহলে কী করবে ? একটা কিছু তো করতে হবে।

আমার ক্ষমতা কতটুকু রেমি ? কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি আমাদের তিন ভাইয়ের দিকে কখনো মনোযোগ দেয়নি। স্বার্থপর লোকটা চিরকাল নিজের ক্যারিয়ার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। আমাদের মানুষ করে তোলার জন্য যতটুকু করার ছিল তার কিছুই করেনি। দাদার মিলিটারিতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কেবলমাত্র একটি ডানপিটে দুষ্টু ছেলেকে দূরে রাখার জন্যই তাকে দেরাদুন মিলিটারি অ্যাকাদেমিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল তোমার শ্বশুর। ছেলে যে সেই পর হয়ে গেল আর তাকে কোনোদিন কাছে ডাকল না। আমার তো মনে হয় কৃষ্ণকান্তকে জব্দ করতেই দাদা একজন মারাঠী ডিভোর্সী মেয়েকে বিয়ে করে বসেছে। প্রচণ্ড মদ খায়, র‍্যাশ লাইফ লিড করে। আমার ছোটো ভাইকে তো দেখেছো ? কোনোদিন মনে হয়েছে যে, এ বাড়ির ওপর তার টান আছে ? নেই। কারণ তাকে ছোটোবেলা থেকেই ঠিক ওরকম ভাবতে বাধ্য করা হয়েছে। দাদার মতো সেও একদিন এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের শেষ সুতোর বাঁধনটাও ছিঁড়ে ফেলবে। শুধু আমি। আমার জন্যই কৃষ্ণকান্ত এখনো নিষ্কণ্টক নয়। সুতরাং ওই একটা কাঁটা তার জীবনে থাক রেমি।

এসব কাল্পনিক সংলাপ অবশ্য পুরোটাই রেমির কল্পনা নয়। বিভিন্ন সময়ে ধ্রুবর সঙ্গে তার এসব কথাবার্তা হয়েছে।

ভোর পর্যন্ত রেমি আধো-ঘুম ও আধো-জাগরণে বহুবার ধ্রুবর কথা, শুধু ধ্রুবর কথাই ভাবল। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবু সেটাকে সম্ভব বলে মনে হল না তার। মদ খেয়ে কোথাও পড়ে আছে ? অসম্ভব নয়। তবে মদ খেয়ে ঘরে ফিরতেও যখন বাধা ছিল না তখন না ফেরারই বা কী অর্থ ? রেমির যেটা সম্ভব বলে মনে হয়, ধ্রুব ইচ্ছে করেই ফেরেনি। দুপুরে ধ্রুব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছে, রেমি দুরন্ত সমুদ্রের জলে নামছে একা। বোধহয় সে ভেবেছে, রেমি আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। এতে বোধহয় একটু আশান্বিতই হয়েছে ধ্রুব। আত্মহত্যার দিকে রেমিকে আর একটু ঠেলেই দেওয়া যাক তাহলে ! সেই কারণেই কি সারারাত নিজের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে, নিজের ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে তাকে ফেলে গেল ধ্রুব ? একটানা সারা রাত সে এই ঘরে একা। নানারকম দুশ্চিন্তা, অদ্ভুত সব বিকার, বিকট সব ভয় তাকে ছেঁকে ধরেছে। কিছু করার নেই। সে মেয়েমানুষ, যুবতী, [illegible] কেলেংকারি হবে।

[illegible] আলো ভাল করে ফুটবার আগেই রেমি উঠে পড়ে। ধ্রুব আজ ফিরবে কিনা তা সে [illegible] মানেও হয় না কোনো। রেমি সকালের জলখাবার খেয়ে নিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। [illegible] রিক্সা ডেকে বাক্স নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল স্টেশনের দিকে। সিদ্ধান্তটা [illegible] এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

[illegible] ট্রেন নেই। রেমি অনেকক্ষণ স্টেশনচত্বর এবং খানিকটা

www.MurchOna.com

ছোটাছুটি করে ও অবশেষে এক দালালকে বেশী টাকা কবুল করে একটা স্লিপার বারথের ব্যবস্থা করে ফেলল। একা মেয়েমানুষের পক্ষে ফার্স্ট ক্লাস খুব ভাল নয়। সে সেকেণ্ড ক্লাসেই যাবে।

সারাটা দিন রেমি ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে বসে স্টেশন থেকে কেনা পত্রপত্রিকা আর বই পড়ল। খিদে পেলে খেয়ে এল রেস্টুরেণ্ট থেকে। খুবই স্বাভাবিক আচরণ করে যাচ্ছিল সে। কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদা এক উচাটন ভাব। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধ্রুব সকালে হোটেলে ফিরবে এবং তাকে না পেয়ে ছুটে আসবে স্টেশনে। আসেনি।

বিকেল চারটে পর্যন্ত শক্ত ছিল রেমি। তারপর আর পারল না। কে জানে, ধ্রুব আদৌ ফিরেছে কিনা! যদি কোনো বিপদ ঘটে থাকে তার?

স্টেশন থেকেই ডিরেকটারী দেখে হোটেলে ফোন করে রেমি।

দোতলার চোদ্দ নম্বর ঘরের মিস্টার চৌধুরি কি ফিরেছেন?

হ্যাঁ। অনেকক্ষণ। আপনি কি মিসেস চৌধুরি?

হ্যাঁ।

উনি কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছিলেন। কোথায় গেছেন বলে যাননি তো?

না। হঠাৎ একটু বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় গিয়েছিলেন?

রেমি একটু ভেবে বলল, বেড়াতে। ওঁকে বলবেন, আমি—আমার ফিরতে একটু দেরী হবে। চিন্তার কিছু নেই।

আচ্ছা।

রেমি নিশ্চিন্ত মনে বসতে পারল এসে ওয়েটিং রুমে। একটু ঘুমিয়েও নিল। সবচেয়ে গাঢ় ঘুম হল তার গাড়িতে। এক ঘুমে কলকাতা। ট্যাকসিতে উঠে সোজা চলে এল বাপের বাড়িতে।

সে এবং ধ্রুব যে কোথাও গিয়েছিল এবং কলকাতায় যে বেশ কয়েকদিন তারা ছিল না এখবরটা পর্যন্ত তার বাপের বাটিতে পৌঁছোয়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। তবে তার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত বোধহয় পুত্র আর পুত্রবধূর এই আকস্মিক গৃহত্যাগের ঘটনাটা চাউড় করতে চাননি। দ্বিতীয় যে ঘটনাটা আরও চমকপ্রদ এবং দূরপ্রসারী সেটা বাপের বাড়িতে পা দিয়েই শুনল সে, কৃষ্ণকান্তর দফতর বদল হয়েছে। মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এক দফতর থেকে তাঁকে সরিয়ে নিতান্তই একটা এলেবেলে দফতরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে খুব একটা হৈ-চৈ হয়নি অবশ্য। কিন্তু গুজব হল, কৃষ্ণকান্তর দলের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। ওঁকে হয়তো মন্ত্রিত্বই ছাড়তে হতে পারে।

খবরটা ভাল না মন্দ তা বুঝতে পারল না রেমি। আসলে খবরটা তাকে তেমন স্পর্শই করল না। তার নিজের জীবনে অনেক গুরুতর আর একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। ধ্রুবর সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতি ঘটছে। সে তুলনায় কৃষ্ণকান্তর মন্ত্রিত্ব নিয়ে গণ্ডগোল তেমন কোনো ঘটনাই নয়।

বিকেলের দিকে সে কয়েকবার ফোন করার পর শ্বশুরমশাইকে ধরতে পারল তাঁর দফতরে।

আমি রেমি বলছি।

কৃষ্ণকান্তর গলাটা একটু দুর্বল শোনাল, কে বউমা! তোমাদের জন্য ভেবে ভেবে আমি—কোথায় গিয়েছিলে মা?

পুরী। আপনার ছেলে এখনো ওখানেই আছে।

তুমি কি একা কলকাতায় চলে এসেছো?

হ্যাঁ।

একদম একা?

একদম একা কেন হবে! আমি সেকেণ্ড ক্লাসে এসেছি, গাড়িতে অনেক লোক ছিল।

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন, তা তো থাকবেই কথা। তবু মেয়েদের একা চলাফেরা করতে নেই। এ

www.MurchOna.com

দেশটা এখনো ততদূর সভ্য নয়, বুঝলে ! এখনো জঙ্গলের শাসন কায়েম আছে। তা একা আসতে হল কেন ? সেই দামড়াটার সঙ্গে বুঝি ফের ঝগড়া !

না, ঠিক ঝগড়া নয়।

ঠিক আছে। পরে শুনবো। আজ ফিরতে একটু রাত হবে হয়তো। জেগে থেকো। আমি আজই সব শুনবো।

কিন্তু আমি তো কালীঘাটের বাড়িতে উঠিনি।

তবে কোথায় আছো ? বাপের বাড়িতে নাকি ?

হ্যাঁ।

গণ্ডগোলটা তাহলে বেশ গুরুচরণ, কী বলো ?

আমি অন্য একটা অ্যারেনজমেন্টের কথা ভাবছি।

কী অ্যারেনজমেন্ট মা ?

ভাবছি কিছুদিন দূরে সরে থাকাটা দরকার।

তাতে কিছু লাভ হবে মনে করো ?

কাছে থেকেও তো হচ্ছে না।

হচ্ছে না কে বলল ? আমি তো দেখছি হচ্ছে। এই যে আমাকে অপদস্থ করতে বাড়ি থেকে দুম করে পালিয়ে গেল, কিন্তু তোমাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে। এটা কি ওর উন্নতির লক্ষণ নয় ?

আমরা ওভাবে চলে যাওয়াতে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই !

তা হয়েছিলাম। তবে পরে হাসিই পেয়েছিল। পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু ইনটেরোগেশনের পর ছেড়ে দিত। সেটাই নিয়ম। কেন যে খামোখা নাটক করতে গেল ! তবে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় দামড়াটা সম্পর্কে আমার একটু শ্রদ্ধাও হয়েছিল। এটা বুদ্ধির কাজ। কিন্তু তারপর কী হল মা ?

সব তো ফোনে বলা যায় না।

সে তো ঠিকই। দামড়াটা কি এখনো পুরীতেই আছে ?

হ্যাঁ।

হোটেলের নামটা বলবে ?

সী ভিউ।

ঠিক আছে। আমি দেখছি। তুমি তাহলে এখন বাপের বাড়িতেই থাকবে বলছ !

আপনি যদি অনুমতি দেন এবং রাগ না করেন।

ধ্রুবর জন্য তুমি যা করছ তা হয়তো ঠিকই করছ। কিন্তু মা শুধু ধ্রুবই তো নয়, তোমার তো আমরাও আছি। দামড়াটাকে জব্দ করতে গিয়ে আমাদেরও জব্দ করা কি ঠিক ?

রেমি বার দুই ঢোঁক গিলল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। কান্না আসছে। শ্বশুর কেমন মানুষ তা সে জানে না, কিন্তু এই লোকটার মধ্যে সে এক গভীর স্নেহ ও অগাধ প্রশ্রয় পেয়েছে। কিছুতেই এই মানুষটাকে সে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে না।

রেমি ধরা-ধরা গলায় বলল, আমি কী করব তা বুঝতে পারছি না।

কৃষ্ণকান্ত একটু গম্ভীর গলায় বললেন, শোনো মা, ধ্রুবর বন্ধুরা তোমার বাপের বাড়িতে একটা অন্যায় হামলা চালিয়েছিল। তাতে বেয়াই বাড়িতে আমার মানসম্মান নষ্ট হয়েছে, বেয়াইমশাইয়েরও চূড়ান্ত অপমান হয়েছে। এটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝো যে, ধ্রুব একাজ করেছে আমাকে আর বেয়াইমশাইকে অপ্রস্তুত করার জন্যই। অন্য কেউ হলে আমি আরো কঠিন ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু সে আমার ছেলে বলেই বিচারের ভার নিজের হাতে না নিয়ে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। সেটা কি অন্যায় করেছি, বলো !

www.MurchOna.com

না, অন্যায় কেন হবে ! ঠিকই করেছেন।

আমি জানি তুমি ওই দামড়াটাকে অসম্ভব ভালবাসো। অত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা ওর নেই। তাই ভাবছিলাম, বাপ হয়ে ছেলেকে পুলিশের হাতে দিচ্ছি বলে তুমি আমার ওপর আবার অসন্তুষ্ট না হও !

অসন্তুষ্ট হইনি তো !

হয়েছো মা, নইলে এতক্ষণ কথা বলছ অথচ একবারও আমাকে বাবা বলে ডাকোনি।

রেমি স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কৃষ্ণকান্তকে ইচ্ছে করেই আজ সে বাবা বলে ডাকছিল না। সম্পর্ক তো সে শেষ করতেই চলেছে। এখন কী বলবে ! তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বোধহয় প্রিয়জনকে অকারণ আঘাত করার বেদনা।

রেমি স্তব্ধতা ভেঙে বলল, ঠিক তা নয় বাবা।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, অত কঠিন হয়ো না মা। আমি নানা কারণে বড় জর্জরিত। কিছুটা বোধহয় শুনেও থাকবে। এর মধ্যে তুমিও যদি ওরকম কঠিন হও তাহলে আমি কোথায় দাঁড়াই বলো তো !

রেমি জানে, কৃষ্ণকান্ত এত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ নন। তবে তিনি মানুষকে পটাতে ওস্তাদ। তবু এই চিনি মাখান কথায় রেমি জেনেশুনেও ভিজল। একটু হেসে বলল, আমি তো এখনো পাকাপাকিভাবে কিছু ঠিক করিনি, আপনি ওরকম ভাবছেন কেন ?

না বলে ধ্রুবর সঙ্গে পুরী গেলে মা, তাতে কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন যেসব কথা বলছ তাতে ভয় পাচ্ছি।

আমি কি কালীঘাটের বাড়িতে চলে যাবো বাবা ?

কৃষ্ণকান্ত একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, না, আজ থাক। কাল আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। যদি তোমার মা বাবা অনুমতি করেন তাহলে চলে এসো। আজ বরং বিশ্রাম নাও।

আপনি যা বলবেন তাই করব বাবা।

কোরো মা। আমি কাউকে খুব খারাপ পরামর্শ দিই না। তোমার স্বামী যদি আমার কথা ছিটেফোঁটাও শুনত তাহলে মানুষ হয়ে যেত।

রেমি আচমকাই বলে বসে, আপনি কেন ওর মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহি করতে বলেননা !

আমি ! কৃষ্ণকান্ত যেন চমকে ওঠেন। তারপর স্তিমিত কণ্ঠে বলেন, আমি মাত্র একজনকেই দুনিয়ায় ভয় পাই মা। তোমার স্বামীকে।

॥ ৩৯ ॥

এত কলকব্জা কখনো দেখেনি সুবলভাই। তার ছেলেবেলায় রেল পাতা হয়নি এদিকটায়। মোটরগাড়ি চলত না। স্টিমার ছিল না। কলের কাপড় বিলেত থেকে তখনো এত দূর এসে পৌঁছোয়নি। দিনেকালে এসব হল কী ? তাজ্জব কাণ্ড সব। সুবলভাই যতবার খোকাবাবুদের সেডান গাড়িখানাকে লাল ধুলো উড়িয়ে রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখে, ততবার সব কাজ ফেলে ছুটে আসে রাস্তায়। এই প্রায় নব্বই বছর বয়সে তার ভেতরটা আবার ছোট্ট ছেলের মতো আকুপাঁকু করে। তাজ্জব ! তাজ্জব !

চৌধুরিবাড়ির এগারোজন মালীর মধ্যে সুবলভাই একজন। ঠিক একজন তাকে বলা যায় না। বলতে গেলে সে হল হেড মালী। মাইনে পনেরো টাকা, খোরপোশ। শুরু করেছিল তিন টাকায়। তার চোখে ছানি পড়েনি। শরীরটা পুরোনো গাছের মতোই শক্ত পোক্ত এবং গাঁটবহুল। চামড়ায় কিছু কুঞ্চন এবং পুরুভাব এলেও কাঠামোটা সোজা এবং সহজ। সুবলভাই এখনো চমৎকার মাটি

www.MurchOna.com

কোপাতে পারে, আগাছা নিড়োয়। তার হাতে গাছ বাড়েও চমৎকার।

শ্যামকান্ত বলতেন, তুই বেটা, গাছের সঙ্গে কথা বলিস। গাছের কথাও তুই বুঝতে পারিস। পারিস না?

সুবলভাইয়ের এটাও তাজ্জব লাগত। কথাটা ঠিকই। সে গাছের কথা বুঝতে পারে। গাছও তার কথা বোঝে কিন্তু সেটা আর কারো জানার কথাই নয়। শ্যামকান্ত সেটা টের পেয়েছিলেন কেমন করে?

আজকাল হর কমপাউনডারের সঙ্গে প্রায়ই তার প্রাণের কথা হয়। হর কমপাউনডার আজকাল তিনপট্টি, ভূত-প্রেত নিয়ে কারবার করে। তার ওপর সুবলভাইয়ের অগাধ আস্থা। এই একটা জ্ঞানী লোক। যতদিন কমপাউনডারি করত ততদিন খুব চুপচাপ মানুষ ছিল হর। আজকাল তেমনি একটু বকবক করে। তবে কাউকে শোনানোর জন্য নয়। নিজেই বকে, নিজেই শোনে। সুবলভাইয়ের বিশ্বাস, হরনাথ আসলে একা একা ভূতপ্রেতের সঙ্গেই কথাবার্তা বলে। যেমন সে সারাদিন বলে গাছপালার সঙ্গে।

ওই যে হরনাথ একটা কাঠচাঁপা গাছের ছায়ায় বসে একা বকবক করছে, সুবলভাই জানে হরনাথের এখন কথা চলছে কোনো আত্মার সঙ্গে। কোনো কূট বিষয় নিয়েই আলোচনা চলছে বোধহয়। হরনাথের কপালে তিনটে ভাঁজ।

গোলকচাঁপার গোড়া উসকে দিতে দিতে সুবলভাইয়ের একটু তামাক খেতে ইচ্ছে হল। এবারে নেশা পেয়েছে জব্বর।

কল্কে সেজে নিয়ে সে এসে হরনাথের পাশে বসল জুৎ করে।

হর, কেমন বোঝো?

ভাল বুঝছি না।

হলটা কী?

দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। এস্টেট লাটে উঠল বলে।

কিছু শুনেছো নাকি?

শুনেছি।

কী শুনছো?

রাজেন মোক্তারের ছেলে কর্তাকে কী বলেছে জানো?

না। কী করে জানবো?

বলেছে খরচ কমাতে।

তা কমাক না।

খরচ কমানোর জন্য কী করতে বলেছে জানো?

বলো শুনি।

বলেছে, যে সব অপোগণ্ডকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে তাড়ান।

বসে আর খায় কে?

কেন, আমি! নতুন মহুরী পরেশ ঘোষ আমাকে কাল আড়ালে ডেকে বলল, এবার ডেরিডাণ্ডা তোলো হে। নোটিশ পড়ে গেছে।

চোখ কপালে তুলে সুবলভাই বলে, তোমাকে তাড়াবে?

তা নয়তো কি? এতকাল এসটেটের কাজ করে শেষে বুড়ো বয়সে বিদেয় হতে হচ্ছে। তোমাদেরও দিন ফুরিয়েছে। নিশ্চিন্তে থেকো না।

বলো কী?

শচীন বলেছে, কর্মচারী এত বেশী রাখা চলবে না। মরা-হাজা বাগানের জন্য এগারোজন মালী,

www.MurchOna.com

এ হল বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

সুবলভাই খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়। তাড়াবে! তার মানেটা কী? সেই কবে শিশু বয়সে এক জ্ঞাতি কাকার হাত ধরে খুব ভয়ে ভয়ে দেউড়ি পেরিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল। বগলে একটি পুঁটলিতে দু-একটা জামাকাপড়। সেই থেকে টানা এই বাড়ির চৌহদ্দিতে রয়ে গেছে সে। সত্তর অশি বছর ধরে। শ্যামকান্তর চেয়েও সে বয়সে বড় ছিল। এ বাড়ি ছাড়া তার যে আর কোথাও কোনো আশ্রয় ছিল তা আজ আর মনেও পড়ে না।

সুবলভাইয়ের কথাটা বিশ্বাস হল না। জিজ্ঞেস করল, কর্তাবাবা কী বলে?

কর্তাবাবারও তাই মত। খরচ কমাতে হবে। মেয়ের বিয়ে এসে যাচ্ছে। তার খরচ আছে। কিছু মামলা মোকদ্দমা লাগবে, তারও খরচ আছে।

কথাটা মাথায় সেঁধোয় না সুবলভাইয়ের। নব্বুই বছর ধরে তার মগজ কেবল গাছপালা আর মাটির গুণাগুণ নিয়ে ভেবেছে। আজকাল মাথায় একটু কুয়াশার মতো কী যেন জমে থাকে। বুদ্ধি খেলতে চায় না। পুরোনো কথা মনে পড়তে চায় না। কুলে নিজের ছেলের নাম পর্যন্ত ভুলে যায়।

হুঁকোয় একটা আলগা টান দিয়ে সে বলে, জমিদারের মেয়ের বিয়ে কি ঝি-চাকরের মাইনের জন্য আটকায়? কর্তাবাবুর আর সব মেয়েদের বিয়ে হয়নি? তার জন্য ক'টা কর্মচারীর চাকরি গেছে?

সে তো তুমি বললে। শচীনকে সে কথা কে বোঝাবে! সে হল হা-ঘরে ছোটো নজরের লোক। জমিদারের উঁচু নজর সে পাবে কোথায়? যত সব ছোটোলোকী কারবার।

চিন্তিত সুবলভাই হুঁকোয় ঘনঘন টান মারে। তারপর একটু কেশে নিয়ে বলে, গত মাসেও কাছারি থেকে জনা দুইকে বিদেয় দেওয়া হল। এরকম চললে এ তো ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে।

হরনাথ একটু রাগত স্বরে বলে, তাতে শালা শচীনের কী? সে মাসের শেষে পুরো তনখা টানবে। কর্তাবাবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে টোপর মাথায় দিয়ে।

সুবলভাই উদাস দৃষ্টিতে পুকুরের ধারে বাঁধা হরিণটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কর্তাবাবার নজর ছোটো হয়ে যাচ্ছে। শচীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানে মেয়েটাকে একদম জলে ফেলে দেওয়া।

কর্তাবাবা যদি নিজের বুদ্ধিতে চলত তাহলে সে একরকম ছিল। এ হল আমাদের মনু ঠাকরোনের বুদ্ধি। শচীন একটা পাত্র! ছিঃ ছিঃ!

আমি যাবো কোথায় বলো তো!

কেন, যাবে কেন? ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবে মরবে। আমিও তাই করব ঠিক করেছি। তিন কুলে কেউ নেই, দেশ গাঁ কবে হেজেমেজে গেছে। বুড়ো বয়সে তো ভিক্ষে করতে পারব না।

সুবলভাই হাঁ করে দম নেয় একটু। খেলো হুঁকোর আগুন মিইয়ে গেছে।

কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষটা বিশেষ চাপা থাকছে না।

কয়েকদিন আগে শচীন একটা লিস্ট করে হেমকান্তর হাতে দিয়ে গেছে।

সেই লিস্টে জনা পনেরো কর্মচারীর নাম আছে। শচীন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এই জনা পনেরো লোক এসটেটের লায়াবিলিটি। অকর্মণ্য, বয়স্ক, ফাঁকিবাজ বা রোগগ্রস্ত বলে এদের দিয়ে তেমন কাজ আদায় হচ্ছে না বা হওয়ার আশাও নেই। হেমকান্তর বৈষয়িক অবস্থা যা তাতে এইসব অপোগণ্ডকে পোষা একটা বিরাট ক্ষতি। এই দয়ালু বিলাসিতার ভার বইবার মতো জোর হেমকান্তর এসটেটের নেই।

হেমকান্ত লিস্টটা দেখেছেন। যে পনেরোজনের নাম আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব প্রাচীন আমলের লোক। তাঁর বাবা শ্যামকান্ত এদের চাকরি দিয়েছিলেন। এছাড়া বেতনভুক্ত সকলকেই হেমকান্ত বহুদিন ধরে চেনেন জানেন। এদের ঠিক কর্মচারী বলে মনে হত না তাঁর। যেন এক যৌথ পরিবারেরই লোক। কিন্তু শচীন বাজে কথা বলেনি। এত সব কর্মচারীকে পুষে তাঁর আর লাভ নেই।

www.MurchOna.com

তবু ছেলে কনককান্তিকে ডেকে এক সন্ধ্যায় লিস্টটা তার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ তো, শচীন এই সব কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে বলেছে। কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

কনককান্তি লিস্টটা এক ঝলক দেখেই বাপের হাতে ফেরৎ দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কাজটা ঠিক হবে না কেন ? জমিদারী মানে তো খয়রাতি কারবার নয়। শচীন বুদ্ধিমান ছেলে, ঠিক পরামর্শই দিয়েছে।

হেমকান্ত দুর্বল গলায় বলেন, সটা মানছি। কিন্তু এদের গতিটা কী হবে ভেবে দেখেছো ?

সেটা কি আমাদের ভাববার কথা ?

বাবার আমল থেকে আছে কয়েকজন। এদের অনেকেই এখানে সপরিবারে বাস করে। যাওয়ার জায়গা পর্যন্ত নেই।

সে দায় তো আমাদের নয়।

কয়েকজনের যথেষ্ট বয়সও হয়েছে। শুনছি এখন সব এসটেট থেকেই কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে। নতুন কাজ কেউ পাচ্ছে না। এরা সব যে না খেতে পেয়ে মরবে।

কনককান্তি বিনীত গলায় বলল, জমিদারীর আয় চিরকাল এইসব পোষার জন্য বারো আনা উড়ে যায়। আপনাকে এখন তো আয়ের দিকটা দেখতেই হবে। গত দুদিন আমিও শচীনের সঙ্গে বসে কাগজপত্র দেখেছি। অবস্থা ভাল ঠেকছে না। সে গেল একটা দিক। এদিকে কর্মচারীরা তো প্রায় বসে বসে মাইনে নিচ্ছে। এসটেট দেখার লোক নেই, আদায় উসুল নেই, ওদের কাজটাই বা কী ?

এ কথায় হেমকান্ত একটু লজ্জা পেলেন প্রকারান্তরে এ তাঁর অপারগতার প্রতি ইঙ্গিত। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, সে অবশ্য ঠিক কথা। তবু প্রথা বলেও একটা জিনিস আছে।

প্রথা আঁকড়ে থাকতে গেলে যে নীলামে চড়াতে হবে সব কিছু। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, পুরোনো প্রথা আঁকড়ে থাকলে চলবে কেন ? আমি তো জমিদার বাড়ির ছেলে। ব্রাহ্মণ সন্তান, তবু আমি তো ব্যবসা করতে নেমেছি।

হেমকান্তর মনটা সায় দিচ্ছে না। তবে তিনি কনকের সঙ্গে আর কথা বাড়ালেন না। ওরা সব সময়ে ঠিক কথাই বলে। ওদের কথায় যুক্তির কোনো অভাব নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা। ঠিক আছে।

কনককান্তি তবু চলে গেল না। একটু অপেক্ষা করে হঠাৎ বলল, একটা কথা বাবা।

বলো।

শচীনের লিস্টে আমাদের পুরুতমশাইয়ের নাম নেই। কিন্তু আমি মনে করি ওঁর নামটা সবার আগে লেখা উচিত ছিল।

পুরুত মশাই ! হেমকান্ত শশব্যস্তে বললেন, তার আবার কী হল ?

কনককান্তি মৃদু হেসে বলল, সকাল সন্ধেয় দুবার ঘণ্টা নাড়ার জন্য একটা লোককে তার বিশাল পরিবারশুদ্ধ দিনের পর দিন প্রতিপালনের কোনো অর্থই হয় না।

হেমকান্ত কথা বললেন না। চেয়ে রইলেন।

কনককান্তি বলল, ওদের খানিকটা জমি দেওয়া আছে বয়রায়। চাষবাসও করান জানি। এখানকার চাকরি গেলে একেবারে না খেয়ে মরবেন না। আমার পরামর্শ হল, নগদ কিছু টাকা দিয়ে ওঁদেরও উচ্ছেদ করে দিন। মাস মাইনের পুরুত ঠিক করুন। তাতে ঝামেলা আর খরচ দুই-ই কমে যাবে।

হেমকান্ত কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রস্তাবটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। কিন্তু মনু – মনু কোথায় যাবে ?

কনককান্তি যেন হেমকান্তর মনের কথা শুনতে পেল। একটু ইতস্তত করে বলল, মনুপিসির কথা অবশ্য আমাদের আলাদা করে ভাবতে হবে। উনি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছেন। ওঁর জন্য বরং

www.MurchOna.com

পাঁচ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিন।

হেমকান্ত ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। নতুন একটা যুগের পাগলা হাওয়া এসে তাঁর ঘরের সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে চাইছে। সম্ভবত এ থেকে তাঁর নিস্তার নেই। অলস অকর্মার যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন তার জন্য কিছু গুনোগার তো তাঁর দেওয়ারই কথা। সবচেয়ে বড় গুনোগার কি মনুকে হারানো ?

কনককান্তি মৃদুস্বরে বলল, এসটেটের অবস্থার জন্য আপনি নিজেকে অপরাধী ভাবেন বলে শুনেছি। কিন্তু দোষ আপনার নয়। ওয়ারলড ওয়ারের পর যে ডিপ্রেসনটা এসেছে সেটাকে কাটানো খুব মুশকিল। আদায় উসুল ঠিকমতো হলে ততটা চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু আপনি অনেক খাজনা মাপ করে দিয়েছেন। আমি বলি কি, শচীনকে শুধু উকিল হিসেবে নয়, ম্যানেজার হিসেবেই রাখুন। শক্ত লোক। আদায় উসুল ঠিকমতো করতে পারবে। ওকালতিও করুক।

আমিও তো তাই চাই। সবচেয়ে ভাল হত তোমাদের দুই ভাইয়ের কেউ এসে আমার কাছে থাকলে।

সেটা তো সম্ভব নয়।

দেখি, শচীনের সঙ্গে কথা বলব। এ লোকগুলোকে তাহলে বিদেয় দেওয়াই সাব্যস্ত হল ?

আমি তাই বলি। তবে আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

কনক চলে যাওয়ার পর হেমকান্ত খানিকটা অস্থির সময় কাটালেন। রাতে ভাল ঘুম হল না।

বাহুল্য কর্মচারীদের বিদায় দেওয়াই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে মনুর বাবাকেও রাখা চলে না। পাকে-প্রকারে একথাটাই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে কনক। হেমকান্ত যদি শক্ত মানুষ হতেন তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেলের পরামর্শ চাইতেন না। কিংবা ছেলের পরামর্শ যাই হোক সেটাকে গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু সেই দৃঢ়তা হেমকান্ত নিজের ভিতর খুঁজে পান না।

পরদিন বিকেলে হেমকান্ত নিঃশব্দে নিজের একটেরে কুঞ্জবনটিতে এসে বসলেন। মনুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কনককান্তি আসায় তিনি আড়ালেও মনুর সঙ্গে দেখা করার সাহস পাচ্ছেন না।

ভাঙা গাড়ির পাদানিতে বসে হেমকান্ত শচীনের লিস্টটা বের করে আর একবার দেখলেন। এক একটা নাম, এক একটা মানুষ। এক একটা মানুষকে ঘিরে কত স্মৃতি। এই যে নব্বই বছর বয়সের সুবলভাই। এই বাগানের কাজ করতে করতে হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে ফেলল। ওর দুটো ছেলেকেও ঢুকিয়েছিল কাজে। পশ্চিমে একটা কেয়াঝোপ ছিল। তার নীচে আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়ে সুবলের এক ছেলেকে সাপে কামড়ায়। বাঁচেনি। কতকাল আগেকার কথা।

কিংবা হর কমপাউনডার। মেয়ের শোকে মাথাটা কেমন হয়ে গেল। আর কাজকর্ম করতে পারল না। কিন্তু নীরবে এক বদ্ধ খুপরির মধ্যে বসে বছরের পর বছর ওষুধ তৈরি করে গেছে। কখনো নালিশ জানায়নি। আর্জি জানায়নি।

এদের তো কনক ঠিক চিনবে না। শচীন তো আরো নয়। এদের কাছে এসটেট মানেই আয়পয়। কিন্তু হেমকান্ত ঠিক সে-রকম শিক্ষা লাভ করেননি। তাঁর কাছে একটা এসটেট মানেই অনেকগুলি মানুষের ভাগ্য। অনেকগুলি মানুষের হৃদ্যতা, আত্মীয়তা। এক মস্ত যৌথ পরিবার। তিনি মহালে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। কিন্তু জানেন, আজও কোনো মহালে গিয়ে হাজির হলে মানুষ কত খুশি হয়, ছুটে আসে। বউবাচ্চা সমেত এসে প্রণাম করে, দক্ষিণা দেয়। ইদানীং তারা পেরে উঠছে না, কী করবে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিস্টটা পকেটে ঢুকিয়ে চোখ তুলতেই চমকে উঠলেন হেমকান্ত। পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল তাঁর।

অদূরে এক মহানিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে মনু।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, এসো।

রঙ্গময়ী এগিয়ে এসে বলে, তুমি এখানে যে হঠাৎ !

কয়েকদিন আসিনি। বাড়িতে ওরা সব এসেছে।

আজ কী মনে করে ?

এমনি। মনটা ভাল নেই। এসো মনু, দুটো কথা বলি।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, আজ এখানে এসে ভাল কাজ করোনি।

কেন বলো তো !

এখানে আজ একটা নাটক হওয়ার কথা আছে।

নাটক ? হেমকান্ত আকাশ থেকে পড়েন, কিসের নাটক ?

নাটকটি ব্যবস্থা করেছে তোমার বড় বউমা চপলা।

তাই নাকি ? কী ব্যাপারটা খুলে বলো তো

শুনেছি তোমার মেয়ের সঙ্গে নাকি আজ শচীনের মুখোমুখি হবে।

তার মানে ?

তুমি সেকেলে মানুষ, তায় ঘরকুনো। সব বুঝবে না।

আমাকে তুমি নির্বোধ বলে ভাবলেও আমি ততটা নই। কী ব্যাপার বলো তো ?

বিশাখা শচীনকে বিয়ে করতে চায় না, সে তো জানোই।

জানি বইকি। মেয়েটা বোকা।

চপলা ঠিক করেছে দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। দুজনেই কথাটথা কইবে। যদি তাতে মেয়ের মন গলে।

হেমকান্ত একটু রাগের স্বরে বলেন, এসবের কী দরকার ছিল ?

শহুরে কায়দা। আমি তো খারাপ কিছু দেখি না।

আমি দেখি। এ পরিবারে এখনো পাত্ররা পাত্রী দেখে না। আর এ তো আরো নির্লজ্জ ঘটনা।

রঙ্গময়ী মৃদু স্বরে বলে, তোমার সব তাতে মাথা ঘামানোর কী দরকার ? শচীনকে বিয়ে করার ব্যাপারে মেয়েকে কি রাজি করাতে পেরেছো ?

ধৈর্য ধরলে রাজি হত।

সেটা অনিশ্চিত ব্যাপার। তুমি পারোনি।

চপলা পারবে ?

পারবে কিনা জানি না। কিন্তু এটাও একটা চেষ্টা। তোমার তো চেষ্টাই নেই।

তবু ঘটনাটা আমার ভাল লাগছে না মনু।

তোমার মুখে কথাটা মানায় না।

কেন মানায় না মনু ?

আমার সঙ্গে তুমি কথা বলো কোন লজ্জায় ?

॥ ৪০ ॥

অপারেশন থিয়েটারের চোখ-ধাঁধানো আলো রেমির নিষ্প্রভ চোখে ম্লান ও একাকার। নিজের শরীরের মধ্যে এক নদীর কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন। একটি সদ্যোজাত শিশু মাতৃহারা হবে।

কিন্তু রেমির কোনো উদ্বেগ নেই। এই মধ্য যৌবনে জীবনের খেলা মাঝপথে থামিয়ে চলে যেতে

www.MurchOna.com

ক্যারই বা ভাল লাগে ! কিন্তু আশ্চর্য এই, রেমি কোনো শোক অনুভব করে না। তার আধাচেতনায় অবশ্য চারদিককার এই উদ্বেগ ও ভয় গিয়ে আঘাত করছে না। সে দেখতে পাচ্ছে না তার শ্বশুরের স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ মুখ। সে দেখতে পাচ্ছে না হতভম্ব ধ্রুবর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, কিন্তু নিজের নিঃঝুম শরীরে এক ধরনের কঠিন শীতলতা টের পাচ্ছে সে। শীত নয়, কেমন জমাট, শক্ত পাথরের মতো অমোঘ এক শীতলতা তার দুই পা অনড় এবং অবশ করে রেখেছে। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে বারে বারে। চোখের সামনে নানারকম দৃশ্যাবলী ভেসে যাচ্ছে। তার সবটারই কোনো অর্থ নেই কিছু। মাঝে মাঝে সে টের পাচ্ছে যে, সে রেমি। সে রেমিই, আর কেউ নয়। আবার মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে তার সত্তা।

তার চারদিকে নানান টুকটাক শব্দ হচ্ছে। চাপা কথাবার্তা। বারবার মুখোশ পরা ডাক্তারের মুখ এসে ঝুঁকে পড়ছে মুখের ওপর। ড্রিপ চলছে। কিন্তু রক্তের কলধ্বনি বড় উতরোল। একটু আগে অসহনীয় গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করেছে সে দাঁত টিপে। জন্ম দিয়েছে ধ্রুবর সন্তানকে। নিষ্কলঙ্ক খাঁটি, চৌধুরিবাড়ির রক্তবাহী শিশুটি নিরাপদে নেমে গেছে মায়ের খোলস ছেড়ে। রেমির এর চেয়ে বেশী আর কী দেওয়ার ছিল এদের ?

এবার ছুটি, এবার সে ঘুমিয়ে পড়বে।

মিসেস চৌধুরী !

উঁ, রেমি ক্ষীণ জবাব দেয়।

জিবটা বের করুন তো ! প্লীজ !

বড় ক্ষীণ এই আদেশ বহু দূর থেকে ভেসে আসে যেন। রেমি চিরকাল আদেশ পালন করে। কারও অবাধ্য সে কোনোকালে ছিল না।

কষ্টে রেমি জিবটাকে ঠেলে দেয় বাইরে। মনে হল, যেন পাহাড় ঠেলার পরিশ্রম।

কে যেন বলল, শী ইজ রেসপণ্ডিং, সেন্স আছে।

আছে। তবে ইটস এ হেভি ব্লিডিং, শী উইল বি সিংকিং ফাস্ট।

কে একজন হেঁকে বলল, ব্লাড, কুইক।

রেমিকে কিছুই স্পর্শ করে না, চোখের পাতা সামান্য একটু খুলে সে চেয়ে থাকে। গোধূলি ! কনে-দেখা রং চারদিকে, এ সময়ে পাখিরা ঘরে ফেরে। দিন যায়। রাত আসে।

তার আর কী দেওয়ার ছিল নারীজন্ম সার্থক করতে ? কোন কাজ বাকী রয়ে গেল ? কোন্ ঋণ ? কোন দোষত্রুটি ! ঘাট মানি বাবা, ক্ষমা করো। আর আসব না কখনো তোমাদের কাছে। কে আমাকে এনেছিলে পৃথিবীতে ? এবার ফিরিয়ে নাও।

পুরী থেকে অত শপথ করে ফিরেছিল রেমি, রাখতে পারল না রোখ। [illegible] করে এসেছিল, ধ্রুবর সঙ্গে আর বসবাস নয়। দূরে থাকবে, যদি তাতে কোনোদিন ওর কাছে মূল্য হয়।

শ্বশুরমশাইয়ের জন্য সেই শপথ ভাঙতে হল।

পরদিন সে হাজির হল কালীঘাটের বাড়িতে।

রাত্রিবেলা ক্লান্ত কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন। মুখে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা। চোখের নীচে কাজলের মতো কালিমা।

রেমিকে দেখে সেই গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল।

এলে মা ?

আপনার কী হয়েছে ?

তেমন কিছু নয়।

আপনি রোগা হয়ে গেছেন।

এ বয়সে একটু রোগা হওয়া ভাল, বুঝলে !

www.MurchOna.com

না, বুঝলাম না, টপ করে রোগা হওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

কৃষ্ণকান্ত কোনো জবাব না দিয়ে হাসলেন। সস্নেহে রেমির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, একটু মাথা নাড়লেন।

খাওয়ার টেবিলে যখন বসলেন তখন কৃষ্ণকান্তকে কিছুটা সজীব দেখাচ্ছিল, রাত্রে তাঁর খাওয়া দাওয়া যৎসামান্য, খই দুধ বা একটু ছানা। কখনো-সখনো এক-আধখানা হাতে গড়া রুটি।

সেই সামান্য খাবার সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খেলেন কৃষ্ণকান্ত। খেতে খেতে বললেন, তুমি কি একথা বিশ্বাস করবে বউমা যে, আমি কখনো চুরি করিনি, দুর্নীতির আশ্রয় নিইনি, অকারণে মিথ্যে কথা বলিনি ? বিশ্বাস করবে ?

কেন করব না ? আমি তো জানি ওসব।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, কিছুই জানো না মা, পলিটিকস করলে বুঝতে, চুরি না করা এক কথা, আর অন্যের চুরি দেখেও চোখ বুজে থাকা অন্য কথা। এমন অনেক সময়েই হয়, তুমি চাও বা না চাও অনেক অন্যায়কে তোমার প্রশ্রয় দিতেই হয়।

সেও জানি।

অনেক সময়ে এইসব অন্যের করা দোষের ভাগ নিতে হয় নিজের ঘাড়ে।

আপনার কী হয়েছে বাবা ?

সব তোমাকে বলা যায় না। তবে আমাকে একটা মাইনর পোর্টফলিও দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়ারই প্রস্তুতি। সেটা ঘটবার আগেই অবশ্য আমাকে নিজে থেকেই সরে আসতে হবে।

রেমি ছেলেমানুষের মতো বলে, তাতে ভালই তো হবে। আপনার বিশ্রাম দরকার। কিছুদিন রেস্ট নিন।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, দূর বোকা, পুরুষ মানুষের বিশ্রাম কি শুয়ে বসে হয় মা ? কাজই তার বিশ্রাম, কাজ না থাকলে আমি কতদিন বাঁচবো ?

কাজ করবেন। মন্ত্রী যারা না হয় তারা কি কাজ করে না ?

কৃষ্ণকান্ত মৃদু একটু হেসে বলেন, তোমার কথাগুলো এত সহজ মা, ভিতরে টনটন করে গিয়ে লাগে। বাস্তবিকই তাই, তবে যে বাঘ একবার মানুষ খেয়েছে তার অন্য মাংস আলুনি লাগে। এও হল সেই বৃত্তান্ত।

আপনি কি রেজিগনেশন দিচ্ছেন ?

ঠিক বলতে পারি না। কয়েকদিনের মধ্যেই একটু দিল্লি যাবো। হাই কম্যানডের সঙ্গে কথা আছে। ফিরে এসে ডিসিশন নেবো। আমি তো রাতারাতি পলিটিশিয়ান হইনি মা, আমার পিছনে একটা উজ্জ্বল ইতিহাস আছে।

জানি বাবা।

তাই আমাকে টক করে সরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু এসব কথা থাক। আমার হেনস্থা দেখে যে লোক সবচেয়ে খুশি হতে পারত তার খবর বলো তো। সে ব্যাটা করছে কি ?

জানি না, উনি আমাকে হোটেলে ফেলে কোথাও চলে গিয়েছিলেন।

ক'দিনের জন্য ? হেমকান্ত আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করেন।

এক রাত উনি ছিলেন না।

তোমাকে বলেও যায়নি।

না।

হোটেলের ঘরে তুমি একা ছিলে ! সর্বনাশ !

সেইজন্যই ডিসিশনটা নিতে হল। আমি চলে এলাম।

www.MurchOna.com

দামড়াটা তখনো ফেরেনি ?

ফিরেছে। স্টেশন থেকে ফোন করে জানতে পারি।

তুমি দারুণ বুদ্ধিমতী।

আমি এখন কী করব বাবা ?

কী করবে ? তোমার কিছু করার নেই। যা করার আমি করছি।

কী করবেন ? ওঁকে ফিরিয়ে আনবেন ?

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, সে কাজ খুব সহজ নয়। ভুবনেশ্বরে আমার এক প্রভাবশালী বন্ধু আছে। ক্যাবিনেট মিনিস্টার। তাকে জানিয়েছিলাম। পুরীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ওই হোটেল ছেড়ে দামড়াটা চলে গেছে। বুদ্ধি রাখে। যেই দেখেছে তুমি নেই, সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিয়েছে কলকাতায় এসে তুমি আমাকে খবর দেবে। সময় নষ্ট না করে পালিয়েছে।

কিন্তু উনি পালাচ্ছেন কেন ?

সেটা ওই জানে। ধ্রুব কিছুদিন আইন পড়েছিল। পাশ করেছে কিনা তা আমি জানি না, কোনোদিন বলেনি আমাকে। কিন্তু আইন পড়ে না হোক, আইন বারবার ভাঙলেও বেশ ভাল আইনের জ্ঞান হতে পারে। কাজেই ধ্রুব আইন ভালই জানে। পুলিশ যে ওর কিছু করতে পারবে না সেটা ওর না জানার কথা নয়। হয়তো এই কাণ্ড করে আমাকে অপদস্থ করার একটা পন্থা বের করছে।

রেমি একটু দুঃসাহসী হল। মাথা নীচু করে আচমকাই বলে বসল, আমাকে একটা কথা বলবেন আজ ?

কী কথা মা ?

আমার শাশুড়ি কি ভাবে মারা যান ?

কৃষ্ণকান্ত একটুও দ্বিধা করলেন না। খুব সহজ কণ্ঠে বললেন, ধ্রুব তোমাকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু একথা সবাই জানে তোমার শাশুড়ি আত্মহত্যা করেন গায়ে আগুন দিয়ে। অনেকে এতে আমার দোষ খুঁজে পায়। হতেও পারে। তোমার শাশুড়ির মানসিক জগতের খবর আমি বিশেষ রাখিনি। আমরা আগের দিনের মানুষ, স্ত্রীলোককে নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত নই। তবে উনি আমার কাছে তেমন কোনো অনুযোগ অভিযোগ করতেন না। কী করে বুঝব বল, ওঁর আসল প্রবলেমটা কী ছিল ?

আপনার ছেলে কিন্তু খুব তাঁর মায়ের কথা বলেন।

বলতেই পারে। হি ওয়াজ এ উইটনেস অফ দি ইভেন্ট। ছেলে নিজের চোখের সামনে যদি নিজের মাকে পুড়ে যেতে দেখে তবে তার একটা পারমানেন্ট এফেক্ট তার মনে থাকবেই।

আপনার ছেলে ওই ঘটনার জন্য আপনাকেই দায়ী করতে চায়।

কৃষ্ণকান্ত ম্লান একটু হেসে বলেন, আমি জানি মা। আমার ফাঁসি হলে ধ্রুব হরির লুট দেবে। কিন্তু আগেই বলেছি, স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করলেন তা বলা আমার পক্ষে সহজ নয়। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি কলকাতার বাইরে। প্রত্যক্ষ হাত তো থাকতে পারে না, তবে পরোক্ষ কারণের কথা যদি বলো তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার অমনোযোগ এবং খানিকটা অবহেলা তো ছিলই।

আর কোনো কারণ নয় ?

কী করে বলি ! উনি তো একটা চিরকুটও রেখে যাননি যা থেকে বোঝা যাবে।

তাহলে আপনার ছেলে আপনাকেই দায়ী করে কেন ?

ধ্রুব তার মাকে খুব ভালবাসত। আসলে শিশু অবস্থা থেকে ভাইবোনেরা পেয়েছিল মাকেই। বাবাকে তো পায়নি, জেল খাটা, পলিটিকস করে বেড়ানো, হিল্লি-দিল্লি ঘুরে আমার সময় হত না সংসারের দিকে তাকানোর। কাজেই ওরা মাকে ঘিরেই বড় হয়েছে। মা ওদের দ্বিতীয় সত্তা।

www.MurchOna.com

তোমার শাশুড়ি মানুষটাও ছিলেন নরম-সরম এবং স্নেহপ্রবণ, তবে বড় দুর্বল প্রকৃতির। একটু কঠোর কথা বা কোন দুঃসংবাদ সইতে পারতেন না। সহজেই ভয় পেতেন। তাঁকে ভালবাসাও সহজ ছিল, তাই তিনি যখন মারা গেলেন এবং ওরকম ভয়ংকরভাবে তখন আক্রোশে পাগল ধ্রুব একটা স্কেপগোট খুঁজতে লাগল।

স্কেপগোট মানে ?

এমন একজন যার ওপর মায়ের ওই ভয়ংকর মৃত্যুর দায়ভাগ চাপানো যায়।

এটা তো ওর অন্যায়, ভীষণ অন্যায়।

অন্যায় তো বটেই। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করিনি কখনো।

কেন করোনি ?

স্ত্রীর প্রতি তেমন কর্তব্য করিনি মা, ভিতরে ভিতরে নিজেকে দোষী মনে হয়। মা-মরা ছেলেটা আর কোথায় সান্ত্বনা পাবে ? যদি আমাকে দোষী ভেবে খানিকটা স্বস্তি পায় তো পাক না। ঠিক এরকম ভেবেই আমি ধ্রুবকে একরকম প্রশ্রয় দিতাম। সেটা যে ওর মনে এতদূর ডালপালা ছড়াবে তা ভেবে দেখিনি। আমার আরো দুই ছেলে আছে। তারা কিন্তু ওর মতো করে ভাবে না।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কৃষ্ণকান্ত সেদিন ভারী অন্যমনস্ক মুখে উঠে গেলেন টেবিল থেকে।

ধ্রুব ফিরল না। তবে তার এই ফেরার হওয়ার ঘটনাটা বেশ চাউর হয়েছে এটা বোঝা গেল।

একদিন সকালে টেলিফোন করল রাজা, ধ্রুবর পিসতুতো ভাই। বয়স ধ্রুবর মতোই। ভারী সুন্দর দেখতে। দারুণ গান গায়। রেডিওতে আজকাল প্রায়ই তার প্রোগ্রাম থাকে। তাছাড়া ফুটকড়াইয়ের মতো ইংরিজি বলে, ভাল ছাত্র ছিল, ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারিং পাস করে একটা বিদেশী ফারমে দুর্দান্ত একটা চাকরিও পেয়ে গেছে।

রাজা বলল, বউদি, ধ্রুবদা কলকাতায় ফিরেছে জানো ?

না তো।

ফিরেছে কিন্তু।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

ঠিক দেখা হয়নি। তবে আমি খবর পেয়েছি।

তাই নাকি ?

আমার সঙ্গে যদি যাও তবে তোমাকে ধ্রুবদার ডেরায় নিয়ে যেতে পারি।

ডেরাটা কোথায় ?

জায়গাটা খুব ভাল নয়।

ভাল নয় মানে কতটা খারাপ ?

আরে না না, বার-টার নয়। বরং উল্টো, একটা রিলিজিয়াস বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

সে কী ?

ভয় পেও না। সন্ন্যাসী হয়নি, ইটস এ ক্যামোফ্লেজ।

জায়গাটা কোথায় ?

নর্থ ক্যালকাটায়।

আমাকে নিয়ে গিয়ে কী হবে ?

যদি যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি।

আমি গিয়ে তো কিছু করতে পারব না, বরং শ্বশুরমশাইকে বলো।

ওরে বাবা ! ছোটো মামা জানলে হেভি ফায়ার হয়ে যাবে। পুলিস কেসও হয়ে যেতে পারে।

তাহলে আর কী করা ?

www.MurchOna.com

আমি বলছিলাম কি, তুমিই চলো। আমার মনে হচ্ছে ধ্রুবদার অবস্থা এখন আবার সাঘিলেই খাইব। তুমি গিয়ে বললেই সুট করে ফিরে আসবে।

না রাজা, নিজের ইচ্ছেয় যদি ফেরে তো ফিরুক, আমি ওঁর বাবাকে না বলে ওঁকে ফেরাতে যেতে পারি না।

তুমি ধ্রুবদার ওপর রেগে আছো বউদি, লোকটাকে তোমরা সবাই একটু ভুল বুঝে যাচ্ছো কিন্তু।

কিরকম ?

যতটা খারাপ লোকটাকে মনে হয় ততটা খারাপ নয়।

জানলাম।

কাল চলো।

অত তাড়া কিসের ?

তাড়া আছে বউদি। কেসটা সিরিয়াস।

খুব সিরিয়াস বলে তো মনে হচ্ছে না।

তুমি সবটা জানো না।

তাহলে সবটা বলো।

ঠিক আছে। আমি কাল যাচ্ছি।

পরদিন রাজা এল। তার স্বভাবসুলভ ফিচেল হাসিটা ঠোঁটে নেই। বরং একটু উদ্বেগ মাখা মুখ।

কী হল, তোমাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ? রেমি শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

যে খবরটা তোমাকে কাল টেলিফোনে দিয়েছিলাম সেটা ঠিক নয়। ধ্রুবদা ওখানে নেই।

রেমি ধ্রুবকে চেনে, তাই হেসে বলল, তাতেই বা কী ? অত অ্যাংজাইটির কিছু ব্যাপার নয়। কোথাও আছে। এসে যাবে।

রাজা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রেমির একটা হাত চেপে ধরল, না বউদি, তুমি বুঝতে পারছ না, ধ্রুবদাকে রেসকিউ করতে হবে। হি ইজ ইন এ ট্র্যাপ।

ট্র্যাপ ! হাতটা ছাড়িয়ে নিল না রেমি। উঠল। বলল, আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু এটাও কোনো ট্র্যাপ নয় তো ! তোমার ধ্রুবদাই হয়তো তোমাকে পাঠিয়েছে ?

না বউদি। আপন গড।

॥ ৪১ ॥

বৈশাখ মাসে কোকাবাবুদের একটা মহাল কিনে নিলেন রাজেন মোক্তার। তাঁর বৈষয়িক অবস্থাটা বেশ ভালর দিকে। শচীন এখন বেশ পসার জমিয়ে ফেলেছে। সেজো ছেলে রথীন মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের খুবই মেধাবী ছাত্র। মাস্টারমশাইদের ধারণা সে ম্যাট্রিকে স্ট্যাণ্ড করবেই। মেজো ছেলে সতীন বা সতীন্দ্র লেখাপড়ায় সুবিধে করতে না পারলেও সে কাটা কাপড়ের একটা কারবার খুলেছে। দোকানটা বেশ চলছে এখন। রাজেনবাবু সুতরাং তাঁর দারিদ্র্যের গ্লানি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে এখন বিশিষ্ট একজন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। সুখের বিষয়, তাঁর নিজের পসারও এখন যথেষ্ট। তবু তিনি কানাঘুষো শুনেছেন যে, হেমবাবুর ছোটো মেয়েটি নাকি গরীব বলেই তাঁর পরিবারে বউ হয়ে আসতে স্বীকার হচ্ছে না।

রাজেনবাবু জেদী লোক। বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধটিও বেড়েছে। এই জেলার কোন জমিদারের অবস্থা কেমন তা তিনি ভালই জানেন। হেমকান্ত চৌধুরির অবস্থাও তাঁর অজানা নয়। তবু এই পরিবারটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ খুবই গভীর। এক সময়ে এঁরা তাঁর

www.MurchOna.com

দুঃখের দিনে অযাচিত সাহায্য বড় কম করেননি। তাই হেমবাবুর মেয়েটিকে বউ করে আনতে তিনি এক কথাতেই রাজি হয়ে যান। মেয়েটিও সুন্দরী।

কিন্তু তাঁর মেজো মেয়ে সুফলার কাছে তিনি বিশাখার স্বভাবের যে পরিচয় পেয়েছেন তা মোটেই ভাল নয়। তাঁর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভাও এই বিয়েতে বেঁকে বসেছেন। তবু এখনো যে বিয়েটি ভেঙে যায়নি তার কারণ, রাজেনবাবু নিজে থেকে বিয়েটা ভাঙতে চান না। তাতে হেমবাবুকে অপমান করা হবে। তবে তিনি ছেলের জন্য ভাল পাত্রীর সন্ধানে আছেন। দু-একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছেও। তার মধ্যে দুটি জমিদারকন্যা। শ্রীকান্ত রায়ের মেজো মেয়েটিকে তাঁরা একরকম পছন্দ করেই ফেলেছেন। বিশাখার মতো অতটা না হলেও মেয়েটি সুন্দরীই। উপরন্তু শ্রীকান্ত রায় মুখ ফুটে নিজেই বলেছেন, আমার ছেলে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে আপনার মেজো মেয়েটিরও বিয়ে হতে পারে।

পাল্টি বিয়েতে একটু আপত্তি আছে স্বর্ণপ্রভার। তবে তিনি এখনো পরিষ্কার মতামত জানাননি। যদি আপত্তিটুকু শেষ অবধি না থাকে তবে আষাঢ়েই জোড়া বিয়ে লেগে যেতে পারে। শ্রীকান্ত রায় একটু কৃপণ মানুষ। তার ওপর নিজে ল পাশ। বিষয়বুদ্ধিও চমৎকার। তাই জমিদারদের মধ্যে তাঁর অবস্থাই সবচেয়ে স্থিতিশীল।

সবদিক বিবেচনা করে দেখেছেন রাজেনবাবু। শ্রীকান্ত রায়ের প্রস্তাবটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু হেমকান্তর দিক থেকে একটি অস্তিবাচক বা নেতিবাচক কথা শোনবার। যদি শেষ পর্যন্ত হেমবাবুর মেয়েটি বিয়েতে রাজিও হয় তবে দেনা-পাওনার প্রশ্ন তুলে প্রস্তাবটি কাটিয়ে দেওয়া যাবে। হেমকান্তর সাধ্য নেই মেয়ের বিয়েতে খুব বেশী নগদ টাকা খরচ করার। শচীনের কাছ থেকে হেমবাবুর এসটেটের অবস্থা তিনি মোটামুটি জেনে নিয়েছেন।

নতুন কেনা মহালটা দেখতে গিয়েছিলেন রাজেনবাবু। ফিরলেন দুপুরে। ঘেমেচুমে একশেষ। নৌকো থেকে নেমে একটা ছ্যাকরা গাড়িতে বাড়ি ফিরে স্নান করে যখন খেতে বসেছেন তখন স্বর্ণপ্রভা বললেন, হেমবাবু লোক পাঠিয়েছিলেন।

ভ্রূ তুলে রাজেনবাবু একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, কেন ?

বিয়ের ব্যাপারে এগোতে আরো মাস দুই সময় চেয়েছেন।

কে এসেছিল ?

মনু। আমার যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

কেমন-কেমন মানে ?

ওরা শচীনের মাথাটা খাওয়ার মতলব করছে। ভাল চাও তো শচীনকে বলো, কেন হেমবাবুর এসটেটের কাজ ছেড়ে দেয়।

মাথাটা কী করে চিবিয়ে খাবে ?

মেয়েরা সব পারে।

এই তো শুনি মেয়েটি নাকি এ বিয়েতে রাজি নয়। তারপর আবার মাথা চিবোনোর প্রশ্ন উঠছে কি করে ?

কী জানি। শচীনের জন্য আমরা অন্য পাত্রী দেখছি সেটা বোধহয় ওদের কানে গেছে। তাছাড়া আরো কথা আছে।

আবার কী কথা ?

কোকাবাবুর নাতি শরৎ সেই যে ডাকাতিয়া ছেলেটা, বিশাখা নাকি তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল।

রাজেনবাবু এবার গম্ভীর হলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তাই নাকি ? এতদূর !

www.MurchOna.com

সেই জন্যই বলছি ছেলেকে এখন থেকেই একটু সাবধান করে দিও। যদি এ মেয়ের ফাঁদে পড়ে যায় তবে সারা জীবন নানা জ্বালা পোহাতে হবে।

একটা অতৃপ্ত উদ্‌গার তুলে রাজেনবাবু উঠে পড়লেন।

স্বর্ণপ্রভা পিছন থেকে বললেন, সময় চাইবেই বা কেন! ধিঙ্গি মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখে নষ্ট করছে, তার জন্য আমরা কেন সময় দেবো? তুমি সোজা গিয়ে না করে দিয়ে এসো।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন, কাজটা ওভাবে করতে চাই না। হেমবাবু লোক খারাপ নন।

লোক ভালই বা কিসের? কানাঘুষো তো কিছু কম শুনিনি। মনু আজও বিয়ে বসেনি। লোকের কথা কি আর সব মিথ্যে হয়! এ বিয়ে ভেঙে দেওয়াই তো উচিত। আমি বলি দু-চারটে স্পষ্ট কথা মুখের ওপর বলে ভেঙে দেওয়াই ভাল। আমরা পাত্রপক্ষ, অত যো-হুজুর হয়ে থাকব কেন?

রাজেনবাবু টের পান, স্বর্ণপ্রভা ঠিক আগের মতো নেই। এক সময়ে সংসার চালানোর জন কিশোরী বয়স থেকে এই স্বর্ণপ্রভা কাঁথা সেলাই ইত্যাদি কত কী করেছেন। হেমবাবুর স্ত্রীর আঁতুর ঘরে কাজ পর্যন্ত করেছেন। তার বদলে ধারকর্জ সাহায্য অনেক কিছু পাওয়া গেছে। সুনয়নীর সঙ্গে স্বর্ণপ্রভার একটা সখিত্বও গড়ে উঠেছিল। তবে সেটা সমানে সমানে নয়। বড়লোকের যেমন পারিষদ থাকে স্বর্ণপ্রভাও তাই ছিলেন সুনয়নীর। প্রায়ই এসে বলতেন, বাবা গো, একগলা মিথ্যে কথা বলে এলাম কর্ত্রীর মন রাখতে।

সে সব দুঃখের দিন গিয়ে আজ স্বর্ণপ্রভার জীবনে এক স্বর্ণযুগ এসেছে। স্বামী আর ছেলেরা দু হাতে রোজগার করছে। তিনি নিজে গোপনে বন্ধকী কারবার করছেন। তাঁর মনোভাব বুঝতে রাজেনবাবুর দেরী হয় না।

কিন্তু রাজেনবাবু এখনো সুনয়নীর মানসিকতা অর্জন করতে পারেননি। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মনের পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে একটা বিকৃতিও আছে। অতীতকে বিস্মৃত হওয়া বা ভবিষ্যতের চিন্তা না করাটাই মানুষের স্বভাব। তার চিন্তা শুধু বর্তমান নিয়ে। কিন্তু রাজেনবাবু সব সময়েই এরকম অবিমৃষ্যকারিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চান। অকৃতজ্ঞতা তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি ভেদী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলেই আজ ছুটকো বড়লোকের মতো ভাবভঙ্গি করতে লজ্জা পান।

স্বর্ণপ্রভার প্রস্তাবে রাজেনবাবু সায় দিলেন না। গম্ভীর মুখ করে বললেন, যা স্থির করার আমিই করব। তোমার আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সম্বন্ধটা ভেঙে যাচ্ছেই। কিন্তু সেটা আমাদের তরফ থেকে হওয়া উচিত নয়। কেন নয় সেটা তুমি বুঝবে না।

ছেলেকে তো কিছু বলবে! সে ও-বাড়িতে যায়-আসে এটা আমার পছন্দ নয়। আবার একটা কানাকানি শুরু হবে।

আচ্ছা, সেটা ভেবে দেখছি।

রাজেনবাবু তাঁর ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসে নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগলেন। বাইরে গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ দুপুরে একটা ঘুঘু ডাকছিল। চালের টিনে পাতা খসার শব্দ। পায়রার গাঢ় বকবকম স্বর এক-আধবার শোনা গেল। রাজেনবাবু নিজের বর্তমান বৈষয়িক সম্পন্নতাটা খুব টের পান। কিন্তু ভাবেন, আমার মনে কোনো হীনতা জন্ম নিচ্ছে না! কোনো দেমাকী ভাব! আমি মানুষকে যথাযথ মূল্য দিতে পারছি তো: যথেষ্ট বিনয়ী আছি কি এখনো?

ভাবতে ভাবতে তিনি চোখ বুজলেন। একটু তন্দ্রা এল।

কুঞ্জবনে আজ ধনীরঙের রোদ এক সুন্দর আবহ রচনা করেছে। ভারী নির্জন। ভারী

www.MurchOna.com

নিরিবিলি। রোদের আলপনা আর আঁকিবুকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে। গ্রীষ্মের প্রখরতায় বিবর্ণ গাছপালা কালবৈশাখীর ঝাপটায় আবার সতেজ।

কাছারি ঘরের আড়াল থেকে লতানে গাছে আচ্ছন্ন একটি শুঁড়িপথ বেয়ে কুঞ্জবনে ঢুকল চপলা। তার হাতে ধরা বিশাখার লাজুক হাত।

বিশাখা একটা ঝাপটা দিয়ে বলল, আঃ, ছাড়ো না।

না, তুই পালাবি।

পালাবো কেন? বাঘ না ভালুক?

তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। বিয়ে হলে বুঝবি বরের চেয়ে সাঙ্ঘাতিক জন্তু আর নেই।

হলে তো!

হওয়াচ্ছি, পালাবি কোথায়!

ছাড়ো বউদি, পায়ে পড়ি।

তেমন গরজ তো দেখছি না ছাড়া পাওয়ার। আয় বলছি।

তোমার মাথায় কেন্নো আছে বউদি। আজ সন্ধেবেলায় তো জলসা হচ্ছেই!

জলসায় কী কথা হয় রে বোকা! কথার জন্য জলসা নয়।

দেখা করে লাভ কি?

যদি এল ও ভি ই হয়ে যায়?

যাঃ।

দুজনে কুঞ্জবনে এসে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। চপলা একটা বেগুনী রঙের ছোটো ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজে ঘোমটাটা আবার তুলে দিয়ে বলল, এ জায়গাটা যে এত সুন্দর জানা ছিল না! কেন সুন্দর বল তো!

এটা তো বাজে জায়গা। সুন্দর আবার কী? জঙ্গল, আগাছা, বিছুটিবন।

তোর চোখ নেই।

তা হয়তো নেই।

ঠিকই নেই। তোর জন্য আমার ভাবনা হয়। এ জায়গাটা সুন্দর কেন জানিস! সাজানো নয় বলে।

তুমি কলকাতায় থাকো বলে গাছপালা দেখলেই ভাল লাগে। আমাদের তো তা নয়। গাছপালা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে।

তোর চোখ পচে গেছে, মন পচে গেছে, হৃদয় বলে কিছু নেই।

বেশ তো বেশ। পচে গেছে তো গেছে।

আয় এখানে বসি।

ওমা! ওই ভাঙা গাড়ির পাদানীতে!

তাতে কী! বেশ পরিষ্কার তো!

বিশাখা একটু হাসল। ভারী সুন্দর দেখাল তাকে। আজ তাকে একটু সাজিয়েছে চপলা। চমৎকার একটা বুটিদার নীল বেনারসী তার পরনে। বাজুতে অনন্ত, কব্জিতে বালা আর চুড়ি, গলায় মোটা একটা মটরদানা হার। চুল ফাঁপিয়ে আঁচড়ানো। কিন্তু সাজগোজ বড় কথা নয়। বিশাখা সাজগোজকে উপেক্ষা করেই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকিরণ করছে।

দুজনে ভাঙা গাড়ির পাদানীতে বসে নিচুস্বরে কথা বলতে লাগল।

চপলা জিজ্ঞেস করল, ভয় করছে না তো রে?

বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, না। তবে তোমার এতটা করার দরকার ছিল না। বাবা শুনলে

www.MurchOna.com

তোমার ওপর চটে যাবে।

সে আমি বুঝব। তোর কেমন লাগছে বল!

কিছুই লাগছে না।

বুক কাঁপছে না?

না তো!

ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে না?

একটুও না, এই দেখ না ঠোঁট।

উঃ, তুই পাষাণী বটে। তোর কিছু হচ্ছে না, কিন্তু আমারই তো বুক কাঁপছে।

দেখো আবার, তুমিই শচীনের প্রেমে মজে যেও না

দূর মুখপুড়ী, বলে একটা চিমটি কাটে চপলা।

উঃ! ভীষণ লেগেছে কিন্তু।

তোর কিছু হচ্ছে না কেন?

হবেই বা কেন?

পুরুষমানুষকে লজ্জা হয় না তোর?

তা হয়। কিন্তু পুরুষমানুষকেই হয়। শচীনকে নয়

তার মানে কি শচীন পুরুষ নয়?

তা বলিনি।

তাই বলেছিস। কেন রে, সে কি মেয়েমানুষের মতো?

বিশাখা মাথা নীচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল, বড্ড হিংসুটে, নরমসরম সেটা কি খারাপ?

পুরুষের স্বভাব হবে দামাল।

তুই কাউকে দেখেছিস ওরকম? সত্যি কথা বল তো, কাউকে পছন্দ?

না, তা নয়।

আমার মনে হয়, তুই একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছিস মনে মনে। ভয়ে বা লজ্জায় বলছিস না।

বিশাখা তার জেদী মুখ নত করে রইলো।

চপলা নীচু হয়ে উঁকি মেরে মুখটা দেখার চেষ্টা করে বলল, লুকোচ্ছিস না তো!

বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, না।

ঠিক সেই সময় গরম দু ফোঁটা জল পড়ল বিশাখার হাঁটুতে রাখা চপলার হাতে। চপলা চমকে উঠে বলল, কাঁদছিস? ওমা! কেন রে!

বিশাখা জবাব দিল না। গোঁজ হয়ে রইল।

চপলা বিশাখার কাঁধে হাত রেখে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, চোখ মুছে নে। শচীন দেখলে কী ভাববে?

আমি চলে যাই বউদি? বড় কাতর শোনাল বিশাখার গলার স্বর।

চলে যাবি? আমি শচীনকে তাহলে কী বলব?

যা হয় একটা কিছু বলো।

তা হয় না। বোস। তুই তো বললি বাঘ ভালুক নয়, তবে যাবি কেন?

সব কথা বোঝানো যায় না। আমি অত কথা জানি না।

আচমকাই শচীনকে দেখতে পেল চপলা। মন্দিরের দিকটায় একটা ভাঙা বাড়ির স্তূপ আর আগাছার হাঁটুভর জঙ্গল পার হয়ে আসছে। পরনে কাঁচি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি। ভারী সুন্দর

www.MurchOna.com

দেখাচ্ছে।

আসুন। বলে চপলা উঠে দাঁড়ায়।

শচীন এক ঝলক বিশাখার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে থমথমে মুখে বলে, আপনি খুবই দুঃসাহসী।

চপলা মৃদু স্বরে বলে, আপনিও কম নন।

শচীন মাথা নেড়ে বলে, এ জায়গায় ডেকে আপনি ঠিক কাজ করেননি। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে।

হোক না।

না বউঠান, এটা কলকাতা নয়। জানাজানি হলে সকলেরই অসুবিধে, বিশেষ করে বিশাখার।

নিজের নাম শচীনের মুখে শুনে বিশাখা একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল।

চপলা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিন্তু আপনি তো এসেছেন। না এসে তো পারেননি।

এলাম। বলে শচীন একটু উদাসভাবে ওপরের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হতাশার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নেড়ে বলে, কয়েকটা কথা বলতে আসা।

কী কথা?

এ বিয়ে যে হবে না সেটা আপনি ধরে নিতে পারেন।

হবে না?

না। কিছুতেই না।

আপনার বাড়ির কোনো অমত আছে?

অমত ছিল না। কিন্তু বিশাখার মনোভাব জানাজানি হওয়ার পর অমত হয়েছে।

চপলা হঠাৎ ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, ইস? আমাদের দুর্ভাগ্য।

না। দুর্ভাগ্য কেন! বিশাখা তো এই বিয়ে চায়নি।

ও কী চায় তা ও নিজেই জানে না। বলে চপলা বিশাখার দিকে তাকাল।

বিশাখা অনড় এক পুতুলের মতো যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

শচীন বলল, সেটা আপনি আর বিশাখা বুঝবেন।

শুনুন শচীনবাবু, আপনি নিজে যদি বিশাখার সঙ্গে একটু কথা বলেন, তাহলে বোধহয় ওর একটা ভুল ধারণা কেটে যাবে।

শচীন একটু হাসল। তারপর ধীর স্বরে বলল, ওকে তো আমি এইটুকু বেলা থেকে দেখছি। কথাও বলেছি অনেক। নতুন করে কী আর বলার আছে বলুন। ও বড় হওয়ার পর তো বলেননি!

বলার দরকারও দেখছি না।

চপলা হঠাৎ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আপনার কিন্তু বেশ অহংকার।

শচীন বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, তা নয়। অহংকার থাকলে একটি মেয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে জেনেও আজ এখানে আসতাম না। অহংকার নয় বউঠান। বরং আত্মগ্লানি।

ওর বয়স কম। একটু তো বিবেচনা করবেন।

আপনারা ধরে বেঁধে ওপর ওপর অযথা একটা অত্যাচার করে যাচ্ছেন বউঠান। হেমবাবু করেছেন, মনুদি করেছেন, এখন আপনিও করছেন। আমি বলি কি, বেচারাকে ছেড়ে দিন। বেচারা এত লোকের মতামতের চাপে পড়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে।

চপলার মুখে কথা জোগাল না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, চলুন, তাহলে ঘরে গিয়ে বসি।

www.MurchOna.com

চলুন। ঘর বরং ভাল। অনেক সেফ। এই সব বাগান-টাগানে দেখা সাক্ষাৎ করা ঠিক নয়।

বিশাখা উঠল না। বসে রইল।

চপলা বলল, আয়।

তোমরা যাও। আমি একটু পরে আসছি।

ওমা? জলসা আছে যে একটু পরেই।

যাও না। বিশাখা বিরক্তির গলায় বলে, আমি ঠিক আসব।

চপলা আর শচীন পাশাপাশি হেঁটে ভিতর বাড়ির দিকে চলে গেল। বিশাখা বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাদের গমনপথের দিকে।

বিশাখার শ্বাস ক্রমশ প্রলয়ংকর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল। ভিতরে এক তীব্র জ্বালা। সে টের পায়। সে অনেক কিছু টের পায়।

দাঁতে দাঁত পিষে বিশাখা বলল, তলে তলে মকরধ্বজ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

॥ ৪২ ॥

রেমি যে মারা যাচ্ছে সে বিষয়ে বোধহয় কোনো সন্দেহই নেই। ধ্রুবর সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে আসছিল।

একটু দূরে একা এবং আলাদা হয়ে জয়ন্ত নারসিং হোমের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটার প্রতি একসময়ে যে রাগ আর বিদ্বেষ ছিল ধ্রুবর এখন তা নেই। এখন সে কারো ওপরেই তেমন রাগ করতে পারে না। দিন দিন সে কি অবোধ হয়ে যাচ্ছে? ক্যালাস? হারিয়ে যাচ্ছে আত্মমর্যাদাজ্ঞান?

নিজের সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। শোক নয়, বিরহ নয়, রেমির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তার বড় ভয় করছে। রেমি বেঁচে থাকলে কি ভাল? সে ঠিক করতে পারছে না।

সে গিয়ে জয়ন্তর পাশে দাঁড়ায়। জয়ন্ত সিগারেট খাচ্ছে প্রকাশ্যেই। ধ্রুব যতদূর জানে, জয়ন্ত সিগারেট খায় না। এখন খাচ্ছে সম্ভবত ভিতরকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে সামাল দেওয়ার জন্যই। একবার ধ্রুবর দিকে একটু তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। ঘৃণায়? ভয়ে? কে জানে! কিন্তু ওই তাকানোটা বুলেটের মতো বিঁধল ধ্রুবর শরীরে।

ধ্রুব খুব বোকার মতো প্রশ্ন করল, রেমির কোনো খবর আছে।

খুব খারাপ।

কতটা খারাপ?

যতটা খারাপ হওয়া যায়।

একেবারেই হোপলেস?

ডাক্তাররা সেরকম বলে না। কিন্তু আমি জানি।

ধ্রুব তার লম্বা চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, অপারেশন তো এখনো হয়নি। হলে যদি বেঁচে যায়!

দিদির বেঁচে থাকা কি আপনি চান?

ধ্রুব একথায় রাগ করল না। মাথাটা বড্ড গোলমেলে। বলল, বাঃ, চাইব না, কী বলছ!

দিদি চায় না।

কি চায় না?

দিদি বেঁচে থাকতে চায় না।

www.MurchOna.com

বাজে কথা। বেঁচে থাকতে চাইবে না কেন ?

আমি জানি। আপনিও চান না।

ধ্রুব এবার একটু গরম হল। বলল, জয়, এটা ঠিক তর্ক করার সময় নয়।

জয়ন্ত বিষাদ-মলিন একটু হেসে বলে, আপনার মুখ থেকে এখনো ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। আপনি খুব দুশ্চিন্তা করছেন বলে মনে হচ্ছে না।

ধ্রুব তেমন স্মার্টনেস বোধ করছে না। একথায় মিইয়ে গিয়ে বলল, বিকেলে একটু খেয়েছিলাম। জাস্ট টু সেলিব্রেট। তখন রেমির অবস্থা খারাপ ছিল না।

জয়ন্ত ঠাণ্ডা অথচ বিষাক্ত একরকম গলায় বলল, আপনি কি এ খবর রাখেন যে, দিদির লেবার পেন উঠেছিল তিন দিন আগে ? মেমব্রেন ধারস্ট করায় সমস্ত ফ্লুইড বেরিয়ে যায় তিনদিন আগেই। ট্র্যাক শুকিয়ে যাওয়ায় ডাক্তার ফরসেপ দিয়ে টেনে বাচ্চাটাকে বের করেছে। দিদির শরীরে কীরকম ইনজুরি হয়েছে আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, বাচ্চাটাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকেই দিদি বেঁচে থাকার লড়াইটা আর লড়ছে না। ডেলিভারির পর দিদি ডাক্তারকে বলেছিল, আমার যা হয় হোক, বাচ্চাটাকে আপনারা বাঁচিয়ে রাখবেন। বাচ্চাটার বেঁচে থাকা ভীষণ দরকার।

না, আমি অত সব জানি না।

সেইরকম বিষাক্ত হেসেই জয়ন্ত বলে, তা জানার কথাও আপনার নয়। আপনি কোনোদিনই দিদির জন্য পরোয়া করেননি। আমরা শুনেছি, কিছুকাল আগে আপনি দিদির একটা অ্যাবোরশনও করিয়েছিলেন, যেটার কোনো দরকার ছিল না। এইসব করে আপনি দিদির শরীর নষ্ট করেছেন, মন ভেঙে দিয়েছেন। অথচ সে খবরটা আপনার জানা ছিল না।

বিরক্ত ধ্রুব বলল, এসব কথা বলার অনেক সময় পাবে জয়। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু এখন—

এখনটা তো তখনকারই পরিণতি। আমার দিদি বিয়ের পরই মরে গিয়েছিল কিংবা তখন থেকেই তার মৃত্যু শুরু হয়েছিল। আজ শুধু শী উইল বি টারমিনেটেড। তার বেশী কিছু নয়। ভাবছেন কেন ? খুব বেশী উতলা বোধ করলে আরো কয়েক পেগ চাপিয়ে নেবেন। খুব নরমাল হয়ে যাবেন তাহলে।

ধ্রুব টের পাচ্ছে তার ভিতরে একটা আগুন নিবে গেছে। কিছুতেই সে উত্তপ্ত হতে পারছে না। হাজির জবাবের জন্য তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, সে ঠোঁটকাটাও বটে কিন্তু কিছুতেই মুখে কথা আসছে না। কিন্তু কী নিবে গেল ? কিসের আগুন ? এমন সেঁতিয়ে আছে কেন ভিতরটা ?

একথা ঠিক যে, সে দায়িত্বশীল স্বামী নয়, বাপের সুযোগ্য পুত্র নয়, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে জামাই হিসেবে পেয়ে খুব গৌরবান্বিত বোধ করে না। এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু ধ্রুবও তো দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছে। তারও তো একটা বার্তা আছে দুনিয়াভর গাড়লদের প্রতি। গিদধড়রা সেটা বুঝতে চাইছে না কেন ?

ধ্রুব হঠাৎ টান টান সোজা হয়ে ভিতরকার নিবন্ত আগুনে কিছু রাগের বাতাস লাগিয়ে জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা আমার কাছে কী একসপেকট করেছিলে ?

সেটা জেনে আপনার কী হবে ? আপনার ভিতর সেটা নেই।

আমার মধ্যে অনেক কিছুই নেই। কিন্তু তোমরা কোনটা চেয়েছিলে সেটা একটু জেনে রাখি।

যেটা নেই সেটার কথা বলে লাভ কী ? যেটা আছে সেটার কথা বরং বলুন।

সেটা কী ?

আপনারা এত অহংকারী কেন ?

আমি অহংকারী ? কে বলল ?

বলার দরকার হয় না। আপনাদের চালচলনে সেটা অত্যন্ত প্রকট।

www.MurchOna.com

বাজে কথা।

আপনার বাবা একটু আগে বলেছেন, নিজেদের লোক ছাড়া আর কারো রক্ত দিদিকে দেওয়া চলবে না। কেন আমি জিজ্ঞেস করিনি। উনি মনে করেন তাতে ওঁদের বংশের রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে।

ধ্রুব একটু ফাঁকা আওয়াজ করে হাসল, ওঃ, বাবার কথা ছেড়ে দাও।

আপনার পক্ষে কথাটা বলা সোজা, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা হজম করা শক্ত। আমি দিদির ভাই হয়ও তাকে রক্ত দিতে পারব না জাস্ট একটা প্রিমিটিভ ক্ল্যানিশ হুলিগানের সেটা পছন্দ নয় বলে। এটা অহংকার নয়?

ধ্রুব চোখ গোল করে সপ্রশংস চোখে জয়ন্তর দিকে চেয়ে বলল, বাঃ, দিব্যি বলেছো তো! এ কথাগুলো এতকাল আমার মাথায় আসেনি কেন সেটাই ভাবছি। কী কী বললে যেন: প্রিমিটিভ, ক্ল্যানিশ হুলিগান? না? বাঃ!

কথাগুলো আমি আপনাদের পুরো পরিবারের সামনেই বলতে পারি, এমন কি আপনার বাবার মুখের ওপরেও।

আমি জানি, ইউ আর এ কারেজিয়াস বয়। বুদ্ধিমানও।

আমি কিন্তু ইয়ার্কি করছি না।

আমিও করছি না। কিন্তু একটু একটু ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে।

হলে হচ্ছে।

কিন্তু ভাল হচ্ছে না জয়। তোমার দিদির এই অবস্থায় আমরা ঝগড়া করতে পারি কি?

দিদির এই অবস্থা বলেই আমি চুপ করে থাকতে পারছি না।

এক্ষুনি একটা শো-ডাউন চাও?

যদি বলি চাই?

তাহলে তোমার কাজটা সহজ করে দিতে পারি।

কী ভাবে?

তোমার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে? পেনসিলকাটা ছুরি হলেও চলবে।

নেই।

ঠিক আছে। ওই যে সামনে একটা মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট হাউস তৈরি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো?

পাচ্ছি। তাতে কি?

চলো দুজনে ওখানে যাই।

তারপর?

ওখানে আমি তোমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি একটা পাথর বা আস্ত ইঁট যা পাবে খুঁজে নিয়ে আমার মাথায় মারো। কোনো সাক্ষী থাকবে না।

হঠাৎ আপনি এত উদার হয়ে গেলেন যে!

আমি আজকাল শুধু একটা কথাই ভাবি, যুদ্ধ নয়, শান্তি।

মাতাল অবস্থায় না হলে প্রস্তাবটা ভেবে দেখতাম। কিন্তু আপনি তো নরমাল নন।

সুতরাং আবার ঝগড়া?

ঝগড়া করতে চাইছি না। আপনি আপনার পরিবারের কাছে যান। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

আমিও একা। ওরা আমার তেমন কেউ নয়।

পেটরোল পামপের দিক থেকে একজন অতি সুপুরুষ যুবা এগিয়ে এল। তাকে কলকাতার

www.MurchOna.com

অর্ধেক লোক চেনে। রাজা ব্যানারজি। দুর্দান্ত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক। তাছাড়া কয়েকটা ফিলমেও নেমেছে।

কখন এলে ধ্রুবদা ?

এই তো। কি খবর রে ?

রাজার মুখে গভীর বিষাদ ও শোক থমকে আছে। ছাইরঙা প্যান্ট, দুধসাদা হাওয়াই শার্ট ছাড়া গায়ে কিছু নেই। এই পোশাক এবং শোকের ছাপ সত্ত্বেও তাকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাকে জড়িয়ে রেমির নামে একটা রটনা শুরু হয়েছিল। তা বলে রাজার ওপর কোনো রাগ বা অভিমান নেই ধ্রুবর। জীবনের খেলায় নিয়মকানুন অন্যরকম। কত ফাউল, কত সেমসাইড হয়, রেফারি চোখ বুজে থাকে।

রাজা তাদের কাছাকাছি এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কী করবে তা ভেবে স্থির করতে পারছিল না। ধ্রুবর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

রাজার দিকে সাপের চোখের মতো একজোড়া কুটিল ও হিংস্র চোখ চেয়ে ছিল। সে চোখ জয়ন্তর। কিন্তু রাজা ওকে লক্ষ্য করল না।

অনেকক্ষণ বাদে রাজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কী হবে ? অ্যাঁ !

কাকে জিজ্ঞেস করল তা ঠিক বোঝা গেল না। বোধহয় কাউকেই নয়। তার বুকের ভিতর থেকে প্রশ্নটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

লবিতে তখন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘিরে অনেক লোক। কৃষ্ণকান্ত একটা বড়ি খেয়েছেন। বুকে একটা ব্যথা হচ্ছেই।

কে যেন আবার একবার মোলায়েম গলায় বলল, আপনি চলে যান না। গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা তো রয়েছি।

কৃষ্ণকান্ত গর্জে উঠলেন না। তবে সেই অবিমৃষ্যকারীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কি জানো যে, আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হতে চলেছি ? এ সময়ে কোনো ছেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে ? বিশ্রাম জিনিসটা কি শুধু শরীরের ব্যাপার ? মন যেখানে চঞ্চল অস্থির সেখানে শরীরের কি কোনো বিশ্রাম আছে ?

অবিমৃষ্যকারীটি গা-ঢাকা দিল।

প্রতি দশ পনেরো মিনিট অন্তর ও টি থেকে কেউ না কেউ এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে।

খুব আশাপ্রদ খবর নয়। রক্তচাপ ক্ষীণ, স্রাব সাংঘাতিক, চেতনা প্রায় নেই। তবে আশা তো ছাড়া যায় না।

সাত আটজন ইতিমধ্যেই রক্ত দিতে তৈরি হয়েছে। কৃষ্ণকান্ত বলেছেন তিনিও দেবেন। ডাক্তার বলেছে অত রক্তের দরকার নেই। গ্রুপ মিলিয়ে তিনজনের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত যথেষ্ট।

ও টি-র দরজা কিছুক্ষণের জন্য আঁট করে বন্ধ করা হবে। সারজেন তৈরি, অজ্ঞান করার বিশেষজ্ঞ তৈরি, নার্সরা তৈরি।

কৃষ্ণকান্ত হাহাকারের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ওই হনুমানটা আসেনি ? সেটা কই ?

জগা বলল, এসেছে। বাইরে আছে।

এখানে ডেকে আন। আমি ওকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

জগা একটু দ্বিধা করল। কর্তাবাবুর কথার অমান্য চলে না। তবু সে একটু অপেক্ষা করে কৃষ্ণকান্তর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল।

কৃষ্ণকান্ত বিবশ হয়ে শুধু সামনের দিকে চেয়ে রইলেন।

না, এরা কেউ চায় না তো তাকে।

www.MurchOna.com

চাইলে সে এই পৃথিবীতে থেকে যেতে পারত আরো বহুদিন। ওই যে রক্তমাংসের ছোট্ট একটা পুঁটুলি পড়ল তার পেট থেকে-পড়েই প্রাণ পেয়ে জানান দিল, পৃথিবীতে এসেছে এক দামাল শিশু, ওকে বড় করত রেমি। বুকের ওম দিয়ে, চুমু দিয়ে, চোখের দৃষ্টিতে বার বার লেহন করে, দশ হাতে ঘিরে ধরে বড় করে তুলত আস্তে আস্তে। নিজের সবটুকু আয়ু কি শেষ হয়ে গেল ওকে পৃথিবীতে আনতে ?

না তা নয়। তার বাচ্চাটাকে যেন অপয়া না ভাবে কেউ। বড় নিষ্পাপ, কুসুমকোমল ও জানে না তো পৃথিবীর পাপ-পুণ্য ভালমন্দের কথা। ও ওর মাকে মারেনি। যারা মেরেছে তারা মুখোশ এঁটে চিরকাল বহাল থাকবে পৃথিবীতে।

না, কেউ চায়নি রেমি বেঁচে থাক। রেমির এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছে, ওগো তোমরা শোনো। ডাক্তার বদ্যি নয়, ওষুধ নয়, অপারেশন নয়, রক্ত নয়, শুধু কেউ একটু চাইলেই আমি বেঁচে থাকতে পারতাম। শুধু মনপ্রাণ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যদি কেউ চাইত, রেমি বেঁচে থাক।

না, ভুল হচ্ছে রেমির। একথা তো ঠিক নয় যে, কেউই তার বেঁচে থাকা চায়নি। চেয়েছিল কেউ কেউ। তবে তাদের চাওয়ার ভাব ছিল অন্য রকম। রেমি চেয়েছিল একজন, মাত্র একজন তাকে চাক।

হায়, সে না চাইলে রেমি বেঁচে থাকে কী করে ?

রেমির চোখ থেকে মাঝে মাঝে আলো মুছে যাচ্ছে। আবার অন্ধকার কেটে ফুটে উঠছে থোপা থোপা আলো। মৃত্যু কী রকম গো ? খুব অন্ধকার ! না কি আলোয় আলো !

রাজা এসেছিল না এক দুপুরে ! ধ্রুবর কী সব খবর নিয়ে !

তারপর তারা বেরোলো ধ্রুবকে খুঁজতে।

ধ্রুবর জন্য কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করছিল না রেমি। তবু রাজার সঙ্গে যে বেরোলো তার কারণ বেশ কয়েকদিন সে ঘর থেকে আদপেই বেরোয় নি।

কৃষ্ণকান্ত দিল্লি থেকে জরুরি ডাক পেয়ে চলে গেছেন। কাজেই কাউকে কিছু না জানালেও চলে। তবু লতুর জন্য একটা চিরকুট রেখে গেল। লতু কোথায় গেছে, কখন ফিরবে তার কোনো ঠিক নেই। মেয়েটা বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকে। যদি ফেরে এর মধ্যে তবে চিরকুট পাবে। বাড়ি আগলানোর কোনো লোক রইল না। তার অবশ্য দরকারও নেই। বনমালী আছে, জগার ছেলে আছে, তারা বুক দিয়ে আগলে রাখবে বাড়ি। এরা মাইনে করা কাজের লোক বটে কিন্তু আত্মীয়ের বেশী। দেখে মনে হয়, কৃষ্ণকান্ত কিছু লোককে স্থায়ীভাবে সম্মোহিত করে রেখেছেন। কৃষ্ণকান্ত এই কাজটা খুব ভালই পাবেন। তাঁর সম্মোহন যে কত সাঙ্ঘাতিক তা কি রেমিও হাড়ে হাড়ে টের পায় না ! আর এই সম্মোহনের জাল কেটে বেরিয়ে যাওয়ারই কি প্রাণপাত চেষ্টা করছে না দুর্বল ধ্রুব ?

রাজা হনহন করে ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটছে দেখে রেমি বলল, কোথায় এলোপাথারি হাঁটছ ? ট্যাকসি ধরো না ! ওই তো ট্যাকসি।

আরে দূর। বড়লোকি ব্যাপারে আমি নেই।

বেশ তো ছেলে তুমি ! বড়লোকি ব্যাপার আবাব কী ! আমি বাপু ঢ্যাকর ঢ্যাকর করে ট্রামে বাসে যেতে পারব না।

বউদি, খুব কিন্তু রেলা হয়েছে তোমার !

ওমা ! সে আবার কী !

ক'দিন আগেও মিডলক্লাস ছিলে। বিয়ের পর আপার ক্লাস মেনটালিটি এসে গেছে। অত ট্যাকসি ট্যাকসি কর কেন ? কলকাতার বাস-ট্রামে মানুষই যায়, গরু ভেড়া নয়। চলো।

আহা, এখন অত ঝামেলা ভাল লাগে। তোমার দাদার খবর এনেছো, এসময়ে টাইম ওয়েস্ট

www.MurchOna.com

করতে আছে ?

কে বলল খবর এনেছি ?

তুমিই তো বললে !

পাকা খবর নয়। উড়ো খবর।

তাই না হয় হল। ট্যাকসি ধরো তো, ভাড়া আমি দেবো।

রাজা মাথা নেড়ে বলল, মেয়েরা ভাড়া দেয় নাকি ? আমি রোজগার কিছু কম করি ভেবেছো ? ভাড়া দেওয়ার ভয়ে বুঝি ট্যাকসি করছি না ! তুমি একটা যাচ্ছেতাই।

আচ্ছা বাবা, ভাড়া তুমিই দিও। কিন্তু পায়ে পড়ি, ট্যাকসি নাও। না হয় চলো বাড়ি ফিরে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসি।

দরকার নেই। ট্যাকসি নিচ্ছি। নাহলে তো কৃপণ ভাববে।

ভাবতাম। বাঁচালে।

ট্যাকসিতে উঠে রাজা কিছুক্ষণ কথা বলেনি। তারপর হঠাৎ বলল, ধ্রুবদার ব্যাপারে তুমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড জানি। কিন্তু এতটা নির্বিকার হয়ে গেছ তা জানতাম না।

নির্বিকার ! কই, না তো ! এই তো তোমার সঙ্গে তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।

কিন্তু প্রথমে যেতে চাওনি। আমি জোর করায় যাচ্ছো।

তা খানিকটা বটে। আসলে আমি ওকে তোমার চেয়ে বেশী চিনি কিনা

রাজা একটু চুপ করে থেকে বলল, কতটা চেনো তা জানি। কিন্তু ধ্রুবদা আমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশী ব্রিলিয়ান্ট। লেখাপড়ায় ভাল ছিল সেটা কোনো ফ্যাকটর নয়। কিন্তু মানুষ হিসেবেও ধ্রুবদা নাম্বার ওয়ান। কেন এরকম হল বলো তো !

॥ ৪৩ ॥

অনাথ ডাক্তারের মেলা টাকা। ডাক্তারী করেও টাকা করেছে, পাটের চালান দিয়েও করেছে। টাকা রাখার জায়গা নেই। লক্ষ্মী যাঁকে বর দেন তাঁর দরজা দিয়ে পারতপক্ষে মা সরস্বতী হাঁটতে চান না। অনাথের ছেলেগুলো মানুষ হল না। তবে শহরের একজন মান্যগণ্য লোক হিসেবে অনাথের একটা পরিচিতি আছে। বাড়ি, গাড়ি, টাকা তার কিছুরই অভাব নেই।

হেমকান্তর ঘোড়ার গাড়িটা কালীবাড়ির সামনে এসে থামল। নাতি-নাতনীরা এখানকার পেঁড়া আর বালুসাই ভালবাসে। রোজই কিনে নেন হেমকান্ত। আজও চাকর পেঁড়া আর বালুসাই কিনতে গেছে। হেমকান্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, অনাথ ডাক্তারের গাড়িটা উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। অনাথের ড্রাইভার বনেট খুলে খুটখাট কী যেন করছে।

এ শহরে খুব বেশি লোকের মোটর গাড়ি নেই। যাদের আছে তাঁরা বেশ খাতির পায়। অনাথের গাড়িটার রঙ কালো। চার দরজার সেডানবডি। কয়েক বছর আগে দু' হাজার টাকায় কিনেছিল। মোরগের ডাক দিয়ে হর্ণ বাজে, ধুলো উড়িয়ে ঘরঘর করে চলে। বেশ লাগে জিনিসটা। মোটরগাড়ি এখনো হেমকান্তর কাছে একটা বিস্ময়, একটা রহস্য।

হেমকান্ত দরজা খুলে নেমে পড়লেন। পায়ে পায়ে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁকে দেখে ড্রাইভার লোকটি তটস্থ হয়ে উঠল।

সাধারণ মানুষেরা রাজা-জমিদার, উকিল-দারোগা দেখে ভয় পাবে, এটা স্বাভাবিক। হেমকান্ত এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পান না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, এ লোকটা সামাজিক স্তরে তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এ মোটরগাড়ির বিজ্ঞান জানে। তিনি তা জানেন না। সুতরাং অন্তত এ ব্যাপারে এ লোকটি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত গাড়িটার দিকে মোহমুগ্ধ চোখে একটু চেয়ে ড্রাইভারকে বললেন, এ গাড়ি কিসের জোরে চলে বলো তো !

আজ্ঞে, পেটরল। লোকটা শশব্যস্তে জবাব দেয়। ভারী বিনয়ের সঙ্গে হাত কচলাতে থাকে।

শুধু পেটরল ?

আজ্ঞে আরো জিনিসপত্র লাগে।

আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে ?

লোকটা বিগলিত হয়ে হেসে বলে, আজ্ঞে, দেখবেন ?

হেমকান্ত স্মিতহাস্যে বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে বনেট খোলা মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি দেখতে থাকেন।

অনেকক্ষণ ধরে সাগ্রহে তিনি পাঠ নেন। কোনোদিন যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই শেখেননি তিনি। বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। খুব যে ঠিকঠাক বুঝতে পারেন তাও নয়।

অনেকক্ষণ পর তিনি প্রশ্ন করেন, সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু এর প্রাণটা কোথায় তা রহস্য রয়ে গেল।

আজ্ঞে কর্তা, গাড়ির কি প্রাণ থাকে ?

থাকে না ! এই যে এত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, চাকা, হুইল, আরো কত কী এ সবই তো জড়বস্তু। একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তোলে, জ্বলে, তবে নড়তে পারে গাড়ি, তাই নয় কি ?

লোকটা অত-শত জানে না। বিনয়ের সঙ্গে অবশ্য কথাটা মেনে নিয়ে বলল, সে তো ঠিক কথাই।

হেমকান্ত বললেন, একটা কিছু আছে। সেটা হয়তো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এই যে আমাদের শরীর, এত শিরা-উপশিরা, এত স্নায়ু, পেশী, অস্থি, এসব তো কিছু নয়। একটা স্থূল প্রকাশ মাত্র। এর ভিতরে এক দাহিকাশক্তি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই এটা পচে না, জড়বস্তু হয়ে যায় না।

আজ্ঞে ঠিক কথা। সেই প্রাণটাই তো আজ্ঞে পেটরল।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, পেটরল ইন্ধন। প্রাণ হবে কেন ! যাকগে বাপু, তোমার খানিকটা সময় খামোখা নষ্ট করলাম। কিছু মনে কোরো না।

আজ্ঞে, কী যে বলেন। আমার সৌভাগ্য।

হেমকান্ত গাড়িতে এসে উঠলেন। একটু অন্যমনস্ক। মুখে একটা স্মিত হাসি।

বাড়ি ফিরতেই নাতি-নাতনী দু'জন এসে ধরল তাঁকে। আজকাল এদের সঙ্গে তার বড় ভাব হয়ে গেছে। শিশুদের পছন্দ করলেও, তেমন মাখামাখি পছন্দ ছিল না তাঁর। বাচ্চারা নানা অদ্ভুত কাণ্ড করে, কাঁদে, বায়না ধরে। বিরক্তিকর। কনককান্তির ছেলেমেয়ে দুটো তার সহ্য হবে নয়। কিন্তু তবু এদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানোর পর হেমকান্তর ভিতরে একটা উষর ভূমিখণ্ড হঠাৎ উর্বর ও সেচ-নম্র হয়েছে। অবোধ শিশুও উর্বর ক্ষেত্র। ঠিকমতো কর্ষণ, সেচ ও বপন ঘটালে কী কাণ্ডই না করতে পারে বয়সকালে।

আজকাল নাতি-নাতনীরা তাঁর কোঁচানো ধুতির ভাঁজ নষ্ট করে, ময়লা হাতের ছাপ লাগায় পানজাবিতে। তার ওপর যখন তখন এসে হামলা করে, ধামসায়। হেমকান্ত রাগ করেন না। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশগতি। আমি রইলাম না, কিন্তু আমার প্রাণের অম্লান শিখা রয়ে গেল তো ! এইদিক দিয়ে ভেবে আজকাল তাঁর বিরক্তি কমে গেছে।

নাতি-নাতনীদের হাতে পেঁড়া আর বালুসাইয়ের খাঁচাটা ধরিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন হেমকান্ত।

বাইরের ঘরে এসে নিশ্চিন্তে বসলেন।

আজ প্রাণতত্ত্বের কথা ভাবা যেতে পারে।

সন্ধে হয়ে গেছে। চাকর বাতি দিয়ে গেছে ঘরে। মশার পনপন শব্দ উঠছে চারধারে।

www.MurchOna.com

মনের কথা বলতে গেলেই হেমকান্তর সচ্চিদানন্দর কথা মনে পড়ে। আজ যা ভাবলেন তা সচ্চিদানন্দকে জানানো দরকার। সচ্চিদানন্দ আর এক দফা গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ জানে না, এসব চিঠি তাকে লেখা হলেও তার বিচার-বিবেচনা বা পরামর্শের জন্যই লেখেন না হেমকান্ত। শুধু একটা জায়গায় মনের কথা উজাড় করে দেন। সচ্চিদানন্দ বুঝুক না বুঝুক হেমকান্ত খালাস হয়ে যান।

কালিতে কলম ডুবিয়ে একটু ভাবলেন হেমকান্ত।

ভাই সচ্চিদানন্দ, আশা করি আনন্দে আছো। তুমি আনন্দে থাকিবেই। কোনো কোনো লোক আছে, আনন্দের জন্য তাহাদের পরনির্ভরশীল হইতে হয় না, উপকরণেরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাহারা আনন্দের একটি অফুরান ভাণ্ডার লইয়াই জন্মায়। তাহারা যেখানে যায় সেই জায়গাটিই যেন হাসিয়া উঠে। পৃথিবীতে জ্ঞানী, গুণী, ধনী বা ত্যাগী যত মানুষ আছে তাহার মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ঈর্ষা করি এই সব মানুষগুলিকে। ভাই সৎ চিৎ ও আনন্দ, তুমিও আমার ঈর্ষাভাজন। কী কৌশলে তুমি ওকালতি করিয়া, কংগ্রেস করিয়া এবং পরিবার সামাল দিয়া সুদূর প্রবাসেও অখণ্ড আনন্দে ভাসিতেছ সে কৌশল আমার ইহজীবনে করায়ত্ত হইবে না। ঈশ্বর আমাকে অন্যরকম গড়িয়াছেন। বিমর্ষতা আমার যমজ ভাই। আর আনন্দ তোমার সহজাত কবচকুণ্ডল।

তবে আজ বিমর্ষতার কথা তোমাকে লিখিব না। আজ আনন্দের কথাই লিখিব। কালীবাড়ির সম্মুখে আজ অনাথ ডাক্তারের গাড়িটি বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। অনাথকে বোধ করি ভুলিয়া যাও নাই। সহজে ভুলিবার কথাও নহে। তাহার ভগ্নী সুখদার প্রতি তোমার বিলক্ষণ দুর্বলতা ছিল। সেই পুরাতন ক্ষতে আজ একটু খোঁচা লাগিল কি? লাগিলেও ক্ষতি নাই। যে আনন্দের পাইকারি কারবার লইয়া আছে তাহাকে কী ছাই করিবে স্মৃতি! পৃথিবীতে যাহারা আনন্দ লইয়া থাকে তাহাদের স্মৃতিকে উপেক্ষা করিতেই হয়। স্মৃতি-প্রধান হইলে আনন্দ মাটি হইয়া যায়। সুখদার স্মৃতি মনে পড়িলে তোমার পীড়া উপস্থিত হইবে না জানি। তবু সুখদা নামটি যে তাহার কে রাখিয়াছিল তাহা বুঝিয়া পাই না। তুমি যেমন আনন্দময়, সুখদা বোধ করি তেমনই তমসাময়ী। এই কচি বয়সে বিধবা হইয়া ভাইয়ের বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলিতেছে।

সে কথা যাক। আজ আনন্দের কথা লিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অনাথের গাড়িটা দেখিয়া আমি আজ লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। যে সব শকট আপনিই চলে তাহাদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল সীমাহীন। আমি যন্ত্রবিদ নই বলিয়াই বোধহয় আগ্রহটা বেশি।

গাড়িটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। অনাথের ড্রাইভার তাহা মেরামত করিতেছে দেখিয়া আমি তাহার কাছে জানিতে চাহিলাম, গাড়ির প্রাণ কোনটা। কাহার জোরে গাড়ি চলে।

সে বেচারা সম্মুখে এক বিশিষ্ট মানুষ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তদুপরি সে চালক মাত্র। সে ইঞ্জন জানে, যন্ত্রবিদ্যা জানে, কিন্তু প্রাণতত্ত্ব তাহার জানা নাই। গাড়ি কেমন করিয়া চলে তাহা সে জানে, কিন্তু কেন চলে তাহা জানিবে কী করিয়া?

কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথা বলিয়া গাড়ির যন্ত্রপাতি ইঞ্জন সবই বুঝিয়া লইলাম। একটা ধোঁয়াটে আন্দাজ মতো হইল। গাড়ি কেমন করিয়া চলে তাহা তো একপ্রকার বোঝা গেল, কিন্তু কেন চলে, এ প্রশ্নে আবার অগাধ জলে।

ভাই সচ্চিদানন্দ, নরনারীর মিলনে মানুষ জন্মায় ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু ইহাও মানিতে হইবে মানুষ কখনো একটি মানুষকে তৈয়ারি করে না। সে জন্ম দেয় বটে, কিন্তু কলাকৌশল তাহার হাতে নাই। সে মোটরগাড়ি বানাইতে পারে, মানুষ বানাইতে পারে না।

পারে না যে, তাহার কারণ আমাদের অনধিগম্য, আমাদের সাধ্যাতীত কিছু মানুষের মধ্যে আছে। এমন কি মোটরগাড়ি বানাইলেও সেই গাড়ির প্রকৃত চালক কে তাহা মানুষের পক্ষে ব্যাখ্যা করা বড় সহজ হইবে না। অনাথের ড্রাইভার বড়জোর পেট্রলের কথা বলিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহার অপেক্ষা

www.MurchOna.com

আর একটু আগাইয়া বলিবেন, দাহিকাশক্তি। কিন্তু আমি তবু প্রশ্ন করিতে থাকিব, ওই দাহিকাশক্তি কোথায় নিহিত ছিল, কী করিয়া আসিল ? ইন্ধন না হইলে আগুন মরিয়া যায়। কিন্তু সেই আগুনই চকমকি, দেশলাই প্রভৃতি স্থূল বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে কী করিয়া ? এই অগ্নি কোথা হইতে আসিল ? সেই রহস্যের সন্ধান যদি দিতে না পার তবে মোটরগাড়ি কী করিয়া চলে তাহার সঠিক উত্তর মোটরগাড়ির আবিষ্কর্তারও অজ্ঞাত।

এই শরীরের কোথাও প্রাণকে খুঁজিয়া পাই না। তাহা কোথায় আছে ? মস্তিষ্কে ? চক্ষুদ্বয়ে ? বক্ষদেশে ? খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু সে আছেই। সে নহিলে এই শরীর জড়মাত্র।

এই ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার ভয়, মানুষ অচিরে একদিন পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করিয়া ফেলিবে। সব জানিয়া ফেলিলে আর সে বাঁচিবে কী লইয়া। সে যে তখন স্রষ্টার সমকক্ষ ! এখনও তাহার অজ্ঞাত কিছু আছে, ইহাই ভরসা।

কেন ভরসা জিজ্ঞাসা করিবে কি ? তবে বলি, এই যে চারিদিককার পৃথিবী, এই যে মানুষেরা নিত্য জন্মাইতেছে, হদ্দমুদ্দ হইয়া বিষয়কর্মে ছুটিতেছে, নানা সুখ দুঃখ ভোগ ত্যাগ শেষ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মরিতেছে, ইহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাও ? এই জীবনটা কি গোটাটাই অর্থহীন হইয়া যায় না, যদি না ইহার ভিতরে অন্তর্নিহিত প্রাণরহস্য থাকে ?

মোটরগাড়ি আজ আমাকে এই প্রাণরহস্যের সন্ধান দিল, এমন নহে। প্রশ্নটি আমার ভিতর ছিলই। অনাথের অচল মোটরগাড়ি তাহাকে খোঁচাইয়া তুলিল মাত্র।

এদিককার অবস্থা তো সকলই জান। বিশাখা আমাকে বড়ই হতাশ করিয়াছে। শচীনের মতো পাত্রকে তাহার পছন্দ হইল না। ওদিকে শচীনের জন্য পাত্রী প্রায় স্থির। শ্রীকান্ত রায়ের মধ্যমা কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা প্রায় পাকা হইয়া গিয়াছে। শচীনের দিক দিয়া ভালই হইবে। রায় মহাশয় দিবেন অনেক। উপরন্তু শচীনের ভগ্নীটিকেও নিজ পুত্র জ্যোতিপ্রকাশের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। পাল্টি বিবাহ। শচীন সুখী হইলেই আমার মনের ভার লাঘব হইবে। আমি ছেলেটিকে বড় স্নেহ করি। স্নেহ পাইবার যোগ্যতাও তাহার বিলক্ষণ আছে। অন্য যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিই। বিশাখা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার যে অপমান হইয়াছে তাহা গায়ে না মাখিয়া সে আজও প্রতিদিন আসিয়া আমার এসটেটের কাজকর্ম দেখিতেছে। নানা সুপরামর্শ দিতেছে। এই অহংকারহীনতা বড় কম কথা নহে।

মেয়েটিই আপাতত আমার দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ। বয়স কম তো হইল না। এখনো পাত্রস্থ করিতে পারিতেছি না। মা-মরা মেয়ে, মনে মনে হয়তো আমাকেই দোষারোপ করে। কিন্তু আমি কী করিব ? পৃথিবীর সকল ঘটনার হাল ধরিয়া তো আমি বসিয়া নাই।

গভীর ভালবাসা গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমাকে নিত্য আনন্দে রাখুন। তোমারই হেম।

চিঠিটা যখন মুড়ে রাখছেন তখনই রঙ্গময়ী ঘরে এল।

একটু চমকে ওঠেন হেমকান্ত। রঙ্গময়ী আজকাল এত দূর তো আসে না।

কী খবর মনু ?

রঙ্গময়ী একটু হাসল। কেমন দেখাল হাসিখানা ? কান্নার মতো ?

কী হয়েছে মনু ? উদ্বিগ্ন হেমকান্ত আবার জিজ্ঞেস করেন।

কেন, তোমার কাছে কি এমনি আসতে নেই ?

তা তো বলিনি। হঠাৎ তো এরকম আসো না কখনো !

আজ এলাম একটা কথা বলতে।

কী কথা ?

আমরা চলে গেলে কি তোমার এস্টেটের উপকার হয় ? আয়পয় বাড়ে !

www.MurchOna.com

সে কী কথা ! এ কথা কে বলেছে ?

তোমাকে জিজ্ঞেস করছি । বলো না ।

আমি তো এরকম ভাবে কখনো ভাবিনি ।

রঙ্গময়ীর মুখটা আর একটু ভাল করে দেখলেন হেমকান্ত । মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সে শুকিয়ে যায়, তাম্রাভ হয়ে ওঠে । রঙ্গময়ীর মুখেচোখে সেইরকম একটা ভাব । চোখদুটোয় পাগলের চোখের মতো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ।

রঙ্গময়ী বলল, তুমি নিজে থেকে ভাবোনি, কিন্তু তোমার হয়ে অন্য কেউ হয়তো ভাবছে । তুমি তো সব খবর রাখো না ।

কী হয়েছে একটু খুলে বলবে ?

আজ বিকেলে বাবাকে কাছারিবাড়িতে কনক ডেকে পাঠিয়েছিল ।

কেন বলো তো ! হেমকান্তর বুক কাঁপতে থাকে । কনকের প্রস্তাব তিনি ভুলে যাননি । কিন্তু এখনো হেমকান্ত মতও দেননি । কনক কি তাহলে বিনোদচন্দ্রকে বিদায় হতে বলেছে ? বলাটাই স্বাভাবিক ।

হেমকান্ত বললেন, ডেকে কিছু বলেছে বুঝি ?

খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছে । কিন্তু বলেছে । অন্যত্র আমাদের বাসের ব্যবস্থা করলে অসুবিধে হবে কি না । সঙ্গে এও বলেছে, এসটেটের অবস্থা খুব খারাপ, বাড়তি কর্মচারী পোষার সামর্থ্য নেই ।

হেমকান্ত অভিনয় করতে জানেন না । চুপ করে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগলেন ।

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেমকান্তর দিকে । তারপর বলল, কনক যা বলেছে তা অন্যায় বা অন্যায্য নয় ।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু আমি তো এই প্রস্তাবে মত দিইনি ।

তোমার কাছে তাহলে প্রস্তাব এসেছিল ?

হ্যাঁ । কনকই তুলেছিল কথাটা । ওরা তো আর তোমাদের আসল মূল্য বোঝে না । সবাইকেই ওরা কর্মচারী হিসেবে দেখে । যুগের দোষ মনু । ওকে ক্ষমা করে দিও ।

ক্ষমা করতে একটু আস্পর্ধা লাগে মেজো কর্তা । সেটা আমার নেই ।

তোমার অধিকার কিছু কম নয় মনু । সুনয়নী বেঁচে থাকতে, আর তার মরার পর তুমি যা করেছো তা কি বিনোদচন্দ্রের বেতনে শোধ হয় ?

ওসব কথা তুলছ কেন ? যে কিছু করে সে সবসময়ে সব করার মূল্য খোঁজে না । তাছাড়া সে মূল্য দেবেই বা কেন কনক ?

কনককে তুমি ভুল ভাবছ না তো মনু ?

রঙ্গময়ী একটু কটের সঙ্গে হাসল । মাথা নেড়ে বলল, কেউ আমাকে অপমান করলেই তাকে খারাপ ভাবব আমি কি এত বোকা ? আমাকে তো এ বাড়িতে অনেক ঐটোকাঁটা খেয়ে বড় হতে হয়েছে, কই অপমান লাগেনি তো । তোমার ছেলে কনক যখন দুধভাত অর্ধেক ফেলে রেখে উঠে যেত তখন আমাকে ডেকে এনে খাওয়ানো হয়েছে কত দিন ।

আহা, আবার ওসব কথা কেন ? কনক কী বলল বলো তো !

বললাম তো ন্যায্য কথাই বলেছে । বাবা অবশ্য খুব ক্ষেপে গেছে । দিব্যি ঘন্টা নেড়ে দিন কাটছিল, এখন নতুন করে কাজকর্ম দেখতে হবে । দাদা তো এ বাড়ির ভরসায় লেখাপড়াটা পর্যন্ত ভাল করে শেখেনি । ভরসা জমিটুকু, সেটাও তোমরা দিয়েছিলে । এতগুলো পেট চলবে কিসে সেই ভেবে সকলের মাথা গরম ।

বললাম তো, তোমাদের কোথাও যেতে হবে না ।

তুমি বলছ ?

www.MurchOna.com

হ্যাঁ। আমি।

কিন্তু তুমি কে?

তার মানে?

তুমি আজ যা বলছ তা ভাল ভেবে বলছ। কিন্তু রোজ যদি তোমার ছেলে আর আত্মীয়রা তোমাকে বোঝাতে থাকে যে, এই পুরুতটা নিতান্তই অকর্মার ধাড়ি, তাহলে তুমিও বুঝবে। বিশেষ করে কথাটা তো মিথ্যেও নয়। বাবা তোমাদের ঘাড়ে বসে একটা জন্ম খেয়ে গেল। কয়েকঘর যজমান আছে, কিন্তু তারাও হতদরিদ্র।

আর বোলো না মনু।

শুনতে চাও না?

না। কনক যাই বলুক, ওটা আমার কথা নয়। আজও নয়, কোনোদিনই নয়।

কেন নয়? যদি এসটেট থেকে অকর্মাদের বিদেয় করতেই হয় তবে সবার আগে আমাদেরই বিদেয় করা উচিত। আর যদি আমাদের রাখো তবে সবাইকেই রাখতে হবে। পারবে?

তুমি কী বলো?

আমি কী বলব? আমার মুখ দিয়ে এসব কথা বেরোনো অন্যায়। তবু বলে ফেললাম।

বেশ করেছ বলেছো। এখন বলো আমি কী করব?

আমাদের জন্য তোমার আলাদা দরদ থাকা উচিত নয়!

সেটা আমি বুঝব।

রঙ্গময়ী একটু হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, আমি আজও কেন আছি জানো?

কেন থাকবে না?

না থাকার অনেক কারণ ছিল। কিন্তু আছি কেন সেটা তোমার জানা দরকার।

॥ ৪৪ ॥

সেই একটা দিন কেটেছিল বটে রাজার সঙ্গে। কারণ তাদের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল না। ধ্রুবর খোঁজে তারা বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু রাজা স্বীকার করে নিল, সে ধ্রুবর খোঁজ জানে না।

তাহলে?

তাহলে কী? রাজা বুক চিতিয়ে বলে।

আমাকে নিয়ে এলে কেন?

ওই রাক্ষসপুরীর অন্ধকারে দিনরাত মুখ গুঁজে পড়ে থাকো। তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছিল।

রাক্ষসপুরী! রেমি ভ্রূ কুঁচকে বলল, রাক্ষসপুরী বলছ কেন?

আহা, কথাটা অত শব্দার্থে ধরছ কেন? বাড়িটাকে মোটেই রাক্ষসপুরীর মতো দেখায় না। যথেষ্ট আলোবাতাস খেলে। কলকাতার হালের বাজারদরে এ বাড়ির দাম লাখ সাতেক হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেই হিসেবে বলিনি। কিন্তু ও-বাড়ি তোমার সব সত্তাটাকে গিলে বসে আছে। বাইরে বেরোও না, ঘোরো না, মুখ শুকনো করে থাকো, আড়ালে হয়তো কাঁদোও। কে জানে।

মোটেই মুখ শুকনো করে থাকি না। আর কান্না অত সস্তা নয়।

মেয়ে হয়ে জন্মেছো, আর কাঁদো না, একথা বিশ্বাস করতে বলো?

আমি সহজে কাঁদি না। রাক্ষসপুরী বলতে কী মীন করছো বলো তো! শ্বশুরমশাইকে ঠেস দিয়ে বলছ না তো!

রাজা শুনে খুব হোঃ হোঃ করে হাসল, তারপর বলল, ওঁর স্বভাব খানিকটা রাবণের মতোই বটে। দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতালোভী। তার ওপর রাবণের যেরকম স্বজনপ্রীতি ছিল কৃষ্ণকান্ত

www.MurchOna.com

চৌধুরির স্বজনপ্রীতিও সেরকমই। খুব মিল আছে।

রেমি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, তোমরা সবাই ওঁর এত নিন্দে কেন করো তা জানি না, তবে এটুকু জেনো ওই রাক্ষসপুরীতে যে আজও আমি আছি তা তোমাদের কুট্টিদার জন্য নয়, ওঁর জন্যই।

রাজা মৃদু মৃদু হাসছিলই। বলল, রেগে যাচ্ছো কেন। রাবণের যেমন বিস্তর গুড সাইড ছিল ওঁরও তেমনি বিস্তর প্লাস পয়েন্ট আছে। সেগুলো তো বলিনি।

থাক, আর বলতে হবে না। তোমাদের চেয়ে ওঁর প্লাস পয়েন্টগুলো আমি অনেক বেশী জানি। ওঁর সম্পর্কে এইসব অপপ্রচার কে করেছে বলো তো? তোমার কুট্টিদা নাকি?

রাজা মাথা নেড়ে বলে, না বউদি, আমরা অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তর আত্মীয়রা প্রায় সকলেই ওঁর গভীর প্রভাবে মানুষ হয়েছি। জন্ম থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে যে, ওই কৃষ্ণকান্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা যাবে না। কে কোথায় মেয়ের বিয়ে দেবে, কে কার ছেলের পৈতে কোন বয়সে দেবে, কে কোথায় জমি কিনবে সবই ওঁর অনুমোদনসাপেক্ষ। এখন অবধি বড় একটা কেউ ওঁর বিরুদ্ধে চলেনি। তবে এও ঠিক লোকটি অসম্ভব ক্ল্যানিস। গোষ্ঠীপ্রবণ যাকে বলা যায় আর কি। আর সেই কারণেই ওঁর নিজের জন কেউ বিপদে পড়লে উনি সঙ্গে সঙ্গে মুশকিল-আসান হয়ে হাজির হন।

তবে ওঁর নিন্দে করো কেন?

রাজা মাথা নেড়ে বলল, তুমি ঠিক বুঝবে না। বিরল সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে তুমি একজন যার সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির ক্ল্যাশ নেই। নইলে চৌধুরি বংশে এবং লতায়-পাতায় আত্মীয়দের মধ্যেও এমন লোক কমই আছে যে ওঁকে যমের মতো ভয় খায় না। সেটা উনি মন্ত্রী বলে নয়। এমনিতেই। আমরা আজ অবধি ওঁর ভয়ে প্রাণ খুলে প্রেম করতে পারি না, তা জানো? বংশে গোত্রে বর্ণে মিল না হলে বিয়ে উনি আটকে দেবেন। তার পরেও যদি সাহস করে এগোয় বা বিয়েটা করেই ফেলে তাহলে তাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে ছাড়বেন।

এরকম হয়েছে নাকি?

বিস্তর। রিসেন্টলি কমলদা ওরকম একটা বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে ঘটনা শোননি!

না তো! কমলদা কে? সেই হুগলি মহসিন কলেজের প্রফেসর? চশমা চোখে, মিষ্টি-মিষ্টি দেখতে?

সেই। একজন ছাত্রীর সঙ্গে লটঘট হয়েছিল একে ছাত্রী তার ওপর বর্ণ আলাদা। কৃষ্ণকান্ত কমলদাকে ডাকিয়ে এনে এমন যাচ্ছেতাই অপমান করলেন বলার নয়।

বিয়েটা হয়েছিল?

পাগল! কমলদা সাহস করলেও পাত্রীপক্ষ এগোয়নি ভয়ে। পাত্রীকে তার বাবা ভয়ের চোটে বিহারে পার করে দেয়। কমলদা চাকরি ছেড়ে কিছুদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল। এখন আবার শুনছি একটা ইংরিজি খবরের কাগজে কলাম লিখছে। তাতে খুব ঝেড়েছে তোমার শ্বশুরকে। প্রবন্ধটার নাম বোধহয় কাস্ট-ইজম অ্যান্ড ডাওরি সিনড্রোম। বর্ণবিদ্বেষের ফলে বিয়েতে পণপ্রথা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এরকমই একটা মত প্রচার করেছে সে। আমাদের বংশ এবং ঝাড়ে বংশে কয়েকজন বিদ্রোহীদের মধ্যে কমলদা একজন।

আর তোমার কুট্টিদা?

সেও একজন। কিন্তু তার বিদ্রোহটা এখন আত্মনিপীড়নে দাঁড়িয়ে গেছে।

সেটা কেমন?

তুমি তার বউ, টের পাও না?

না, তোমার ধ্রুবদাকে আমি ঠিক বুঝি না।

রাজা একটু হাসল আবার। মাথা নেড়ে বলল, আমিও বুঝি না। শুধু জানি, ধ্রুবদা হ্যাভ বিন এ ব্রাইট বয়। ঠিক পথে থাকলে আজ ওকে ঠেকানোর কেউ ছিল না। কিন্তু ধ্রুবদা ট্র্যাকে থাকতে

www.MurchOna.com

পারছে না। নিজের বাবাকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হচ্ছে বেশী। আসলে ধ্রুবদার পথটাই ভুল।

ভীষণ ভুল। ওকে তোমরা বোঝাতে পারো না ?

রাজা হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বলল, কোথায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি জানো ?

না তো ! মিথ্যে কথা বলে তো ঘরের বার করেছো, এবার কী করবে ?

একটা নাটক দেখাতে নিয়ে যাবো।

নাটক ! ওসব আমার এখন ভাল লাগে না।

সে জানি। তোমার জীবনেই নানারকম নাটক ঘটে যাচ্ছে। স্টেজের নাটক তো তার কাছে নস্যি। তবে এ নাটকটার আলাদা একটা চার্ম আছে। আমি এটার মিউজিক করেছি।

মিউজিক করেছো মানে ? তুমিই কি মিউজিক ডিরেক্টর নাকি ?

লাজুক মুখে রাজা বলে, ওরকমই।

তাহলেই হয়েছে।

কেন, আমি কি খারাপ মিউজিক করি ? দুটো সিনেমায় মিউজিক করেছি তা জানো ?

শুনেছি। বাংলা সিনেমা এত ফ্লপ করে কেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

বাজে বোকো না। ঘরের কোণে মুখ গুঁজে একাকিনী শোকাকুলা রাঘব-রমণী হয়ে পড়ে থাকো, কালচারাল ফিল্ডের খবর জানবে কী করে ?

জানার দরকার নেই। আমি নাটক দেখব না।

প্লীজ বউদি।

আমার ভাল লাগছে না। তুমি মিথ্যে কথা বলে আমাকে যন্ত্রণা দিলে কেন বলো তো ! তোমার কুট্টিদার সত্যি কোনো খবর রাখো না ?

রাজা গম্ভীর হয়ে বলল, দুঃখিত বউদি। কী বললে যে তুমি বাড়ির বাইরে বেরোতে উৎসাহ পাবে তা বুঝতে পারছিলাম না। তবে কুট্টিদার খবর রাখি না, এটাও সত্যি কথা নয়।

রাখো তাহলে ! বলছ না কেন ?

সত্যিই শুনতে চাও ?

চাই। কেন চাইব না ?

একটু আগে কিন্তু উৎসাহ দেখাওনি।

এখন দেখাচ্ছি। শত হলেও সে আমার স্বামী।

ঠিক আছে। কুট্টিদা তিন দিন আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। একরাত্রি ছিল।

এখন নেই ?

না। পরদিনই চলে গেছে। তবে কলকাতাতেই আছে এবং যতদূর জানি অফিসও করছে আমাদের কী বলে গেছে জানো ?

কী করে জানব ?

বলে গেছে পুলিশের ভয়ে বাড়ি আসতে পারছে না।

বাজে কথা।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি নাকি পুলিশকে অ্যালার্ট রেখেছেন, বাড়ি ফিরলেই কুট্টিদাকে অ্যারেস্ট করা হবে।

মোটেই নয়।

শুনেও কুট্টিদা ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। ইন ফ্যাক্ট পুলিশের অনেক বড়কর্তা কুট্টিদার হাতের পুতুল।

সেও জানো না বোধ হয়।

www.MurchOna.com

জানোই তো কুট্টিদা কীরকম। ওর লাইন অফ কনফ্রনটেশন একটু আলাদা ধরনের। নিজের বাপের বিরুদ্ধে সে একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার চালাচ্ছে। ফেরার হয়ে থাকলে নাকি মন্ত্রীমশাইয়ের বেইজ্জতি হবে।

কোথায় আছে জানো না?

না। জানব কী করে?

জানো। বলবে না।

রাজা ঠোঁট একটু চেপে কী একটু ভেবে বলল, ধরো তাই।

ওর কি ধারণা খবর পেলেই আমি সেখানে গিয়ে ওকে ধরে আনব?

না। ওর ধারণা তুমি জানলে তোমার শ্বশুরও জেনে যাবেন।

কেন, আমি জানলে উনি জানবেন কেন?

তুমি নাকি শ্বশুরমশাইয়ের কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারো না!

ভুল ধারণা। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে ওর সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে গোপন রাখতে হয়।

সে আমি জানি না।

জানো না তো বেশ বোলো না। তবে তোমার কুট্টিদা তো অফিসও করছে। আমি যদি সে খবরটা শ্বশুরমশাইকে দিই!

সেটা তুমি দেবে না, কুট্টিদা জানে।

কেন, এ খবরটা দেবো না কেন?

পুলিশ গিয়ে অফিসে হামলা করলে তোমার বরের চাকরি যাবে।

ওর আবার চাকরি। বছরে দুটো করে ছাড়ছে, দুটো করে পাচ্ছে। আর একটা কথা তোমার কুট্টিদাকে বোলো। যদি শ্বশুরমশাইকে অপমানই করতে চায় তবে ফেরার না থেকে পুলিশে সারেণ্ডার করলেই বরং শ্বশুরমশাইয়ের বেশী অপমান হবে।

কুট্টিদা অ্যারেস্টেড হলে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইটা চালাবে কী করে? তাই—

উঃ, কী যে পাগল না তোমরা! সবাই পাগল। বাপের ওপর ছেলের এত আক্রোশ থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না।

তুমি তো ফ্যামিলির ইতিহাস জানোই বউদি। কী আর বলব! কুট্টিদা পাগল হলেও ন্যাচারাল পাগল নয়। পরিস্থিতির চাপে ডিসব্যালান্সড।

ওসব বাজে কথা। [illegible] সমস্যা নিয়ে একটা [illegible] করে যাচ্ছে।

যাক্‌, প্রসঙ্গটা আজ থাক। তোমাকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আজ বের করে এনেছি।

হঠাৎ আমাকে আনন্দ [illegible] তোমার মনে হল কেন?

আমরা যে সবসময়ে তোমার কথা [illegible]

আমার কথা! আমি এমন একটা কে যে আমার কথা ভাবো তোমরা!

আমাদের পুরো বংশ এবং বাড়ি [illegible] যারা আছে সবাই তোমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন। আমরা [illegible] কথা জানি। [illegible] তোমার [illegible] অনুমান করতে পারি। সবাই বলে তুমি খুব [illegible] টাইপের! আর [illegible] করছ।

[illegible] আমি [illegible] গেছে।

[illegible] খবর পেয়েছি, কুট্টিদার সঙ্গে তোমার [illegible]

[illegible] আরও [illegible] যাচ্ছিল। [illegible] হয়নি।

চলো বউদি, ট্যাকসিই ধরি। তুমি বড্ড একগুঁয়ে।

কেন, আমার তো হাঁটতে বেশ লাগছে।

সেটা তোমার লাগছে। আমার লাগছে না। তোমাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতা শহরটা একটু ঘুরে দেখাই চলো। তারপর সন্ধে সাড়ে ছ'টায় নাটক।

নাটকটা কি দেখতেই হবে?

তোমার ভাল লাগবে দেখো।

কী করে বুঝলে [illegible] লাগবে?

লাগবে। [illegible] শুনেই দেখ না একদিন।

নাটক দেখা [illegible] পাওয়া [illegible] আমার কাছে কোনো [illegible] নয়। আমার ভাল লাগে না।

[illegible] কী করবে?

আমাকে একবার ওর অফিসে নিয়ে যাবে?

ও বাবা!

কেন, ওবাবা কেন?

পারব না বউদি। কুন্তিদা মেরে ফেলবে।

তুমি কি ওকে ভয় পাও?

ভীষণ।

কেন বলো তো! ওর মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো কী আছে?

কুন্তিদা কতটা ভয়ংকর হতে পারে তুমি জানো না। এমনিতে রাগে না সহজে। কিন্তু রেগে গেলে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়।

ঠিক আছে। চলো কোথায় যেতে হবে।

ট্যাকসি নিই?

রেমি থেমে গিয়ে বলল, নাও।

কি হয়েছিল তা আজ রেমির স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু একটা হয়েছিল নিশ্চয়ই। খুব ভাল কেটে গিয়েছিল দিনটা।

এখন অপারেশন টেবিলে শোওয়া রেমি তার অর্ধচেতনার মধ্যেও টের পায়, দিনটা ছিল হুড়িংগর্ভ। রাজার সঙ্গে সেই তার প্রথম ঘনিষ্ঠতা।

ডাক্তাররা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। রেমিকে একটা ঢেউ সংজ্ঞাহীনতার অতল সমুদ্র থেকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চেতনার বেলাভূমিতে নিয়ে এল। রেমির মনে হল ডাক্তার নার্স সবাই বড় অসহায়।

বাস্তবিকই তাই। রেমির রক্তচাপ দ্রুত কমে আসছে। এ অবস্থায় তার শরীরে অস্ত্র চালানো বিপজ্জনক।

[illegible] চারদিকে চেয়ে [illegible] মানুষদের দেখছিলেন। [illegible] জন্যই আজও [illegible] সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা যোগাযোগহীন হয়ে যায়নি। দেশভাগের পর [illegible] জীবনেই উল্টোপাল্টা [illegible] গেল। কে কোথায় যাবে, কোন ঠিকানায় [illegible] কোনো স্থিরতা নেই। সেই [illegible] সোনা-রোদো [illegible] বাসা ছিল সে সব [illegible] করে দিয়েছিলেন [illegible] তারপর মাত্র কয়েক মাসের [illegible] কোনো কার্পণ্য ছিল না।

www.MurchOna.com

যারা পাকিস্তানেই থেকে গেল তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক পরে চলে আসে। তাদের ব্যবস্থাও তিনি বিনা প্রশ্নে করে দেন। তাঁর বাবা হেমকান্ত চৌধুরি খুব কাজের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু স্নেহপ্রবণ ছিলেন। বড় বেশী স্নেহপ্রবণ। হেমকান্তর ওই সদ্‌গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণকান্তর মধ্যেও এসেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, উপকার যেমন করেছেন, তেমনি এদের টিকি বাঁধা পড়েছে তাঁর কাছে। আজও তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এদের কারো নেই। এরা কি তাঁকে ঘৃণা করে ? করুক, সেই সঙ্গে এরা এও জানে, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরিকে অস্বীকারও করা যায় না, উপেক্ষাও সম্ভব নয়।

কৃষ্ণকান্ত একজন নবাগতকে দেখে স্তিমিত কণ্ঠে বললেন, কমল, এসেছিস ?

কমল ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল, এইমাত্র মামা। খবর পেতে একটু দেরী হয়েছিল।

দেখ, এখন আমার কপালে কী লেখা আছে।

রেমির অবস্থা কী ?

ভাল নয় নিশ্চয়ই। ডাক্তার নার্স তো কেউ কিছু বলছে না স্পষ্ট করে। মুখচোখ দেখে বুঝতে পারছি কিছু ঘটতে চলেছে। তোরা দেখ কে কী করতে পারিস। ফুলু, তোর এক কে চেনাজানা তান্ত্রিক আছে না ?

ফুলু এগিয়ে এসে বলে, আছে মামা। বারাসতে।

কিছু করতে পারবে ?

যাবো মামা ?

যা না। দেখ আমার গাড়িটা না হয় তো মহেন্দ্রর গাড়ি নিয়ে চলে যা। পারিস তো তুলে নিয়ে চলে আয়।

যাচ্ছি। বলে ফুলু দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণকান্ত সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আর কারো এরকম কেউ আছে ? তান্ত্রিক, যোগী, হোমিওপ্যাথ যে কেউ।

চারদিকে একটা গুঞ্জন শুরু হল।

দুলাল—কৃষ্ণকান্তর এক নাস্তিক ভাইপো বলল, ওসবে কিছু হবে না কাকা। যা ডাক্তাররা করছে করুক।

কৃষ্ণকান্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে মৃদু কঠিন সুরে বললেন, সব বুঝে গেছিস দেখছি।

দুলাল একটু লজ্জা পেয়ে সরে গেল।

জীবন—কৃষ্ণকান্তর এসটেটের প্রাক্তন নায়েবের ছেলে—বলল, যদি বলেন তো ডাক্তার গাঙ্গুলিকে নিয়ে আসি।

ডাক্তার গাঙ্গুলি কে ?

মস্ত হোমিওপ্যাথ। এম আর সি পি, এফ আর সি এস।

হোমিওপ্যাথি করে কেন ?

ওরকম অনেক অ্যালোপ্যাথই করে। তবে একে আপনি চেনেন। অনুশীলন সমিতিতে ছিল। ব্রিটিশ আমলে সরকার সব ডিগ্রি কেড়ে নেয়।

কৃষ্ণকান্ত সোজা হয়ে বসে বলেন, থগেনের কথা বলছিস নাকি !

হ্যাঁ। সেই।

দূর ! ও ডাক্তারির কী জানে। ধর্ম ছেড়ে একবার খ্রীষ্টান হয়েছিল মনে নেই ?

সেটা দায়ে পড়ে।

ওসব জানি।

www.MurchOna.com

ডাক্তার কিন্তু খুব ভাল।

কৃষ্ণকান্ত এক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন, তাহলে যা। ট্যাকসি পেলে ভাল, না হলে কারো গাড়ি নিয়ে যা।

একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্তকে খুশি রাখতে এত রাতেও হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, আমার গাড়ি আছে। বলুন, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত দৃকপাতও করলেন না। জীবন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজলেন। তারপর টান শরীরটা শ্লথ করে আবার হেলান দিয়ে বসলেন। সকলেই এসেছে, সকলেই আসবে। কিন্তু এত মানুষের সদিচ্ছাও তাঁর বউমাকে বাঁচাতে পারবে কি?

বউমাটির জন্য কৃষ্ণকান্তর বুকের মধ্যে ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে ব্যথা। বড় ব্যথা। এই ব্যথাই একদা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। হোক। আজ যদি কৃষ্ণকান্ত তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে রেমির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারতেন তো তাই দিতেন।

জীবনে এত স্নেহ তাঁর কাছ থেকে কেউ কখনো পায়নি। অথচ রেমি ছেড়ে যাচ্ছে তাঁকে।

কৃষ্ণকান্ত চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা এসেছে?

কয়েকজন সমস্বরে জবাব দিল, এসেছে।

একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল কৃষ্ণকান্তকে।

বহুকাল আগে, ধ্রুব যখন ফেরার, রেমি যখন বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবছে, তখন এই রাজাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিজের চেম্বারে। খুব বিশ্বাসযোগ্য ছেলে। নির্ভর করা যায়।

বললেন, ক'দিনের জন্য আমি দিল্লি যাবো, তুই ক'টা দিন বউমাকে একটু দেখাশোনা করবি?

আমি! রাজা অবাক হয়ে বলল, আমি কেন?

তুই না কেন?

বউদির সঙ্গে আমার তো তেমন—

তার দরকার নেই। তুই-ই দেখবি।

রাজা দ্বিধা করে বলল, আচ্ছা, খোঁজ নেবো।

খোঁজ নয়। গিভ হার রেগুলার কমপ্যানি।

আচ্ছা।

শোন গাড়ল, যেমন তেমন কমপ্যানি নয়। ধ্রুবটা যা করেছে তা কহতব্য নয়। বউমা ডিভোর্সের কথা ভাবছে। আই ওয়ান্ট হার মোলডেড। তার জন্য যতদূর যা করতে হয় করবি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত সেদিন রাজাকে গোটা প্ল্যানটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

॥ ৪৫ ॥

কয়েকদিন যাবত অনেক ভাবলেন হেমকান্ত। অবস্থা গতিক যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিনোদচন্দ্রকে কিছুতেই আর চক্ষুলজ্জা বজায় রেখে এ বাড়িতে অধিষ্ঠান করতে দেওয়া যায় না। অথচ মনু চলে যাবে, একথা ভাবতেও পারেন না হেমকান্ত। মনু তো একটা মেয়েই মাত্র নয়, সে তাঁর অস্তিত্বেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হেমকান্ত দাপট দেখাতে জানেন না। কৌশল বা কূটবুদ্ধিও তাঁর নেই। তবু মাথা খাটিয়ে অনেক ফন্দি-ফিকির বের করার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য কোনোটাই তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হল না।

www.MurchOna.com

এর মধ্যেই একদিন কনককান্তি কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। তবে বউ আর ছেলেমেয়েকে রেখে গেল কিছুদিনের জন্য। এখনো বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ। চপলারও তেমন যাওয়ার ইচ্ছে নয়। ঠিক হল, পরে কেউ গিয়ে ওদের কলকাতায় পৌঁছে দেবে।

কনককান্তি চলে যাওয়ায় একটু হাঁফ ছাড়লেন হেমকান্ত। ছেলেদের সঙ্গে তাঁর একটা অপরিচয়ের ব্যবধান আছে। তার ওপর ওদের সামনে তিনি নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা তেমন জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন না। কেমন যেন মিইয়ে যান, প্রতিরোধহীন হয়ে পড়েন। এটাই হয়তো ব্যক্তিত্বহীনতা। তাই কনককান্তি চলে যাওয়ায় তার মনের ওপর থেকে একটা চাপ সরে গেল। মাথায় সম্ভব অসম্ভব বুদ্ধিও খেলতে লাগল অজস্র।

একদিন সকালে তিনি বিনোদচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানায়। বিনোদচন্দ্র ভারী ভীত ও বিষণ্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন। উচ্ছেদের ভয় মানুষের এক মস্ত শত্রু। বিনোদচন্দ্র হাত কচলাচ্ছেন। প্রণামোচিত তেজদীপ্ত তাঁর কোনোদিনই ছিল না। আজ বিরূপ পরিস্থিতিতে মেরুদণ্ড আরো নুয়ে গেছে।

হেমকান্ত আড়চোখে বিনোদচন্দ্রের অবস্থাটা লক্ষ করে বললেন, আপনি সংস্কৃত কীরকম জানেন ঠাকুরমশাই ?

কিছু কিছু জানি।

কিছু মানে কতটা ?

কাব্য পাশ করেছি।

সে তো বহু কাল আগে। চর্চা কি আছে ?

আছে একটু-আধটু।

যদি একটা চতুষ্পাঠী খুলি তাহলে পড়াতে পারবেন ?

পারব।

এমনিতে পারবেন না। একটু ঝালিয়ে নিতে হবে।

আজ্ঞে, তাও নেবো।

আপনার শরীর কেমন ?

বড় দুর্বল লাগে। মাথাটা ঘোরেও মাঝে মাঝে।

তাহলে কী করে পারবেন ? লক্ষ্মীকান্ত কি সংস্কৃত জানে ?

সামান্য জানে।

তাহলে সেও পারবে না।

যদি চেষ্টা করে তাহলে পারবে।

হেমকান্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাদের বৃত্তিই তো পৌরোহিত্য। তার ওপর মন্ত্রতন্ত্রও দেন। আপনারা সংস্কৃত চর্চা করেন না কেন ?

বিনোদচন্দ্র কাঁচুমাচু মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন।

হেমকান্ত বললেন, সংস্কৃতজ্ঞান আপনার কুলকর্মের পক্ষেই একান্ত দরকার। সেটাও যদি না থাকে তবে কী করে কাজ হবে বলুন তো ! শুধু একটু নিত্যপূজা আর পঞ্জিকা দেখে শুভকর্মের দিন স্থির করা এইতেই কি সব হয় ?

আজ্ঞে আমি তো কোষ্ঠীও করে থাকি।

হেমকান্ত ভ্রুকুটি করে বললেন, তবেই তো হয়ে গেল। কোষ্ঠী করা কি একটা সাঙ্ঘাতিক কাজ নাকি ?

বিনোদচন্দ্র ফের হাত কচলাতে থাকেন।

হেমকান্ত যথার্থ রূঢ় হতে পারেন না। তাঁর স্বভাবেই সেটা নেই। তাই একটু পরেই গলা নরম

www.MurchOna.com

করে বললেন, সে যাই হোক। কৃষ্ণকান্তকে আমি একটু সংস্কৃত শেখাতে চাই। ছেলেটি মেধাবী বলেই মনে হয়। আপনি কি কাজটা পারবেন?

আজ্ঞে খুব পারব।

ভেবেচিন্তে বলুন।

পারব।

লাভের বশবর্তী হলে মানুষ অনেকরকম সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করে, পারগতার কথা ভাবে না। হেমকান্ত তা জানেন বলেই বিনোদচন্দ্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, শিক্ষা যেটুকু দিতে পারেন সেটুকুই দেবেন। কিন্তু ভুল শেখাবেন না। এই বয়সে কোনো শিক্ষার মধ্যে ভুল থেকে গেলে তা আর পরে বড় একটা শোধরায় না।

আজ্ঞে আমি খুব যত্ন করে শেখাবো।

হেমকান্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, যদি ওর শিক্ষার ভার আপনাকে দেওয়া হয় তাহলে আপাতত আপনারা এ বাড়িতেই থাকবেন।

বিনোদচন্দ্রের বিমর্ষ মুখ কিছু উজ্জ্বল হল। তবে ভয়টা একেবারে কাটল না। শুধু স্তিমিত গলায় বললেন, আমার আর দিন বেশী বাকী নেই। যে কটা দিন আছি এবাড়িতেই যদি থাকতে দেন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেরকম কথা দিতে পারি না। এস্টেটের অবস্থা ভাল নয়। আদায় উসুল সামান্য। খাজনা বাকি পড়ছে। যুগও পাল্টাচ্ছে। এখন ছেলেদের সিদ্ধান্তও ভেবে দেখতে হবে। তাই সব অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যে আজ্ঞে।

কটা দিন বইপত্র নাড়াচাড়া করে নিন। চর্চার অভাবে অনেক কিছুই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। বইটই যদি কিছু লাগে তবে কাছারিতে বলে দেবেন, ওরা আনিয়ে দেবে।

বিনোদচন্দ্র বিদায় নিলে হেমকান্ত ভাবতে লাগলেন, কাজটা ঠিক হল কিনা। মনুর প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা বোধহয় সর্বজনবিদিত। সেক্ষেত্রে যে কাজটা তিনি করলেন তা যে মনুকে কাছে রাখার জন্যই এটা সবাই টের পেয়ে যাবে। কিন্তু তিনি আর কীই বা করতে পারতেন!

উঠে আস্তে আস্তে কাছারি পেরিয়ে ঠাকুরদালানের দিকে এগিয়ে গেলেন হেমকান্ত। আজকাল কেন যেন তাঁর কিছুই তেমন ভাল লাগে না। কেন লাগে না তা টের পান মাঝে মাঝে। চমকে ওঠেন। বড় বউমা আসার পর মনু আর অনায়াসে তাঁর কাছে আসতে পারে না। আর মনুর সঙ্গে দেখা হয় না বলেই ক্রমে ক্রমে দিনক্ষয় তাঁর কাছে আলুনী লাগে।

ঠাকুরদালানের দিকে বহুকাল আসেননি। দূর থেকে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর শোনেন। তবে নিজে আসেন না। ঠাকুর দেবতার প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ নেই তাঁর। তিনি অবশ্য নাস্তিকও নন। তাঁকে নির্বিকার বলা যায়।

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে তিনি চমৎকার একটা গন্ধ পেলেন। নানারকম ফুল, বেলপাতা, আম্রপল্লব, চন্দন, ধূনোর বহুদিনকার সঞ্চিত গন্ধ। মনটাকে ভিজিয়ে দেয়। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। মন্দিরটার কিছু সংস্কার প্রয়োজন। শ্বেতপাথরে বাঁধানো মেঝের পাথরগুলোর জোড় খুলে এসেছে। থামে ফাটল। পলেস্তারা খসেছে। তবু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরে মার্জনার কাজটুকু মনু করে, তিনি জানেন।

হেমকান্ত অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, মনু! মনু আছো নাকি?

রঙ্গময়ী মন্দিরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে পাটের লালপেড়ে শাড়ি, কপালে তেলসিঁদুরের ফোঁটা, চোখে বিস্ময়।

তুমি!

তোমার খোঁজে এলাম। আজকাল তো দেখা দাও না।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী মৃদু একটু হাসল, তবু ভাল। দেখা চাও তাহলে!

হেমকান্তর রসিকতাবোধ লুপ্ত হয়েছে। মন বড় অস্থির। আবেগকম্পিত। হঠাৎ বললেন আমরা কে কতদিন বেঁচে থাকব মনু?

তার মানে? আবার ওসব কথা কেন?

আমাদের আয়ু যে ফুরিয়ে আসছে! তোমার আমার।

বালাই ষাট। আয়ু ফুরোবে কেন! কোন দুঃখে?

ঠাট্টা কোরো না। আমার মন ভাল নেই।

রঙ্গময়ী একটা আসন বের করে পেতে দিল বারান্দায়। বলল, বোসো।

হেমকান্ত বসলেন। বললেন, আমার মন বড় অস্থির মনু।

কেন অস্থির?

মনে হচ্ছে তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

রঙ্গময়ী হেমকান্তর ঈষৎ স্খলিত ও সামান্য কম্পিত কণ্ঠস্বর লক্ষ করে। এতটা আবেগ হেমকান্তর মধ্যে সে কখনো দেখেনি। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর হেমকান্তর মুখোমুখি বসে সে মেঝেতে আঙুলের দাগ দিতে লাগল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, এটা তুমি এতদিনে বুঝলে আমি তো জানিই, আমি চলে গেলে তুমি টিকতে পারবে না এখানে। তাই এত অপমান সয়েও পড়ে আছি। শুধু তোমার জন্যে।

কে তোমাকে অপমান করে মনু?

কে না করে বলো! তাদের নাম শুনলে কী করবে? মাথা কাটবে?

না। কিন্তু তোমাকে অপমান করে কেন?

করে সেটা নিয়ম বলেই। বামুনঘরের আইবুড়ো মেয়ে। তার ওপর অনেক রটনাও তো আছে।

তোমার অনেক কষ্ট, না মনু?

অনেক। কিন্তু সেগুলোর ভাগ নিতে যেও না। সইতে পারবে না।

কষ্টের ভাগ নিতে কে চায় বলো। কিন্তু তোমার জন্য আমার মন খারাপ লাগে।

সেটুকুই আমার যা কিছু ভরসা। বোঝো না?

হেমকান্ত খানিকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইলেন। গ্রীষ্মের বেলা বাড়ছে। রোদের তাপে তেতে উঠছে মেঝে। হেমকান্ত ঘামছেন। কিন্তু এসব তেমন খেয়াল করছেন না। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, তোমাকে আজ স্পষ্ট করে কথাটা বললাম। বলে একটু লজ্জাও করছে।

লজ্জার কী?

তুমি কী ভাববে।

সেই এইটুকু বয়স থেকে যা ভেবে আসছি তা কি আর পাল্টায়?

শোনো, তোমাদের এ বাড়িতে রেখে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা বোধহয় হয়ে যাবে। আমি তোমার বাবাকে বলেছি কৃষ্ণকান্তকে সংস্কৃত পড়াতে।

রঙ্গময়ী চোখ কপালে তুলে বলে, কবে বললে?

আজই। একটু আগে।

সর্বনাশ। বাবা কি সংস্কৃত জানে নাকি?

জানে না? একটু-আধটু নয়?

রঙ্গময়ী হেসে ফেলে বলে, সে যা জানে তা না জানার মতোই। তুমিও একটা পাগল। বলার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নাওনি কেন?

হয়তো করা উচিত ছিল। কিন্তু ভাবলাম তোমাদের নিয়েই যখন সমস্যা তখন তুমি হয়তো এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইবে না। লজ্জা পাবে। তোমার আত্মসম্মানবোধও তো সাঙ্ঘাতিক।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী স্নিগ্ধ চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বলে, আত্মসম্মানজ্ঞান ? ওকথা বোলো না। সব ভাসিয়ে দিয়েছি জলে। নিজের মধ্যেই তো আমি নিজে থাকি না। সবসময়ে শুধু ভাবি আর তো কেউ তোমাকে বোঝে না। আমি চলে গেলে তোমার কী হবে !

হেমকান্ত কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন। ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কাজটা কি তাহলে ঠিক হয়নি ?

কৃষ্ণকে সংস্কৃত পড়ানোর কাজটা তো ! না, ঠিক হয়নি।

তাহলে কী হবে ?

বাবা সংস্কৃতের চর্চা কোনোকালেই তেমন করেননি। দাদা তো আরো অগামার্কা। কৃষ্ণ মাথাওয়ালা ছেলে, ওকে পড়ানো কি যার-তার কাজ।

তাহলে একটা উপায় তো কিছু করতে হবে।

সেজন্য তুমি ভেবো না। ওকে আমিই পড়াতে পারব।

তুমি সংস্কৃত জানো ?

টোলে চতুষ্পাঠীতে শিখিনি। তবে হাতে কাজ নেই বলে বসে বসে উপক্রমণিকা নাড়াচাড়া করতাম। তারপর একটু একটু করে খানিকটা শিখেছি। নিজে নিজেই।

বলো কী ? হেমকান্তর গলায় সত্যিকারের বিস্ময়।

এমন কিছু হাতিঘোড়া কাজ নয়। তোমার তো মনে নেই, কৃষ্ণকে আমি প্রথম থেকেই অ আ ক খ শেখাতাম। এখনো ওর সব বইপত্র আমি নাড়াচাড়া করি। একটু একটু বুঝিও। ওকে পড়ানো শক্ত হবে না।

তোমার বাবাকে তাহলে কী বলব ?

তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলব।

বাঁচালে।

রঙ্গময়ী একটু হাসল। তার চোখেমুখে এক আশ্চর্য দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। এমনটি আর কখনো দেখেননি হেমকান্ত। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন। রঙ্গময়ী চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছো নাতি-নাতনী নিয়ে ?

ভালই তো। শুধু তোমার অভাব।

সব কি একসঙ্গে পাওয়া যায় ?

বউমার সঙ্গে কি তোমার ভাব নেই মনু ? তাহলে যাওনা কেন ?

ভাব আছে। আর সেটাকে রাখতে চাই বলেই যাই না।

সে তোমার যা বিবেচনা। তবে আজকাল বউমা সবসময়ে তো বাড়িতে থাকে না। বেড়াতে টেড়াতে যায় বোধহয়। তখন ফাঁকমতো যেও।

রঙ্গময়ী এ কথায় একটু গম্ভীর হল। বলল, চোরের মতো যাবো কেন ?

হেমকান্ত রহস্য করে বললেন, কিন্তু তুমি তো চোরই। বরাবর পরের ধনে তোমার পোদ্দারী।

সেটা আবার কী ? কার ধনে— ? বলে রঙ্গময়ীও হেসে ফেলে।

ঠিক বলিনি ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না, ঠিক বলোনি। তুমি কখনো পরের ধন ছিলে না।

তাই নাকি ?

তা ছাড়া আবার কী ? সুনয়নী তোমাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিল সে তার ভাগ্য। আমি তো সেভাবে পাইনি। কিন্তু পাই বা না-পাই জিনিসটা যে আমার তা আমি মনে মনে জানি।

হেমকান্ত ভেবেছিলেন, তিনি এই পঁতাল্লিশ বছর বয়সে যথেষ্ট বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কিন্তু লজ্জারক্তিম মুখশ্রী, স্ফুরিতাধর এবং নতচক্ষু নিয়ে অকপট গভীর গলায় রঙ্গময়ী যা উচ্চারণ করল

www.MurchOna.com

তা শুনে তাঁর ভিতরে যৌবনোচিত এক শক্তি জেগে উঠল যেন। তিনি ইচ্ছে করলে এখন সেই যুবা বয়সের মতোই এক সাঁতারে ব্রহ্মপুত্র এপার ওপার করতে পারেন, হাজারবার মুগুর ঘোরাতে পারেন, মাইলের পর মাইল হেঁটে বেয়ে চলে যেতে পারেন।

হালকা শরীর ও ঝুরঝুরে মন নিয়ে হেমকান্ত উঠলেন। বললেন, ঠাকুরদালানকে অনেকক্ষণ অপবিত্র করেছি। আমি অন্তজ মানুষ।

রঙ্গময়ী মৃদুস্বরে বলল, তার চেয়েও বড় কথা, এতক্ষণ ধরে অনেক জোড়া চোখ আড়াল আবডাল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তোমাকে আর আমাকে দেখেছে। এসো গিয়ে এখন। ভয় পেও না, আমাকে মেরে না তাড়ালে আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবো না।

হেমকান্ত একটা স্বস্তির বড় শ্বাস ছাড়লেন।

যখন নামছেন তখন রঙ্গময়ীও কয়েক ধাপ সিঁড়ি সঙ্গে নামল। হঠাৎ মৃদুস্বরে বলল, একটা কথা।

বলো।

বড় বউমার ওপর একটু নজর রেখো।

তার মানে?

সব কথার কি মানে হয়?

হেমকান্ত ভ্রুকুটি করে বললেন, তুমি কোনো কথাই খামোখা বলো না। নজর রাখার প্রয়োজন কী? চপলা কি ছেলেমানুষ?

ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী? কতই বা বয়স?

কি ভাবে নজর রাখা সম্ভব? আর ও কীই বা করছে?

রঙ্গময়ী চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা সেটা পরে বলা যাবে। সুযোগমতো।

রহস্য রাখছো? জানো তো, এসব ইংগিতপূর্ণ কথা শোনার পর আমি কিরকম উদ্বেগে থাকব!

জানি। তাই কথাটা বলেই মনে হল ভুল করলাম।

আসল কথাটা কী?

তুমি বরং ওকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দাও।

আমি ব্যবস্থা করলে কী হবে? বউমা নিজেই তো যেতে চাইছে না বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছো। তবে সেজন্য কনকের সঙ্গে বউমার কিছু কথা কাটাকাটিও হয়। সে খবর রাখো!

আমি কোনো খবরই রাখি না মনু। কেউ আমাকে কিছু বলে না। ওদের কথা কাটাকাটি হল কেন?

কনকের ইচ্ছে ছিল না চপলাকে রেখে যেতে।

তবে গেল কেন?

সেইটেই তো কারণ। চপলা যায়নি। এদিকে বিশ্বনাথের সঙ্গেও চপলার বনিবনা হচ্ছে না। তুমি বোধহয় সে খবরও রাখো না।

না। বলেছি তো, খবর আমি পাই না। বনিবনা হচ্ছে না কেন?

কারণটা শুনতে চাও?

বড্ড কথা ঘোরাও তুমি। হেমকান্ত বিরক্ত হলেন।

বলছি। রাগ কোরো না কিন্তু। যা বলছি তা চুপ করে শুনবে। তারপর ঘরে গিয়ে বসে ব্যাপারটা ভাববে।

ঠিক আছে। বলো।

বড় বউমা শচীনের সঙ্গে বড্ড বেশী মাখামাখি করছে।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত হতভম্ব হয়ে যান। তারপর বলেন, কী করছে ?

আঃ অত জোরে নয়। বলেছি না চুপ করে শুনবে।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর মুখের দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে বললেন, আমি যে কথাটা ভাল বুঝতেই পারছি না।

এখন বুঝবেও না। ঘরে গিয়ে ভাবো একটু । আর বড় বউমার ওপর একটু নজর রাখো। দাসীর কথা বাসী হলে মিষ্টি হয়।

বজ্রাহত হেমকান্ত ঘরে ফিরে এলেন। এরকম সুন্দর একটি সকালের যে এমন পরিণতি হবে তা তিনি আশা করেননি। ঘরে বসে অনেকক্ষণ রঙ্গময়ীর কথাটা ভাবলেন। ভেবে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলেন না। ইংগিতটা অবশ্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। কিন্তু সেই ইংগিত তাঁর মন গ্রহণ বা অনুবাদ করতে চাইছিল না।

খাওয়ার সময় চপলা সামনে ছিল আজ। বারবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন হেমকান্ত। মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এত কম যে, মুখ দেখে কিছু অনুমান করা খুবই কঠিন।

চপলা বলল, বাবা আজ কিছুই খাচ্ছেন না।

খিদে নেই।

শরীরটা কি খারাপ ?

না মা, এই বয়সে একটু কম খাওয়াই ভাল।

আপনার বয়স তো তেমন কিছু নয় বাবা। আমার বাবারও তো একই বয়স। বাবা এখনো যা খেতে পারেন !

ওঁর কথা আলাদা। উনি শিকারী মানুষ। মজবুত স্বাস্থ্য।

তা অবশ্য ঠিক।

ছেলের বউ শ্বশুরের সঙ্গে এত কথা বলে এটা সুনয়নীর পছন্দ ছিল না। কিন্তু সুনয়নী নেই। তাই পর্দা সরে গেছে। হেমকান্ত আজ চপলার সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন বিব্রত হচ্ছেন বারবার। মনে হচ্ছে, স্ত্রীর মতো কেউ একজন থাকা দরকার ছিল। স্ত্রী অনেক কিছু সামাল দেয়।

হেমকান্ত হঠাৎ বললেন, বিশাখাকে দেখছি না !

সে তো নিজের ঘরে।

ভাল আছে তো !

আছে। ডাকবো ?

না। দরকার কী ? হয়তো কাজটাজ কিছু করছে।

চপলা আর কিছু বলল না এ প্রসঙ্গে। পরিবেশন করতে করতে বলল, সেদিন আপনি এসরাজ বাজালেন না বাবা, আপনার এসরাজ আর শোনাই হল না।

ও আমি ভুলে গেছি।

এসব কি মানুষ ভোলে ! আমাদের খুব ইচ্ছে একদিন শুনি।

আচ্ছা, দেখা যাবে।

একদিন জলসা বসাবো বাবা ?

জলসা ! না, তার দরকার নেই। হেমকান্ত আবার এই প্রগলভতার সামনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

আপনি এসরাজ বাজাবেন। শচীনবাবু গান গাইবেন। বেশ জমবে।

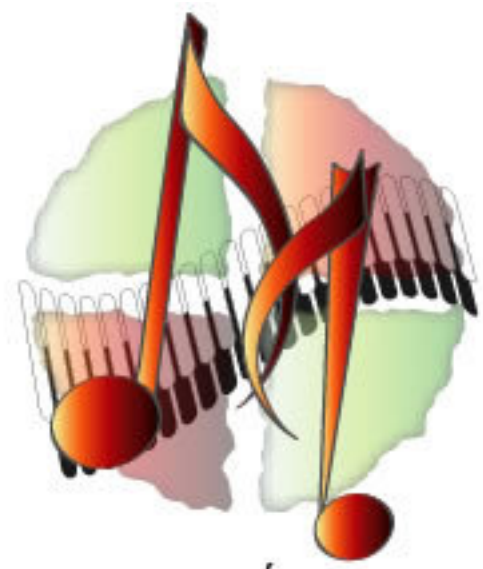

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com